দু'ফোঁটা পানি

খাজা আহমদ আব্বাস

BanglaBook.org

খাজা আহমদ আব্বাস

দু'ফোঁটা পানি

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অনুবাদ

আখতার-উন-নবী

৩৮/বাংলাবাজার/ঢাকা

প্রথম সংস্করণ ঃ শ্রাবণ, ১৩৮৫

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

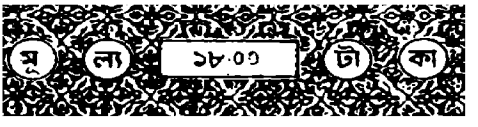

প্রকাশনায় ঃ
দেওয়ান আবদুল কাদের ॥ ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা
মুদ্রণে ঃ
আবুল হাশেম ॥ সোসাইটি প্রিন্টার্স ॥ ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা
শিল্পী ঃ
প্রাণেশ কুমার মণ্ডল
প্রকাশ-কাল ঃ
আগষ্ট ঃ ১৯৭৮

স্পষ্টভাষী

আবুল ফজল

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

পূর্বকথা

'দো বুঁদ পানি' সাহিত্যিক-চলচ্চিত্রকার খাজা আহমদ আব্বাসের একটি অবিস্মরণীয় ছায়াছবি। দেশে এবং বিদেশে ছবিটি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারের সম্মানেও ভূষিত হয়েছে।

বর্তমান অনুবাদ-গ্রন্থ 'দু'ফোঁটা পানি' মূলতঃ 'দো বুঁদ পানি' ছবির চিত্রনাট্যেরই উপন্যাস-রূপ। এবং উপন্যাস-রূপ দিয়েছেন খাজা আহমদ আব্বাস স্বয়ং। যার ফলে কাহিনীটির মূল্য আরো বেড়ে গেছে। বিশেষ করে মানবিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, সর্বোপরি বেঁচে থাকার অক্লান্ত প্রয়াস দেখা যায় এ কাহিনীতে। শুধু তাই নয়, উপন্যাস-রূপ দেয়ার ফলে কাহিনীটির সাহিত্যিক-মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক। এসব কারণেই উপন্যাসটি বাংলায় অনুবাদ করার তাগিদ অনুভব করি আমি।

এ উপন্যাসের সংলাপগুলোতে আমাদের গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা ব্যবহার করতে পারলে হয়তো খুব ভালো হতো, কিন্তু বৃহত্তর পাঠক সমাজের কথা ভেবেই সে প্রচেষ্টা থেকে বিরত রইলাম। এ অনুবাদ-গ্রন্থে আমি স্বেচ্ছায় কিছু কিছু উর্দু শব্দ ব্যবহার করেছি মূল ব্যঞ্জনা বজায় রাখার কারণে।

সব দেশের শিল্পীরাই তাঁদের শিল্পকর্মে দেশ, জাতি ও সমাজকে কিছু না কিছু পথ-নির্দেশ দিয়ে যান

BanglaBook.org

যেটা আমাদের দেশের লেখক-শিল্পীদের মধ্যে খুব বেশী একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সুসাহিত্যিক আবুল ফজল। এ কারণেই এই ক্ষুদ্র অনুবাদ উপন্যাসটি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নামে উৎসর্গ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

—আখতার-উন-নবী

৭/৭/৭৮

৯৯, আরামবাগ, ঢাকা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১

বউ অলঙ্কার এনেছে, কিন্তু পানি এনেছে?

যতদূর দৃষ্টি যায় শুধুই বালির সমুদ্র দিগন্ত বিস্তৃত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মনে হচ্ছিলো যেন ঢেউ উঠছে একটার পর একটা। তীব্র বাতাস বালির পাহাড় কেটে কেটে এক অদ্ভুত আকৃতির করে দিয়েছে। রোদের কিরণে হলুদাভ বালি ঝলমল করছে। এবং গুহাগুলোর ভেতরের লম্বা কালো ছায়া দুপুরের বাড়ন্ত রোদে ক্রমশঃ ছোট হয়ে যাচ্ছে।

চারদিকে বালির সমুদ্র ছড়িয়ে আছে। কিন্তু পানির নাম নিশানা কোথাও নেই। না আছে কোন গাছপালা, না আছে কোন ঝোপঝাড়। এমন কি এক খণ্ড তৃণলতাও দেখা যাচ্ছিলো না কোথাও। ব্যাস, শুধুই বালির পাহাড় আর টিলা। ঘূর্ণীঝড় লাখ লাখ বালিকণা এক জায়গা থেকে উঠিয়ে অন্য জায়গায় এনে ফেলছিলো। কালকেও যেখানে ছিলো টিলা, আজ সেখানে জেগেছে উপত্যকা। যেখানে ছিলো গর্ত, সেখানে জেগেছে বালির পাহাড়।

এই বালির সমুদ্রে গ্রামও আছে। তবে জনমানবহীন বিরাণ সে গ্রাম। ভাঙ্গাচোরা পাথরের ঘরগুলোতে বালির আস্তর জমে আছে। কূয়োগুলো সব শুকনো, বালি পড়ে আটাল হয়ে রয়েছে। প্রতিটি জিনিসের উপর বালিকণা হতাশায় ভরা মৃত্যুর চাদর পরিয়ে দিয়েছে।

এই মরুভূমিতে উটের গলায়-পায়ে বাঁধা ঘন্টির আওয়াজ শোনা গেলো। আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে সে আওয়াজ। যেন মৃত্যুর নিস্তব্ধতায় জীবনের মধুর সঙ্গীত। এবং পরমুহূর্তে একটি বালির পাহাড়ের পেছন থেকে কাফেলা আসছে দেখা গেলো। এটা সাধারণ কাফেলা নয়, কারো বরযাত্রী। ভারিতীয়া গ্রামের গঙ্গা সিংয়ের বরযাত্রী, অন্য গ্রাম থেকে লাল ঘোমটা পরা গৌরীকে বিয়ে করে নিয়ে

BanglaBook.org

আসছে। ঘোমটা বের করে উটের পেছনে স্বামীকে ধরে বসে রয়েছে গৌরী। একদিকে অলঙ্কার ভর্তি টিনের রঙীন ট্রাঙ্ক, অন্যদিকে রোদে চকচক করা পিতলের একটি কলসী বাঁধা। উট খুব ধীর গতিতে হাঁটছিলো। কিন্তু গঙ্গা সিংয়ের বন্ধু ইউসুফ তাকে বড় বিরক্ত করছিলো।

'কি হলো দুলা মিয়া? ভাবীর ওজনে তোমার উটের কোমর ভেঙ্গে গেলো নাকি?'

চমকে উঠে জবাব দিলো গঙ্গা সিং, 'এই বক বক করবি না ইউসুফ, আমার বাড়ীওলী তো ফুলের চেয়েও হালকা, শক্তি থাকলে দৌড়ে দেখ না।'

গঙ্গা সিং আহ্বান জানালো, 'ইউসুফ, তাহলে এসে যাও ময়দানে' বলেই উটের পেছনে পায়ের গোড়ালি মারলো।

উট দু'টি গলার ঘন্টি ঝাড়া দিয়ে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করে দিলো।

গঙ্গা ইউসুফকে প্ররোচিত করছিলো, ইউসুফ গঙ্গাকে।

গঙ্গার পেছনে বসে থাকা নববধূ লাল কাপড়ের পুটলী হয়ে শক্ত করে গঙ্গার কোমর জড়িয়ে ধরলো। নববধূর কোমল স্পর্শ গঙ্গার শরীরে যেন নতুন উদ্যম এনে দিলো। আরো জোরে জোরে উটের পেছনে পায়ের গোড়ালি মারে গঙ্গা। আর উটও এতো দ্রুত ছুটতে শুরু করলো যে, ইউসুফ অনেক পেছনে পড়ে থাকলো।

গঙ্গা সিংয়ের উট অনেক দূর চলে গেলে ইউসুফ লাগাম খিঁচে নিজের ক্লান্ত উটটা থামালো এবং কপাল থেকে ঘাম মুছতে থাকলো।

'আরে ভেবেছিস তুই জিতে গেছিস না?' ইউসুফ ঈষৎ লজ্জিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। যদিও তার কণ্ঠস্বর গঙ্গা সিং পর্যন্ত পৌঁছলো না, 'আরে এটা তো একটা ছল মাত্র। তোকে ভাবীর সঙ্গে একা ছেড়ে দেয়ার জন্যই তো এই ছলনা করলাম।'

একটা বালির টিলার উপর দু'টো পুরনো পাথরের থাম আকাশের দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। থাম দু'টির উপর খোদাই করা কিছু একটা যেন লেখা। বিভিন্ন চিত্রও আঁকা। একদিকে রাজপুত পুরুষের মূর্তি, অন্যদিকে একজন মহিলার মূর্তি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

BanglaBook.org

মূর্তি দু'টির পাথুরে মাথার উপর পাথুরে প্রজাপতি চক চক করছে। এবং ওদের সুন্দর চোখগুলো পাথরের পর্দার মধ্যেও লজ্জায় যেন নত হয়ে রয়েছে। সেই টিলার উপরই উটটাকে বসিয়ে দিয়ে গঙ্গা সিং বললো ঃ

'এসো গৌরী, আমরা তো অনেকদূর চলে এসেছি। একটু বিশ্রাম নিই। গ্রাম তো কাছেই, বরযাত্রীরা কাছে এলে একসাথে আবার রওনা দেবো।'

তারপর উট থেকে নেমে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো নববধূ তখনো ঘোমটা মুড়ে বসে রয়েছে। গঙ্গা কাছে গিয়ে প্রেমমাখা স্বরে বললো, 'আরে তুই লজ্জা করছিস? নিজের বাড়ীওলাকে? খোল ঘোমটা, তোর চেহারাখানা তো দেখি!' এ কথা বলেই সে ঘোমটা খুলে ফেললো। এবং মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়লো, 'হায় রাম, তুই কত সুন্দর!'

বেশ কিছুক্ষণ গঙ্গা সিং আপন নববধূর মোহিনী মুখাবয়ব দেখে যেন ধাঁধায় পড়ে গেলো। পরে মনে পড়লো, তার বড় জোর পিয়াস লেগেছে। সে উটের কাঁধ থেকে পানির থলে খুললো। এবং পান করছিলো প্রায়, এ সময় গৌরীর কথা মনে পড়ে গেলো। সে পানির থলেটা আগে তার দিকে বাড়িয়ে ধরলো, কিন্তু গৌরীর জবাব শুনে সে থ বনে গেলো।

'তুই খা।'

'তুই এখনি আমার সাথে তুই তুকারি করতে শুরু করলি?' সে প্রেমমাখা অভিযোগ করলো। এবং পরে জোর করতে শুরু করলো, 'কিন্তু না, তুই আগে খা।'

কিন্তু গৌরী স্থির দৃষ্টিতে সেই পাথরের থাম দু'টির দিকেই তাকিয়ে ছিলো। ওখানে পাথরের উপর লেখা, 'তুই খা, তুই খা'।

এবার তো গঙ্গা সিংয়ের আশ্চর্যের আর সীমা থাকে না। 'তুই পড়তে লিখতেও পারিস?' গৌরী মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বললে.সে বললো, 'তাহলে পড় তো এই পাথরে কি লেখা আছে?'

গৌরী একটা থামের উপর খোদাই করা শব্দগুলো পড়লো।

BanglaBook.org

'জল কম, বুক বেশী, লাগা প্রেমের বাণ
তুই খা, তুই খা, বলে দু'জনই জুড়ায় প্রাণ'

পরে বাকী পাথরটার দিকে তাকায়—যার উপর লম্বা একটা বাক্য খোদাই করা ছিলো।

'দু'টি প্রাণীঃ একজন পুরুষ, একজন নারী। ওরা এই বালির সমুদ্রে হারিয়ে গিয়েছিলো। ওদের কাছে স্রেফ দু'তিন ফোঁটা পানি ছিলো। যা দিয়ে মাত্র একজনের প্রাণ রক্ষা পাওয়া সম্ভব ছিলো। কিন্তু ওদের দু'জনের কেউই পানি পান করলো না। 'তুই খা, তুই খা' বলতে বলতেই ওরা মরে গেলো।'

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওরা নীরবে এই আশ্চর্য কাহিনীর ব্যাপারে ভাবতে থাকলো। পরে গঙ্গা নিজের নতুন বিয়ে করা বউকে জিজ্ঞেস করলো, 'গৌরী, আমাদের উপরও যদি এই বিপত্তি আসে কি হবে?'

'ভগবানের কাছে আমারও এই প্রার্থনা' গৌরী দৃষ্টি নত করে জবাব দিলো, 'যেন এভাবে আমিও মরতে পারি।'

এ সময় দূরে উটের ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেলো। যদিও এই ঘণ্টা-ধ্বনির মধ্যে জীবনের সঙ্গীত ছিলো না, বরং কোন বিপদের আভাস ছিলো। গঙ্গা আর গৌরী ভয় পেয়ে ওদিকে তাকিয়ে দেখলো, মুখে কালো কাপড় জড়ানো একজন লোক।

'আমার মনে হচ্ছে কোন ডাকাত।' গৌরী সন্দেহ প্রকাশ করলো।

গঙ্গা সিং ভয় পেয়ে বউকে বললো, 'এই গৌরী, ঘোমটা পরে নে।'

কিন্তু উট সামনে এগিয়ে এলে গঙ্গা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। 'আরে এতো আমাদের গ্রামের মঙ্গল সিং।'

'আরে ও মঙ্গল,' গঙ্গা বলে উঠলো, 'কোথায় আবার চলে গেলি? আমার বিয়েতে বরযাত্রী গেলিনে!'

মঙ্গল সিং ওর চেয়ে একটু বয়েসী যুবক। জবাব দিলো, 'জয়সল-মীরে একটু কাজ ছিলো। কিন্তু সৌভাগ্য তোমার, এই খরার দিনে আমাদের গ্রামে সানাই বাজালে।'

BanglaBook.org

দূর থেকে বরযাত্রীর কাফেলা আসতে দেখেই গ্রামের সবাই সানাই বাজাতে শুরু করে দিলো। মেয়েরা গীত গাইতে গাইতে বর কনেকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে লাগলো। বর উট থেকে নেমেই ইউসুফের বাবা এবং গ্রামের সর্দার রহমান চাচার পা ছুঁয়ে সালাম করার জন্য এগিয়ে গেলো। কিন্তু সে কনের আঁচলের সাথে বাঁধা ছিলো বলে হঠাৎ আটকা পড়ে নীচে গড়িয়ে পড়ে গেলো। চারদিক থেকে উচ্চহাসির রোল উঠলো। কনেও ঘোমটার আড়ালে হেসে দিলো। রহমান চাচা বরকে আশীর্বাদ করলো। গঙ্গার বোন সোনকি ভাইকে বরণ করে নিলো। ইউসুফের বোন বর-কনেকে থামিয়ে সমস্ত বোনদের পক্ষ থেকে নজরানা দাবী করলো। তারপরে গিয়ে গঙ্গা নিজের কক্ষে যাবার জন্য পা রাখলো। কিন্তু সোনকি তাকে ভয় দেখালো ঃ

'খবরদার ভাইয়া, ভেতরে পা রাখবিনে। আগে তরবারী বের কর। তার পরে থালাগুলো সরাও।'

ভেতরে ঢোকার পথে ঘরের যত থালা বাসন আছে, এবং পাড়া-প্রতিবেশীরও যত থালা-বাসন, সব এনে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। গঙ্গা সিং কোমরে ঝুলানো তরবারী বের করে সে থালাগুলোকে এদিক-ওদিক সরিয়ে দিলো। তরবারী দিয়ে নিজের স্ত্রীর জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে নিলো। এবার গৌরী ভেতরে প্রবেশ করলো এবং ঘোমটা খুলে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকলো। গঙ্গা বোনের সঙ্গে স্ত্রীকে পরিচয় করিয়ে দিলো।

'গৌরী, এ হচ্ছে আমাদের সোনকি। ওকে আমরা 'সোন' বলেও ডাকি।' তারপর সোনকির দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে, 'ওকে আমার বোনও বলতে পারো, মাও বলতে পারো।'

চঞ্চল আর দুষ্টু সোনকি তো ভাইয়ার বিয়ের খুশীতে এতো বাগ বাগ যে, গর্ব আর ধরে না। সে বড়ভাইকে কৃত্রিম শাসিয়ে বললো, 'দাদা বক বক বন্ধ করো, আমাকে ভাবীর মুখ দেখতে দাও।'

গঙ্গা গৌরীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'ওর কথায় কিছু মনে করো না, বাবাকে পর্যন্ত ও শাসন করে ফিরে। শকুনীর গলা পেত্নীটার।'

সোনকি সত্যি সত্যি নিজের লম্বা গোলাপী জিব বের করে ওকে ভেংচি কেটে বললো, 'আচ্ছা, এখন আপনার গৃহকর্ত্রীকে এই পেত্নীটার

BanglaBook.org

হাতে ছেড়ে দিন। পাড়াপড়শীরা এই এলো বলে আমার ভাবীকে দেখতে।'

এই মুহূর্তগুলোতে গঙ্গার চোখ জোড়া বাবাকেই খুঁজে ফিরছিলো। এখন বোনকে জিজ্ঞেস করলো, 'বাবা কোথায় রে? কোথাও দেখছিনে!'

মুহূর্তে সোনকির সুন্দর চেহারা থেকে খুশীর আভা অদৃশ্য হয়ে গেল। কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো, 'সকাল থেকে খানাপিনা কিছুই করলো না। নিজের শুকনো ক্ষেতের মাঝে চুপচাপ বসে রয়েছে। যেন আমাদের ঘরেই শুধু খরা পড়েছে।'

শুষ্ক জমি, অনুর্বর ক্ষেত। বুড়ো হরি সিং মুঠি ভরে শুকনো মাটি নিয়ে ওর ভেতর কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। তীব্র বাতাস সে মাটি উড়িয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

একটা শুকনো মাটির ঢেলা হাতে গুঁড়ো করে তীব্র বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে বুড়ো। আর আপন মনে বিড় বিড় করছে, সবকিছু মাটিতে মিশে গেছে।' এ সময় জমিতে গঙ্গা সিংয়ের ছায়া দেখলো, এবং সে-দিকে না তাকিয়েই বললো, 'সবকিছু মাটিতে মিশে গেছে বাবা!'

'বাবা' গঙ্গা সিং বললো, 'তোমার বৌ-মাকে তো নিয়ে এলাম। ঢের অলঙ্কারপাতি এনেছে।'

'ঢের অলঙ্কারপাতি এনেছে?' হরি সিং পুনরুক্তি করলো, 'পানি এনেছে সঙ্গে করে?'

আগেই গঙ্গার সন্দেহ হয়েছিলো, খরার দুঃখ তার বাবাকে বুঝি আধা-পাগল বানিয়ে দিয়েছে। 'বাবা, কি সব বলছো তুমি? পানির সাথে তোমার বৌ-মার কি সম্পর্ক?'

'বহুত গভীর সম্পর্ক আছে।' হরি সিং জবাব দিলো। 'পানি আছে তো জীবন আছে, প্রাণ আছে। পানি ছাড়া তো বুদ্ধিও খুলে না বাবা। তাই তো বলছিলাম, এই খরার দিনে জোড়া বাঁধার কথা মুখেও নিস না! তা আমার কথা আর কে শোনে? কেউ শুনলো না। তুইও না.....।'

গঙ্গা বাবাকে বুঝালো, 'বাবা, আমি কি করবো? তোমার বৌ-মার

BanglaBook.org

মা বাবা তো কেউই বেঁচে নেই। সৎভাই লালন-পালন করেছে। এখন সেও নিজের গ্রাম ছেড়ে দিল্লী চলে যাচ্ছে। কত চিঠি লিখেছে সে, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে গেলে আমি আমার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাই। এখন আমি কি জবাব দিতাম বলো?'

গঙ্গার কাছে মনে হলো, অবশেষে বুঝি তার বাবা বউকে স্বীকার করে নিয়েছে। কারণ হরি সিং নিজেই কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, এখন লাগলো কেমন তাই বল?'

গঙ্গা ইতস্তত করতে করতে বললো, 'বাবা, তোমাকে বলতে লজ্জা করছে।'

'তাহলে লজ্জা করতে করতে বলে ফেলো।'

'বাবা, মেমদের মতো গোরা, ফর্সা। মাষ্টারণীদের মতো কথা বলে। আট ক্লাশ পাশ দিয়েছে। তোতাপাখীর মতো হিন্দী বলে।'

কিন্তু বাবা অন্য এক প্রশ্ন করে বসলো, 'আরে গায়ে গতরে সুঠাম আছে কিনা, না নেই?'

গঙ্গা কিছুটা সঙ্কোচের সাথে বললো, 'তা ঠিক আছে, ঠিক আছে বাবা, কিন্তু..... সে জানতে চাইছে বাবা এই প্রশ্ন কেন করছে।

'আরে আগে বল, দু' কলস পানি মাথায় করে আনতে পারবে, কি পারবে না? এক কলস আমাদের তেষ্টা নিবারণ করার জন্য এবং বাকী কলস.....' বুড়ো শুষ্ক অনুর্বর মাটির দিকে ইশারা করলো, 'আমাদের জমির তেষ্টা নিবারণ করার জন্য।'

ছেলে পাল্টা প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা, দু'ফোঁটা পানিতে কি হবে?'

বাবা জবাব দিলো, 'দু'ফোঁটা পানিতেই এই মরা মাটি সতেজ হবে।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

২

পিতলের কলস

বালুকাময় প্রান্তরে সারা গ্রাম ঘুমিয়ে আছে।

সবকিছু নীরব, নিস্তব্ধ। স্রেফ দূর থেকে কুকুরের একটানা চিৎকার ভেসে আসছে।

হরি সিংয়ের ঝুপড়ীর ভেতরেও সবাই ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু না, এক পাশের পালঙ্কে বর গঙ্গা সিং বড় অস্থিরভাবে কেবল এপাশ-ওপাশ করছে। অপর পাশের পালঙ্কে বুড়ো বাবা কোণা চোখে ছেলের এই অস্থির ভাব দেখছে বার বার। মাঝখানে মাটিতে নববধূ আর সোনকি শুয়ে আছে। সোনকির চোখে শৈশবের প্রগাঢ় ঘুম। কিন্তু গৌরীর যৌবনোন্মত্ত চোখে ঘুম নেই।

এ সময় গৌরী নিজের বাহুতে কারো হাতের স্পর্শ অনুভব করলো। সঙ্গে সঙ্গে হকচকিয়ে উঠলো গৌরী। হাতের সব চুড়ি শব্দ করে বেজে উঠলে, হরি সিং তাকিয়ে দেখলো, গঙ্গা সিং পাশ ফিরে শুচ্ছে। চোর ধরা পড়েছে। এবং বুড়ো হরি সিংয়ের শুকনো মুখে-ঠোঁটে স্মিত হাসি ফুটে উঠলো। গৌরীর চুড়ির শব্দে সোনকিরও ঘুম ভেঙ্গে যায়।

'কি হলো? কি হলো?' সোনকি ঘাবড়ে গিয়ে ভাবীকে জিজ্ঞেস করলো।

'কিছু না।' গৌরী সোনকিকে অভয় দিতে দিতে মিথ্যা ভান করলো, 'ওই, ওই দেখো ইঁদুর।'

এ কথায় গঙ্গা সিংয়ের রাগ ধরে গেলো। তার স্ত্রী তাকে ইঁদুর বলছে!

এবার গৌরী সোনকির পিঠে মৃদু হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো,

BanglaBook.org

'বলো ঘুম হচ্ছে তো তোমার ?'

'হ্যাঁ, ভাবী।' সোনকি গৌরীর গলা জড়িয়ে ধরে বললো, 'মা মারা যাবার পর আজকের রাতটাই বেশ মজার ঘুম হলো। মা যখন ছিলো, আমি তার সাথেই শু'তাম।'

গৌরী সোনকিকে স্নেহভরে বুকে জড়িয়ে নিতে নিতে বললো, 'এবার থেকে তুমি আমার সাথেই শু'বে। আজ থেকে তুমি আমাকে নিজের মা মনে করবে।'

এবং ওরা দু'জন ঘুমিয়ে পড়লো। হরি সিংও ঘুমিয়ে পড়লো। সারা গ্রামও ঘুমিয়ে পড়লো। স্রেফ গঙ্গা সিংয়ের চোখে ঘুম নেই।

'পিতল কি মোরী গাগরী
দিল্লী সে মোল মঙ্গাইরে···'

সাঁপের মতো এঁকে-বেঁকে, মেয়েদের লম্বা লাইন বালুকা প্রান্তর পার হয়ে জলের ঘাটে যাচ্ছিলো।

ওদের পায়ে ধূলোবালু আটার মতো লেগে আছে। ওদের মাথায় খালি কলস আর ঘটি। ওদের চোখে পানি পাওয়ার আশা। কিন্তু ওদের ঠোঁটে ছিলো একটা লোকগীতি। সবাই মিলে এই লোকগীতি গাইলে আট দশ মাইল পায়ে হাঁটার ক্লান্তিও অনেক কমে যায়।

সবার আগে সোনকি। তার পেছনে গৌরী। লম্বা পাতলা কোমর, ছিপছিপে শরীরের নতুন আনজোরা বউ। গৌরীর মাথায় একটা পিতলের কলসী। এটা সে উপঢৌকন হিসেবে সাথে করে এনেছে। ওর মাথায়ও একটা মাটির ঘটি। ওর হাতের আংটি আর চুড়ি, পিতলের কলসীর গায়ে লোকগীতির সুর তুলছে। এবং ও গাইছে ঃ

'পিতল কি মোরী গাগরী
দিল্লী সে মোল মঙ্গাইরে
পাওমে ঘুংগ্রু বান্ধকে
আব পানীয়া ভরণ হাম যাইরে···'

বালির টিলা, বন্ধা মাঠ, শুকনো জমি, বালির আটা গায়ে মেখে

BanglaBook.org

জনমানবহীন গ্রাম—এ সবকিছু অতিক্রম করে পানির ঘাটের দিকে এগিয়ে যাওয়া মেয়েদের লম্বা লাইন সাপের মতো এঁকে-বেঁকে এগিয়ে চলেছে। পানির খোঁজে ওরা নিজেদের গ্রাম ছেড়ে যতই দূরে যাচ্ছিল, ওদের গীতের লয় ততই ক্লান্ত-শ্রান্ত হচ্ছিলো, ধীর-মন্থর হচ্ছিলো। একটা শুকনো কূয়ো থেকে আরেকটা শুকনো কূয়ো পর্যন্ত যেতে যেতে ওরা আরো কাহিল হয়ে গেলো। ওদের চোখে আশার চমক ক্রমশঃ নিস্তেজ হতে থাকলো।

শেষে একটা কূয়োর পারে রশি আর বালতি রাখা দেখতে পেলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন মেয়েদের ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো। ওরা পড়ি কি মরি কূয়োর দিকে ছুটে গেলো। সোনকি বালতির রশি ক্রমশঃ নীচের দিকে ছাড়তে লাগলো, ক্রমশঃ ছাড়তে লাগলো। গৌরী আর তার অন্যান্য সখী পানির ভেতরে বালতি পড়ার শব্দ শোনার জন্য বড় অস্থির ভাবে অপেক্ষা করতে থাকলো। কিন্তু সেই খোশখবর সম্বলিত শব্দ আর শোনা গেলো না। স্রেফ পাথরের সাথে বালতির সংঘর্ষের শব্দই ভেসে এলো। সাথে সাথে আশার সমস্ত আলো এক ফুৎকারে নিভে গেলো। চেহারার স্মিত হাসি অদৃশ্য হয়ে গেলো। এই কূয়োটাও শুকিয়ে গেছে।

মেয়েদের লম্বা লাইন খালি কলসী-ঘটি নিয়ে সাপের মতো এঁকে-বেঁকে চলে যাচ্ছে। এখন আর ওদের ঠোঁটে কোন গীত নেই। বরং শুকনো ভাঁজ পড়ে গেছে। তবুও ওরা পানির খোঁজে যাচ্ছে।

'নাও, এই কূয়োটাও শুকিয়ে গেছে।' সোনকি হতাশার একটা দীর্ঘশ্বাস নিতে নিতে ভাবীর উদ্দেশ্যেই বললো।

'এখন—আর কদ্দূর যেতে হবে?'—গৌরী প্রশ্ন করলো।

'ভাবী, মনে হচ্ছে আশেপাশের সব কূয়ো শুকিয়ে গেছে। দেড় দু'কোশ আগে আরো একটা কূয়ো আছে, হয়তো ওখানে পানি পাওয়া যেতে পারে।'

গৌরী ক্লান্ত স্বরে বললো, 'চলো।'

বেশ কিছুদূর মেয়েরা চুপচাপ হাঁটতে থাকলো। পরে এক সময় সোনকি জিজ্ঞেস করলো, 'ভাবী, তোমাদের ওখানকার অবস্থা কেমন?'

BanglaBook.org

'ব্যাস, এখানকার মতোই মনে করো। পানির তো নাম-নিশানাও নেই। সব জায়গায় শুকনো খরা।' এবং পরে কিছু একটা চিন্তা করে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলো, 'কিন্তু সোনকি, তোমার ভাইয়ার সম্পর্কে কিছু তো বলো!'

'কি আর বলবো ভাবী বলো, ওতো কেবল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় তোলে।' সোনকি বাচ্চা মেয়েদের মতো বললো। কিন্তু পরে ভাবীর গুরুগম্ভীর চেহারা দেখে তাড়াতাড়ি হেসে উঠে বললো, 'তবে সত্যি বলতে কি, মনটা বড় ভালো।'

'আচ্ছা বলো তো কি জিনিস ওর পছন্দ?'

সোনকি ওকে রাগিয়ে দেয়ার সুযোগ পেলো, 'আমার ভাবীকেই তো ওর পছন্দ।'

'দুর!' গৌরী বললো, 'আচ্ছা বলো তো, ও কি খেতে ভালোবাসে?'

সোনকি জবাব দিলো, 'বাজরার রুটি আর ছানা-দই।'

গরমের চোটে অস্থির হয়ে-যাওয়া রোদও কুঁচকে ঘরের ভেতরে চলে এসেছে। সারা গ্রাম নীরব নিঝুম পড়ে আছে। মানুষজন, বাচ্চা-কাচ্চা, গবাদিপশু সব আপন আপন ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে।

এমন অবস্থায় গঙ্গা সিং আর তার বাবা হরি সিং ঘরের সামনে একখানি লোহার উপর হাতুড়ি পেটা করছে। হরি সিং আগুনের তাপে লোহাটা পুড়িয়ে লাল করলে গঙ্গা সিং তার উপর হাতুড়ি পেটা করে কাস্তের মতো বাঁকা করে তুলছে। খরার দরুণ গ্রামে ক্ষেত-গেরস্তি কিছুই হচ্ছিলো না। কিন্তু এরপরও কৃষকরা নিজেদের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার তৈরী করে রাখে। বলা তো যায় না। কখন প্রয়োজন পড়ে।

তা আজ কাজে মন নেই গঙ্গা সিংয়ের। বার বার ও কেবল বাইরের দিকে তাকাচ্ছে, গৌরী ফিরে আসছে কিনা দেখছে। ফলে বার বার তার হাতুড়িপেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে এবং বাবারও ধমক শোনা যাচ্ছে।

'এই কোন্‌দিকে ধ্যান তোর? বউকে ফিরে আসতে না দেখেই তোর মাথা খারাপ হয়ে গেলো!' এর পরও গঙ্গার ধ্যান বাইরের দিকেই —যে পথ দিয়ে গৌরী পিতলের কলসী ভরে পানি নিয়ে ফিরবে।

BanglaBook.org

অতঃপর হরি সিং কাজ বন্ধ করে দিলো। এবং উঠে দাঁড়ালো, 'নে কাজ বন্ধ কর। বড্ড গরম, একটু বিশ্রাম করে নিই। আয়, তুইও কিছু খেয়ে-টেয়ে নে।'

কিন্তু গঙ্গা সিংয়ের খাবার চেয়েও বেশী প্রয়োজন কারো প্রতীক্ষা করা, 'আমার ক্ষিধে নেই।'

বাবা যেতে যেতে টিপ্পনী কাটলো, 'আরে ক্ষিধে তো আছেই, তবে একটা অন্য ক্ষিধে!' এবং এ কথা বলে ছেলের কোমরে এতো জোরে হাতের চাপ মারলো যে, কোমর বিষিয়ে উঠলো।

গঙ্গা সিং ওখানেই, ঘরের দাওয়ার উপর দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে বসে পড়লো।' রাতে ঘুম হয়নি। গরম পড়েছিলো বেজায়। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো গঙ্গা সিং।

নূপুরের সুরেলা ঝংকারে ওর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। চোখ খুলে দেখলো দীর্ঘাঙ্গী একটি মেয়ে ঘোমটা টেনে, মাথায় একটা পিতলের কলসী নিয়ে এদিকে আসছে। আরে, ও নিশ্চয়ই তার গৌরী!

লম্বা লম্বা পা ফেলে গঙ্গা সিং ওকে ধরলো, এবং ঘরের পেছনে নিয়ে গেলো। 'আরে গৌরী, ওদের আগে চলে এসে ভালোই করেছো।' গঙ্গা সিং এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিলো, কেউ শুনে ফেলছে না তো। বললো, 'ঘরে তোমার সঙ্গে কথা বলাই মুশকিল। দেখো না কালকের ব্যাপারটা—বাবা, সোনকি এবং সেই ইঁদুরটার—! এবার ঘোমটা খুলে ফ্যাল, এদিকে কেউ নেই।'

তবে ওর ধারণা ভুল। পেছন থেকে কার যেন হাসির আওয়াজ এলো। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো মঙ্গল সিং আর গ্রামের অন্যান্য যুবকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। চোর ধড়া পড়লো। মঙ্গল সিং হেসে বললো, 'কিরে, ভাবীর জন্য ডাঙ্গায় উঠা মাছের মতো অমন তড়পাচ্ছিলি কেন?'

গঙ্গা লজ্জা পেয়ে ওখান থেকে পালাচ্ছিলো, এ সময় গৌরী মাথার উপর থেকে কলসীটা ফেলে দিয়ে ঘোমটা খুলে ফেললো। এবং গৌরীর চাঁদপনা চেহারার পরিবর্তে ইউসুফের লম্বা গোঁফ দেখা গেল। যার নীচে ওর বত্রিশটা দাঁত চক চক করছে।

BanglaBook.org

'দেখলে গঙ্গা ভাই, তোমাকে কেমন বোকা বানালাম !'

কিন্তু এতো সহজে হার মানবার পাত্র গঙ্গা নয়। 'আবে যা, আমি বুঝি তোকে চিনতে পারিনি ! বরং তোকেই উল্টা বোকা বানাতে চাচ্ছিলাম আমি।'

সবাই হাসতে লাগলো। ইউসুফ পরনের মেয়েলী কাপড়গুলো খুলে ফেললো। মঙ্গল সিং গঙ্গার হাত ধরে বললো, 'গঙ্গা, তোর সাথে কিছু কথা আছে চল।'

একটি ঘরের সামনে খাটপাতা ছিল। দু'বন্ধু সে খাটের উপর গিয়ে বসলো।

'আরে গঙ্গা তোর তো বিয়ে হয়েই গেলো।' মঙ্গল বলতে লাগলো, 'শুনেছি তোর বাড়ীওলী বেশ সুন্দর এবং বই-টই নাকি পড়েছে, ঠিক না ?'

গঙ্গা নিজের বউয়ের প্রশংসা শুনে খুশী হলো। 'হ্যাঁ, তা তো ঠিকই।'

'এবার তোর বড়ভাইকে বিয়ে করাবি না ?'

গঙ্গা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আমার বড়ভাই ?'

'হ্যাঁ।' মঙ্গল জবাব দিলো, 'আমি তোর বড়ভাই না ?'

'ও এই মতলব তোর !' গঙ্গা বললো, কিন্তু মঙ্গলের মতলব এখনো সে ধরতে পারেনি।

'তাছাড়া সোনকির ব্যাপারেও তো তোর চিন্তার অন্ত নেই, তাই না ?'

'সোনকি !' গঙ্গা সরলমনে বললো, 'ও তো এখনো ছেলেমানুষ !'

'আরে বড়ভাইদের কাছে ছোট বোনেরা সব সময়ই ছেলেমানুষ। তাহলেও সোনকিকে যে কেউ খুশীমনে বিয়ে করবে।'

এবার গঙ্গা সিং বুঝতে পারলো মঙ্গল সিং কি বলতে চাইছে। রাগে গঙ্গার চেহারা লাল হয়ে গেলো। খাট থেকে উঠে দাঁড়ালো সে।

'দাঁড়া মঙ্গল, তুই আমার দোস্ত না !'

'হ্যাঁ, তা তো আছিই।'

'তাহলে দ্বিতীয়বার আর আমার বোনের নাম মুখে আনবি না, বুঝলি !'

BanglaBook.org

মঙ্গল দেখলো ব্যাপারটা একটু অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বললো, 'আরে রাগ করছিস কেন, আমি তো এমনি ঠাট্টা করছিলাম। তোর সঙ্গে ঠাট্টাও করতে পারবো না, নাকি ?'

কিন্তু ততক্ষণে গঙ্গা চলে গেছে। পায়ের মল বাজিয়ে কলসীর ভরাপানি ছলছলিয়ে গ্রামের মেয়েরা, যুবতীরাও ফিরে আসছে। মঙ্গল দেখলো, ওদের মধ্যে ঘোমটা পরা গঙ্গার স্ত্রী, এবং ঘোমটা খোলা সোনকিও আছে। সোনকিকে এমন সরল আর সুন্দর দেখাচ্ছিলো যে, মঙ্গল ওকে দেখতেই থাকলো। আর ওর লম্পট দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে সোনকিও মুখে ঘোমটা টেনে দিলো।

হরি সিং ঘরে খাটের উপর বসে গড়গড়া টানছিলো। এ সময় দেখলো মেয়ে আর বউ-মা পানির কলসী নিয়ে ভেতরে ঢুকছে।

'এসেছিস মা ?' মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বললো হরি সিং।

'হ্যাঁ, বাবা' সোনকি বললো, পরে ভাবীর দিকে তাকিয়ে, বললো, 'ভাবী তোমার ক্ষেতের জন্য দু'ঘড়া পানি এনেছে।'

'সাবাস বউ মা, তোমাকে দুধে স্নান করাক, পুত্র-পৌত্রে ভরপুর রাখুক।' বুড়ো বউকে আশীর্বাদ করলো। এবং পরে সোনকিকে বললো, 'সোনকি, তোর ভাইকে ডাক তো !'

সোনকি দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলো, 'ভাইয়া ভাইয়া, বাবা ডাকছে।'

গঙ্গা দরোজার কাছেই লুকিয়ে ছিলো, সোনকির ডাক শুনেই ভেতরে এলো। 'কি বাবা ?'

হরি সিং মুখ থেকে হুঁকোর নল বের করতে করতে বললো, 'দেখ বাবা, তোর বউ আমার ক্ষেতের জন্য পানি এনেছে। তা আমি তো আজ, মঙ্গলবারে ক্ষেতে পানি দেব না। একজন সাধু আমাকে বলেছে, বুধবারের কাজ, বুদ্ধিমানের কাজ (বুধ কাম সুধ)। কাজেই আমি বুধবারেই ক্ষেতে পানি দেয়ার কাজ শুরু করবো। এখন বল, এই এক কলসী পানি কি করি ?'

গঙ্গা খানিক চিন্তা করে বললো, 'কেউ স্নান করে নিক, বাবা তুমিই

BanglaBook.org

স্নানটা করে নাও।'

'আরে বাবা,' হরি সিং ক্লান্তিভরা একটা শ্বাস নিয়ে বললো, 'বুড়ো মানুষ আর কি, যেদিন মারা যাবো সেদিন শেষ স্নান করবো।'

গঙ্গা বোনের দিকে তাকালো, 'সোন, তুই স্নান কর।'

ভাইয়ার কথা শুনে সোনকি ভয় পেয়ে গেলো। 'না ভাইয়া, সর্দি লেগে যাবে আমার।'

'তাহলে তোর ভাবীকে জিজ্ঞেস কর।' গঙ্গা কোণা-চোখে গৌরীর দিকে তাকিয়ে বললো। সোনকি ভাবীর কানে ফিস ফিস করে কি যেন জিজ্ঞেস করলো।

'ভাবী বলছে, ও নাকি এখানে আসার একদিন আগেই স্নান করে নিয়েছে।' সোনকি জানিয়ে দিলো।

আর তো বাকী থাকে মাত্র একজন। অতএব হরি সিং ছেলেকে আদেশ করলো, তাহলে তুই-ই স্নানটা করে নে। সারা শরীরে পানি ঢালবি।'

'আমি স্নান করবো! সারা শরীরে পানি ঢেলে?' গঙ্গা সিং কথাটা এমন দুর্বলভাবে বললো, যেন ওকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে!

'হ্যাঁ হ্যাঁ' বাবা বললো, 'তোর শরীর থেকে গন্ধ বেরুচ্ছে, ছাগলের গন্ধ। তোর বউ তো স্নান করে এসেছে, কিন্তু তুই তো মাসের উপর স্নান করিস না। যা যা, স্নান করে নে।'

স্বামীর অসহায় আর নিরুপায় চেহারা দেখে গৌরী হঠাৎ হেসে দিলো।

এবং গঙ্গা সিংকে শেষ পর্যন্ত সব বন্ধু-বান্ধবের সামনে স্নান করতে হলো। একদিক দিয়ে এ ঘটনা গ্রামের জন্য অসাধারণই। ছেলে-মেয়েরা হাত তালি দিচ্ছিলো। সোনকি আর সকিনা খুশীতে হৈ চৈ শুরু করে দিলো, 'ভাইয়া স্নান করছে, ভাইয়া স্নান করছে!' ইউসুফ কলসী উ ড় করে গঙ্গার শরীরে পানি ঢালতে থাকলে, গঙ্গা চেঁচিয়ে উঠলো 'উহ হো, আরে ও ইউসুফ, বড্ড ঠাণ্ডা লাগছে।' আর গৌরী জানালা দিয়ে এসব দৃশ্য দেখছিলো আর হাসছিলো।

BanglaBook.org

ইউসুফ পানি ঢালতে ঢালতে বললো, 'গঙ্গা, বিয়ের আগেই তোর স্নান করা উচিত ছিলো।'

আর মঙ্গল সিং—যে এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিলো—বললো, 'আরে ওটা তো ছিলো গুণা। আসল বিয়ে হবে এখন।'

এবং পানি কলসী থেকে বেরিয়ে গঙ্গার মাথায় পড়ছে, পরে ওর সারা শরীর সিক্ত করে ওই পানি নীচে রাখা একটা মাটির পাত্রে গিয়ে জমা হচ্ছে। গঙ্গার স্নান সারা হলে ওই পানি রহমান চাচার গরু-মহিষকে পান করানো হবে। অথবা কাপড় কাঁচার কাজে ব্যবহার করা হবে। যেখানে দু' বিন্দু পানি সংগ্রহ করতে এতো কষ্ট সেই মূল্যবান পানি এভাবে নষ্ট করার প্রশ্নই আসে না।

রাতে গৌরী ভালো করে সেজেগুজে উনুনের পাশে বসেছিলো, এ সময় দরোজা খোলার আওয়াজ এলো। গৌরী ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, স্নান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বিয়ের কাপড়-চোপড় পরে গঙ্গা ভেতরে ঢুকছে। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলো ঘরে গৌরী ছাড়া আর কেউ নেই।

'আর সবাই কোথায়?' বড় আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো সে।

'বাবা আর সোনকি রহমান চাচাদের বাড়ী গেছে।' গৌরী জবাব দিলো। 'খাওয়া-দাওয়া ওখানেই করবে ওরা। এবং.....' পরে লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেলো গৌরী।

'এবং?

'এবং ওরা দু'জন রাতে ওখানেই শোবে।'

'ওখানেই শোবে?' আশ্চর্য হয়ে পুনরুক্তি করলো গঙ্গা। এমনটি তো আগে কখনো হয়নি! আজ কি হলো! পরে আস্তে আস্তে পুরো ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করলে গঙ্গার চেহারায় এক অদ্ভুত হাসি ছড়িয়ে পড়লো। এমন কি সে খিল খিল করে হেসেই উঠলো। এবং হাসতেই থাকলো। গঙ্গার বেদম হাসি দেখে গৌরী শঙ্কিত হয়ে পড়লো. এটা কোন রোগ নয় তো তার?

পরে হাসি বন্ধ করে সে নাটকীয় ভঙ্গীতে আদেশ করলো, 'খেতে দাও।'

BanglaBook.org

গৌরী থালায় খাবার সাজিয়ে স্বামীর সামনে রাখলো। এবং নিজে পাখা করতে বসে পড়লো।

গঙ্গা গভীরভাবে স্বাদ উপভোগ করতে করতে খাবার শুরু করলো। পরে একটা গ্রাস স্ত্রীর দিকে বাড়িয়ে ধরলো, 'নে, খা।' গৌরী কিছুটা ইতস্ততঃ করলে গঙ্গা স্বামীর দোর্দণ্ড প্রতাপ দেখিয়ে বললো, 'স্ত্রীকে স্বামীর এঁটো খেতেই হবে।'

এবার গঙ্গা পানির মগ তুলে নিলো খাবার জন্য। মুখে দিতেই হঠাৎ কি যেন মনে পড়লো তার। মগটা গৌরীর দিকে বাড়িয়ে ধরলো, 'তুই খা।

'তুই খা।' গৌরীও ঈষৎ লজ্জা, ঈষৎ দুষ্টুমিভরা কণ্ঠে বললো।

গঙ্গা আবারো প্রভাব বিস্তার করতে করতে বললো, 'স্ত্রীকে স্বামীর এঁটো খেতেই হবে।'

গৌরী নিঃশব্দে পানি পান করে ফেললো।

'আচ্ছা গৌরী, তুমি কি করে জানলে, আমি বাজরার রুটি আর টক খেতে ভালোবাসি?'

গৌরী হেসে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে জবাব দিলো, 'স্ত্রীরা পুরুষদের অনেক রহস্য জেনে যায়।'

এবার গঙ্গাও উঠে দাঁড়ালো। গলার স্বরটা কিছুটা গম্ভীর করে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি স্ত্রী?'

গৌরী পালঙ্কের দিকে পিছু হটে যেতে যেতে স্বীকার করলো।

গঙ্গা ওর দিকে এগুতে থাকলো। গৌরীর পেছনে সরে যাবার আর জায়গাও নেই। ধড়াম করে পালঙ্কের উপর পড়ে গেলো।

গঙ্গা এবার গৌরীর চোখের উপর চোখ রেখে বললো, 'তাহলে স্ত্রীর প্রমাণ দে।'

গৌরীর এক জোড়া দৃষ্টি নীরব প্রশ্ন করলো, 'কেমন করে?'

'আগে ওড়না খুলে ফ্যাল।' গঙ্গা আদেশ করলো।

গৌরী ওড়না খুলে ফেললো। এবং কাঁচুলীর উপর দিয়ে ফুটে-উঠা এক জোড়া উদ্ধত বুক দু'হাতে ঢেকে দৃষ্টি নত করে নিলো।

'আরে তুই আমাকে লজ্জা পাচ্ছিস?' বললো গঙ্গা। এবং গৌরীর

BanglaBook.org

পাশে বসে ওকে নিজের দু'বাহুতে টেনে নিলো।

গৌরী কাঁপতে কাঁপতে, লজ্জা পেতে পেতে, আপন গঙ্গার দু'বাহুতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে থাকলো।

গঙ্গার এক জোড়া হাত হাল চালাতে চালাতে এবং লোহার হাতুড়ি মারতে মারতে শক্ত আর খরখরে হয়ে গেছে। কিন্তু যে আঙ্গুল দিয়ে সে গৌরীর লম্বা খোলা চুলগুলো কোমর থেকে সরিয়ে দিচ্ছিলো, সেগুলো কোমল. বড়ই কোমল। চুলের কালো পর্দা সরিয়ে ফেল্‌লে কাঁচুলীর ঈষৎ খোলা অংশ দিয়ে গৌরীর ফর্সা একতাল মাংসপিণ্ড চোখে পড়লো গঙ্গার। কাঁচুলীর গ্রন্থির উপর রূপোর ছোট ছোট ঘুঙুর বাঁধা ছিলো। বড়ই নরম হাতে, আদর-মাখা হাতে ধীরে ধীরে গঙ্গা যখন কাঁচুলীর গ্রন্থি খুলে ফেললো তখন তার অনুভূতিতে রূপোর সুরেলা আওয়াজ মৃদু গুঞ্জন তুললো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৩

যাদুর খেলা

যে রকম সৈনিকরা বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ করতে যায়, তেমনি গাঁয়ের মেয়েরাও কলসী নিয়ে পানি আনতে যাচ্ছে। একজনের পিছে একজন, পায়ে পা মিলিয়ে, মাথায় ভারসাম্য রক্ষা করে খালি হাত নাড়তে নাড়তে চলে যাচ্ছে।

এটাও এক রকমের যুদ্ধ। মরুভূমি তো যুদ্ধক্ষেত্রই। খরা ওদের শত্রু। খরার সঙ্গী জ্বলন্ত সূর্য, যেটা আকাশ থেকে রোদের তীর বর্ষণ করছে। আর মেয়েদের এই ছোট সৈন্যবাহিনীর কাছে সাহস, আশা আর উদ্দীপনা ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র নেই।

মেয়েদের সৈন্যবাহিনী গাঁ ছেড়ে সামান্য কিছুদূর গিয়েছে মাত্র, এ সময় উটে সোয়ার হয়ে কে একজন এদিকেই আসছে, দেখা গেলো। এ দৃশ্যে সবাই চমকে উঠলো, থমকে দাঁড়িয়ে গেলো।

'দেখ দেখ সোনকি' গৌরী ঘাবড়ে গিয়ে বললো, 'কে আসছে?'

'আরোহীর পরণে খাকি পোষাক। মাথায় মেরুণ রঙের জোধপুরী পাগড়ি। উটের পেছনে একটা লোহার বাক্স বাঁধা ছিলো। লোকটা কাছে এসেই বললো, 'দেবীরা, জয়রামজি কি, আমি জানতে চাচ্ছিলাম ভারতীয়া গাঁয়ে কি এ পথ দিয়ে যাবো?'

সবার মধ্যে সোনকিই নির্ভীক আর বাকপটু। বললো, 'আমরা ওখান থেকেই আসছি। সোজা নাক বরাবর চলে যাও। ওই যে বালির ঢিবি দেখা যাচ্ছে, তার বিপরীত দিকেই।'

উট আরোহী বললো, 'ধন্যবাদ!' এবং উটের পেছনে পায়ের গোড়ালির আঘাত করে, 'চল বাবা, সোজা নাক বরাবর।'

উট দূরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত মেয়েরা সবাই ওখানে দাঁড়িয়ে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকলো।

'লোকটা কে রে?' চিন্তান্বিত গৌরী জিজ্ঞেস করলো।

'আমি বলি' তাড়াতাড়ি একটি মেয়ে বলে উঠলো, 'নিশ্চয়ই ডাক্তার, বাচ্চাদের সুঁই মারে।'

কিন্তু সোনকি অন্য এক বিপদের আশঙ্কা প্রকাশ করলো, 'আরে খাকি পোষাক পরা তো! নিশ্চয়ই সৈন্যবাহিনীতে লোক ভর্তি করাতে এসেছে।'

'হায় রাম!' গৌরী চিন্তা করতে করতে বললো, 'তোমার ভাইয়াকে ভর্তি করিয়ে নেবে না তো?'

আরেকটি মেয়ে তার মত প্রকাশ করে বললো, 'আমি বলি, ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের লোক। ভাষণ দেবে, দুই অথবা তিন সন্তান····· ব্যাস!'

'তা তো ঠিকই' আরেকজন বললো, 'কিন্তু এই খরার দিনে দশ দশ ক্রোশ দূর থেকে যেভাবে পানি আনতে হয়, সন্তান জন্ম দেয়ার সময় কোথায়?'

এ কথায় সবাই হেসে উঠলো।

মেয়েদের সৈন্যবাহিনী সামনের দিকে রওনা দিলো। ওদের মনে জয়লাভের এক নতুন অনুভূতি খেলা করতে লাগলো।

সারা গাঁয়ে দুপুরের নিস্তব্ধতা ছেয়ে আছে।

স্রেফ কামারের হাতুড়ি পেটার শব্দ ভেসে আসছে থেকে থেকে।

খাকি পোষাক পরিহিত উট আরোহীটি সেই শব্দ লক্ষ্য করে উট চালিয়ে দিলো। তারপর উট থেকে নেমে পানির ডিব্বা খুলে দেখলো —খালি, বরং একেবারে শুকিয়ে গেছে। তখন সে হরি সিং আর গঙ্গা সিংয়ের দিকে এগিয়ে গেলো।

'জয় রামজিকি!'

'জয় রামজিকি!'

'ভারতীয়া গাঁ কি এটাকে বলে?'

'হ্যাঁ ভাই, এটাকেই বলে।' হরি সিং কাজ করতে করতে জবাব দিলো।

BanglaBook.org

'খাবার পানি পাওয়া যাবে একটু? আমার ডিব্বার পানি শেষ হয়ে গেছে।'

'পানি থাকলে নিশ্চয়ই পাবে, বসো ভাই।' এবং পরে ছেলেকে ইশারা করলো, 'দেখ তো পানি কোথায় আছে?'

খাকি কাপড়অলা ওখানেই বসে পড়লো। গঙ্গা সিং হাতুড়ি রেখে এক কোণে রাখা কলসীতে উঁকি মেরে দেখলো, কলসী একদম খালি, শুকনো।

পরে সে ঘরের পেছনের চৌবাচ্চায় গেলো। এই চৌবাচ্চার অংশীদার সবাই। মাঝখানে আরেকটা চৌবাচ্চা আছে, ওটা স্রেফ ওদের ঘরের লোকদের, তালামারা ওটা। কারণ রাজস্থানের মরুভূমিতে আর সব জিনিস খোলা পড়ে থাকলেও পানির চৌবাচ্চায় তালা মেরে রাখাটা একান্ত আবশ্যক। কারণ এ জিনিষের প্রতি কারো বিশ্বাস নেই।

কিন্তু গঙ্গা সিং চাবি বের করে জং ধরা তালা খুলে দেখলো চৌবাচ্চায় দু' বিন্দু পানিও নেই। একেবারে শুষ্ক। ভেতরে শুকনো বালির উপর একটি সাপ মরে পড়ে আছে।

অতএব গঙ্গা ঘরে ফিরে এলো। এবং এখানেও দেখলো সব কলস খালি। তবে উনুনের একটি হাঁড়িতে দুধ গরম হচ্ছিলো। সে একটা পিতলের গ্লাসে কিছু দুধ নিয়ে বাইরে এলো।

'পানি তো নেই', সে বললো, 'গাঁয়ের মেয়েরা এখনো পানি নিয়ে ফিরে আসেনি।'

'তাহলে এটা কি?' খাকি কাপড়অলা গঙ্গা সিংয়ের হাতের দিকে ইশারা করলো।

'দুধ।' বলেই গঙ্গা দুধের গ্লাসটা দিলো। এবং নিজে মাটিতে বসে পড়লো।

'ধন্যবাদ!' উট আরোহী ঢক ঢক করে দুধটুকু পান করে ফেললো। পরে গোঁফের উপর লেগে-থাকা দুধটুকু মুছে নিয়ে হরি সিংকে জিজ্ঞেস করলো, 'তা ভাই, তোমরা কি জাত-কামার?'

হরি সিংয়ের মনে হলো তাকে কেউ গালি দিয়েছে। 'না, আমরা জাত-কামার হতে যাবো কেন? আমরা তো গেরস্থ মানুষ। ভাগ্য আর খরা আমাদের কামার বানিয়ে দিয়েছে। তা এবার তোমার কথা কিছু

BanglaBook.org

বলো, তুমি সরকারী লোক না ?'

'হ্যাঁ, তাই ধরে নাও।'

'তুমি ভোট নিতে এসেছো বোধহয়।' হরি সিং জোরে চিৎকার দিয়ে বললো, যেন চোর ধরা পড়েছে, 'আরে ভোট নিতে সবাই আসে, পানি নিয়ে কেউ আসে না।'

'পানি তোমরা পাবে' সরকারী লোকটা বললো, 'নিশ্চয়ই পাবে।'

'কবে পাবো ?' হরি সিং চমকে উঠে প্রশ্ন করলো।

'কিভাবে পাবো ?' গঙ্গা ঢিলা হয়ে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলো।

'তা আমি বলবো না।' সরকারী লোকটা বললো, 'বলবে আমার ওই সিনেমার মেশিন।' সে বালির উপর বসতে বসতে উটের পিঠে বাঁধা বাক্সটার দিকে ইশারা করে বললো।

হরি সিং একটা নতুন শব্দ শুনলো, 'সিনেমা ? ওটা আবার কি ?'

লোকটা জবাব দেবার আগেই গঙ্গা সিং আবেগের আতিশয্যে বলতে লাগলো, 'বাবা, বাবা, এই যাদুর খেলা আমি দেখেছি। জয়সলমীরে দেখেছি। ছেলে মেয়ের পেছনে দৌড়ে, মেয়ে ছেলের পেছনে দৌড়ে। ছেলে গান গায়, মেয়ে নাচে। বড় মজার খেলা বাবা, বড় মজার খেলা।'

ওর চোখ দু'টি এমন চক চক করে উঠলো, যেন যাদুর খেলা সে এখনি দেখছে।

এবং রাতে একটা খোলা জায়গায় বালির উপর গাঁয়ের সবাই, ছেলে-বুড়ো মেয়ে বসে আছে। সামনে একটা সাদা পর্দা টাঙ্গানো। কিন্তু সবাই পেছন ফিরে সিনেমার ছোট্ট মেশিনটার দিকেই তাকাচ্ছিলো বার বার। খাকি পোষাক পরা সরকারী লোকটা মেশিনের বিচ্ছিন্ন অংশগুলো একটা একটা করে জোড়া লাগাচ্ছিলো। আর লোকজনদের বলছিলো, 'সিনেমা সামনের পর্দায় দেখা যাবে, পেছনের দিকে তাকাবার কোন দরকার নেই।'

হরি সিং, রহমান চাচা, গঙ্গা সিং, ইউসুফ, গৌরী, সোনকি, সকিনা এবং সবার পেছনে মঙ্গল সিং বসে। কোণা চোখে ও সোনকিকেই

BanglaBook.org

দেখছিলো। সবাই সিনেমা দেখার জন্য ভালো ভালো কাপড়-চোপড় পরে এসেছে। কারণ আজ রাতে এক অদ্ভুত, অসাধারণ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। ইতিপূর্বে তাদের ভারতীয়া গাঁয়ে কোন সিনেমার খেলা হয়নি।

প্রথমে ২৬শে জানুয়ারীর একটি নিউজ রিল দেখানো হলো। তবে রিলটা অনেক পুরনো। কেননা এতে রাষ্ট্রপতি ডক্টর জাকির হোসেনকে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এর পরও যে গ্রামের মানুষ কোনদিন জীবনে সিনেমা দেখেনি, ওদের কাছে চলন্ত মানুষের ছবির এই খেলা—সত্যিই যাদুর খেলাই মনে হলো।

২৬শে জানুয়ারীর উৎসব এবং সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজে ওরা হাতী দেখলো, ঘোড়া দেখলো, প্যারেডরত ফৌজী জওয়ান দেখলো। কিন্তু গঙ্গা নগরের উট সোয়ার দেখে ওদের খুশী আর ধরে না। পর্দায় আপন সাথী দেখে ভারতীয়া গ্রামের উটগুলোও বুঝি কৌতুহলে ঘাড় উঁচু করলো। কিন্তু সোনকি আর সকিনার সবচেয়ে ভালো লাগলো যখন দেখলো ইস্কুলের মেয়েরা রঙ-বেরঙের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে সামরিক বাহিনীর জোয়ানদের মতো মার্চ করতে করতে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু এতোক্ষণ ধরে হরি সিং পর্দার চলন্ত ছবিগুলো স্রেফ অমনো-যোগের সাথেই দেখছিলো। অনেকটা, এদের এই জীবনের সাথে যেন তার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু যখনি পরের ফিল্মে পানি দেখলো, পানির স্রোত দেখলো, পানির আকৃতি-প্রকৃতি দেখলো, সেও সচকিত হয়ে উঠলো। সোজা হয়ে বসলো। পর্দার পেছন থেকে কমেন্ট্রির শব্দ ভেসে আসছে।

'রাজস্থানের খাল পাঞ্জাবের সাগরগুলোর বাড়তি পানি দিয়ে রাজ-স্থানের মরু অঞ্চলগুলোর তৃষ্ণা মেটাবে। যেখানে আজ শুকনো, অনুর্বর মাটি, সেখানে কাল পানির স্রোত গড়াবে। এবং তারপর সে মাটিতে ফসল ফলবে·····যে রকম সূর্যগড়ের সরকারী ফার্মে ফলছে, সেখানে এতো ফসল হয় যে, মেশিনের সাহায্যে কাটতে হয়·····'

আর হরি সিং, রহমান চাচা এবং ভারতীয়া গ্রামের লোকদের স্বপ্নেও যেটা দেখার কথা নয়, সিনেমার পর্দায় তারা তাই দেখলো। মাইলের পর মাইল জুড়ে শুধু লম্বা-চওড়া ক্ষেত, যেখানে ফসল হাওয়ায় দোল

BanglaBook.org

খাচ্ছে। আর বড় বড় মেশিনগুলো ফসল কাটছে। এবং হরি সিংয়ের কানে কমেন্ট্রির শব্দ ভেসে এলো।

'এ হচ্ছে রাজস্থানের সোনালী 'ভূষিয়া'। আজকাল এই খাল-খননের কাজ খুব জোরে-সোরে চলছে। হাজার হাজার শ্রমিক আর ছোট-বড় মিলিয়ে অনেক অনেক ইঞ্জিনিয়ার এখানে কাজ করছে। এরা শুধু যে রাজস্থানের অধিবাসী তা নয়, বরং উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, এবং দূরপ্রান্ত থেকেও অনেকে এখানে এসেছে। যেন····· কমেন্ট্রিতে যখন এ সমস্ত কথাবার্তা বলা হচ্ছিলো, তখন গঙ্গা সিং পর্দায় দেখলো হাজার হাজার, লাখ লাখ শ্রমিক এবং ইঞ্জিনিয়ার নিজের হাত দিয়ে, মেশিন দিয়ে খাল খননের কাজ করছে। গঙ্গা সিংয়ের মন চাইলো, সেও এদের দলে সামিল হয়ে যায়। এদের সাথে মিলে মরুভূমি থেকে খাল বের করে। আর ঠিক এ সময় দেখতে লম্বা-চওড়া, ফর্সা একটি যুবক সাহেবদের মতো কোট প্যান্ট পরে পর্দার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলো। এবং গঙ্গার চোখে চোখ রেখে, ওকেই বলতে লাগলো, 'আমার নাম মোহন কাউল। আমি শ্রীনগর থেকে এখানে এসেছি। আমাদের কাশ্মীরে পানির কোন কমতি নেই। ওখানে খরা পড়ে না। প্রায়শঃ পানির ঢল নামে। তবু আমি এখানে কেন এসেছি?·····'

হরি সিংয়ের মনে হলো, এ প্রশ্ন তাকেই করা হয়েছে।

গঙ্গা সিংয়ের মনে হলো, এ প্রশ্ন তাকেই করা হয়েছে।

এবং সোনকির (যে কিনা এই লম্বা-চওড়া যুবকটিকে বড়ই মনোযোগ আর আকর্ষণীয়ভাবে দেখছিলো। কেননা ওর ব্যক্তিত্বের মধ্যে কিম্বা হতে পারে ওর চোখজোড়ার মধ্যে চুম্বকের মতো একটা আকর্ষণ ছিলো) মনে হলো, এ প্রশ্ন তাকেই করা হয়েছে।

এবং এই মোহন কাউল এখন সবাইকে বলছে, আর ওরাও সবাই মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনছে।

'আমি এখানে কেন এসেছি? বোধহয় এজন্যে যে, আমাদের দেশ এক। হিমালয়ের বরফমাখা চুড়ো থেকে নিয়ে এই তপ্ত বালুকাময় মরুভূমি পর্যন্ত এক, অভিন্ন। বোধহয় এজন্য যে, এই খাল তোমাদের আর আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ। এই খাল একটি সরস্বতী নদীও

BanglaBook.org

হতে পারে, যে নদী কোন একদিন হয়তো এই অনুর্বর মাঠ-প্রান্তরেই ছুটে বেড়াতো। এই খাল—প্রেমিক শিরীর খাল, ফরহাদ নিজের প্রেমিকার জন্য যেটা পাহাড় কেটে তৈরী করেছিলো……'

গঙ্গা সিং কোণা চোখে নিজের স্ত্রীর দিকে তাকালো। ঠিক একই সময় গৌরীও গঙ্গাকে দেখছিলো। উভয়ের দৃষ্টিতে প্রেমমাখা প্রতিজ্ঞা ছিলো, প্রতিশ্রুতি ছিলো, একটা অকথিত বার্তা ছিলো যে, আমাদের প্রেমও শিরী ফরহাদের প্রেমের চেয়ে কম নয়।

এবং এখন মোহন কাউলের স্বরে তিক্ততা আর দৃঢ়তা সমানে প্রকাশ পেতে থাকলো।

'আমি তো এই খাল তৈরী করার জন্য কাশ্মীর থেকে এখানে এসেছি। কিন্তু তোমাদের মধ্যে থেকে এখনো অনেকেই নিজের গ্রাম ছেড়ে শ'দুশ মাইল পথ ভেঙ্গে এখানে আসনি। এই খাল তোমাদের ভবিষ্যৎ। এটা তোমরা তৈরী না করলে আর কে করবে, আমি তোমার কাছে এই প্রশ্নই করছি—তোমার কাছে—তোমার কাছে—তোমার কাছে এবং স্রেফ তোমার কাছেই!'

আবারো একবার হরি সিংয়ের কাছে গঙ্গা সিংয়ের কাছে, গৌরীর কাছে, সোনকির কাছে, সবার কাছেই মনে হলো যেন এ প্রশ্ন বিশেষভাবে তাকেই করা হচ্ছে।

পুরো গ্রামবাসীর কাছে মনে হলো যেন এই যাদুর খেলা ওদের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-উল্লাস, স্বপ্ন আর কল্পনাকে চলন্ত ছবিতে রূপান্তরিত করে দিয়েছে। খেলা শেষ হবার পর আলো জ্বলে উঠলে সবাই হাততালি দিতে থাকলো।—স্রেফ একজন ছাড়া। ও মঙ্গল সিং। ও বলছিলো—

'হুঁ! খাল তৈরী করবে? আরে খাল তৈরী করলেও পানি আসবে কোত্থেকে! বোকাস ফিল্ম! না আছে নাচ, না আছে গান। সরকারী প্রোপাগাণ্ডা, সব সরকারী প্রোপাগাণ্ডা।'

BanglaBook.org

৪

একটি ইরানী প্রেমকাহিনী

সে রাতে হরি সিং ঘরের সামনে বারান্দায় বসে গড়গড়া টানছিলো। কুপির আলোয় গৌরী সোনকিকে 'হিন্দী কি পহেলী কিতাব' পড়াচ্ছিলো। গঙ্গা সিং খাটের উপর বসে বসে কি যেন ভাবছিলো। হঠাৎ কথা বলে উঠলো সে।

'একটু দাঁড়া সোন, পরে আ আ, ই ই করিস। গৌরী তুই তো বই-টই পড়েছিস, আগে বল, ওই যে ইঞ্জিন ড্রাইভার, যে কি-না···'

'ইঞ্জিন ড্রাইভার নয়' গৌরী ওকে শুধরে দিলো, 'ইঞ্জিনিয়ার।'

'আচ্ছা সেই ইঞ্জিনিয়ার কি না বলছিলো? ইরানে সে ফরিয়াদ·····'

'ফরিয়াদ নয়, ফরহাদ' গৌরী ওর ভুল শুধরে দিতে দিতে বললো, 'সে একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতো যার নাম ছিলো শিরী।'

'শিরী?' গঙ্গা নামটা এমনভাবে উচ্চারণ করলো যেন মুখেও মিষ্টির স্বাদ উপভোগ করছে। 'নামটা তো বেশ সুন্দর আর মিষ্টি।'

'ছিলোও ও বেশ সুন্দরী' গৌরী বললো, 'ফরহাদ ওকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো।'

'তারপর কি হলো?' এবার সোনকিও বলে উঠলো। প্রেম-কাহিনীর প্রতি কার না আকর্ষণ?

'তারপর ফরহাদ ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে, শিরী না করে দেয়।'

'তা কেন?' গঙ্গা তার লেখাপড়া জানা স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো, 'ও কি ফরহাদকে ভালোবাসতো না?'

'ফরহাদকে ও ঠিকই ভালোবাসতো।' জবাবে গৌরী বললো, 'তবে নিজের গোত্রের লোকজনদের প্রতিও ওর স্নেহ-ভালোবাসার অন্ত ছিলো না। এবং ওদের অভাব ছিলো পানির। পান করার পানি ওদের ছিলো না।'

BanglaBook.org

বাইরে বারান্দা থেকে হরি সিংয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'আরে ও গঙ্গা, একটু জিজ্ঞেস করতো, ওদের ওখানেও কি বৃষ্টি হতো না? ওদের ক্ষেতগুলোও কি আমাদের মতো শুকনো থাকতো?'

'হ্যাঁ বাবা' গঙ্গা নিজেই তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে দিলো, 'হ্যাঁ, আমাদের দেশের মতোই,' তাড়াতাড়ি গৌরীর কাছ থেকে পুরো কাহিনীটা শুনে নিতে চায় গঙ্গা, 'তারপর?'

'তারপর শিরী জানালো, ও ফরহাদকে বিয়ে করবে, তবে যদি সে পাহাড় কেটে একটি পানির খাল আনতে পারে ওদের গ্রাম পর্যন্ত।'

গঙ্গার কাছে মনে হলো যেন এই কাহিনীর সাথে তার নিজের জীবনের একটা গভীর সম্পর্ক আছে। সে জিজ্ঞেস করলো, 'ফরহাদ কি তা করেছিলো?'

'হ্যাঁ, ফরহাদ কোদাল তুলে নিয়েছিলো।' গৌরী জবাব দিলো এবং স্বামীর চোখে চোখ রেখে বললো, 'এবং পাহাড়ের কঠিন পাথর কেটে খাল বানিয়ে দিয়েছিলো।'

নিষ্পাপ সরল সোনকি হঠাৎ বলে উঠলো, 'আমাদের এখানেও যদি তেমন কোন লোক থাকতো কত ভালো হতো।'

গৌরী গঙ্গার দিকে তাকালো। গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন গঙ্গা না জানি কোন এক কল্পলোকে হারিয়ে গেছে। পরে জবাব দিলো, 'আমাদের এখানেও তেমন লোক আছে একজন।'

গ্রামশুদ্ধ লোক গঙ্গাকে বিদায় জানাবার জন্য একত্রিত হয়েছে। কেউ তাকে পথের দীর্ঘ ভ্রমণে কষ্টের হাত থেকে বাঁচার জন্য পুরনো একটা ফৌজী কোট এনে দিলো, কেউ বুট এনে দিলো, কেউ এক টুকরো কাপড় এনে দিলো। গঙ্গা ধুতির উপর সে কাপড় বেঁধে নিলো। এবং ওর মাথায় ছাই রঙের জয়সলমীরি পাগড়ি, আর কপালে তিলক।

গৌরীর প্রেমিক মন, অবুঝ মন স্বামীর বিরহে কাঁদছিলো। কিন্তু ওর চোখে এক ফোঁটা অশ্রু নেই। ও রাজপুত-কন্যা—ও জানে বীরপতি যুদ্ধে যাবার সময় রাজপুতানীরা কিভাবে তাদের বিদায় জানায়। তবুও সে আঁচলের ভেতর থেকে রঙীন কাপড়ে মোড়ানো একটা পুটলি গঙ্গার

BanglaBook.org

হাতে তুলে দিলো। যার ভেতর বাজরার দু'টি রুটি আর শাক রান্না করা ছিলো। সবার সামনে ও কিছু বলতে পারছিল না, কিন্তু গঙ্গা জানে ও কি বলতে চাইছে। গঙ্গাও অনেক কিছু বলতে চাইলো, কিন্তু বাবা আর গাঁয়ের অন্যান্য লোকজনদের সামনে সেও কিছু বলতে পারলো না। স্রেফ বোনকে এটুকু বললো, 'সোনকি, তোর ভাবীর দিকে খেয়াল রাখবি।'

কিন্তু সোনকির মনোযোগ অন্যদিকে। ও বলছিলো, 'ভাইয়া, গিয়েই চিঠি লিখে জানাবি, খাল কাটার কাজ মনোযোগ দিয়ে করছিস কিনা।'

সকিনা গঙ্গা ভাইয়াকে সালাম করলো। বন্ধুর বিচ্ছেদের কথা মনে করে ইউসুফেরও চোখে পানি এসে গেছে। গঙ্গার সাথে কোলাকুলি করতে করতে বললো, 'গঙ্গা ভাইয়া, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল।'

কিন্তু গঙ্গা বললো, 'আরে ইউসুফ, তোকে যদি সঙ্গে নিয়ে যাই তাহলে তোর বাবাকে দেখবে কে, উটের দেখাশোনা করবে কে? আমার পরিবারের খবরাখবর কে নেবে?'

ইউসুফ বুক স্পর্শ করে গঙ্গাকে আশ্বাস দিলো, 'তুই চিন্তা করিসনে গঙ্গা। যতক্ষণ ইউসুফের এ দেহে প্রাণ আছে—কেউ একটু চোখ তুলে তাকালেই তার চোখ খুলে নেবো।'

সবশেষে গঙ্গা বাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো। হরি সিং পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। এবং বললো, 'বেঁচে থাক বাবা, কিন্তু দেখ, তোর ভেতরে আমার সৌগন্ধ বিরাজ করছে। ব্যাস খালটা সঙ্গে করে নিয়েই গ্রামে ফিরে আসবি।' পরে ওর পিঠে মৃদু চাপড় দিতে দিতে বললো, 'যা, রহমান চাচার আশীর্বাদ নে।'

রহমান চাচাও গঙ্গাকে বুকে টেনে নিলো। 'বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক।' এবং পরে নিজের উটের দিকে ইশারা করে, 'উটটা নিয়ে যাও। জয়সলমীরে আমার ভাইয়ের কাছে রেখে যেও। স্টেশনের কাছেই ওর দুধের দোকান আছে।'

গঙ্গা গ্রামের সবাইকে হাতজোড় করে নমস্তে বললো। সবাই হাত তুলে নীরবে ওকে আশীর্বাদ করলো। পরে এক লাফে উটের পিঠে সোয়ার হয়ে গেলো গঙ্গা এবং পায়ের গোড়ালি খেয়ে উটও দাঁড়িয়ে পড়লো।

BanglaBook.org

সাথেই আরেকটা উট ছিলো, সেটাও দাঁড়িয়ে গেলো। তার উপর মঙ্গল সিং বসে।

'কিরে মঙ্গল, তুইও যাচ্ছিস?' গঙ্গা জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, আমিও যাচ্ছি দুনিয়াটা দেখতে।' মঙ্গল সিং জবাব দিলো।

এবং এভাবেই ভারতীয়া গ্রামের এই দুই যুবক আপন আপন উটে সোয়ার হয়ে জীবনের দীর্ঘ ভ্রমণে রওনা দিলো।

গৌরীর সতৃষ্ণ চোখজোড়া দেখতে থাকলো, তার স্বামী বিদেশ বিভূঁয়ে চলে যাচ্ছে। ওর মন কাঁদছিলো। কিন্তু ওর সুন্দর একজোড়া চোখে বিরহের ব্যথা ছিলো, অশ্রু ছিলো না।

উট দু'টো অনবরত ধূলো উড়াতে উড়াতে চলে যাচ্ছে।

'এই মঙ্গল' গঙ্গা অন্য উটে আরোহী যুবককে ডাক দিলো।

'উ' মঙ্গল নিতান্তই ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলো। সোনকির ব্যাপারে যেসব কথাবার্তা হয়েছে, তা এখনো ভুলতে পারেনি মঙ্গল।

'ভালোই হলো, তুইও যাচ্ছিস সঙ্গে। দু'জনে মিলে খাল কাটবো।'

'খাল কাটবো? হা হা হা!' মঙ্গল ওর কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলো। 'আরে আমি তোর মতো এতো পাগল নই যে, সিনেমার মিথ্যা কথায় গলে যাবো। আর এই খালের সাথে তো আমার দুশমনী অনেক দিনের পুরনো।'

'খালের সাথে দুশমনী?' গঙ্গা বড় আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তা কেন?'

'সে অনেক লম্বা কথা।' মঙ্গল হতাশায় ভরা একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে বললো, 'আর একদিন বলবো।'

'জানি না খালের সাথে তোর কিসের দুশমনী।' গঙ্গা মঙ্গলের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিতে চাইলো, 'আমি তো এটুকুই মাত্র জানি যে, বালিতে, অনুর্বর মাটিতে কখনো ফুল ফুটে না। তাই তো বাবাও বলে, দু' বিন্দু পানিতেই আমাদের জীবন·····শোন মঙ্গল, তুইও চল আমার সঙ্গে।'

'না বাবা, আমি আমার পথেই যাবো।' তর্ক করতে মঙ্গলও কম যায় না, 'তা জেনে রাখ গঙ্গা, বালির মধ্যে যে পানি দেখা যায়, ওটা

BanglaBook.org

পানি নয়, মরীচিকা, দৃষ্টিভ্রম। এবং খালও একটা দৃষ্টিভ্রম বই আর কিছুই নয়। আমি তো যাচ্ছি আমার পথেই, যে পথে মাল আছে, পয়সা আছে।'

'শুধুই পয়সা!' গঙ্গা জোর দিয়ে বললো, 'তা পানি নেই?'

'আরে মূর্খ পানিও আছে।' মঙ্গল সিং তৎক্ষণাৎ জবাব দিলো, 'এক বোতল পানি পাঁচ টাকায় বিক্রি হয়। যার পকেটে পয়সা আছে, মাল আছে, তার জন্য কোথাও পানির অভাব নেই।' বড় আশা নিয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বললো, 'বল, বল যাবি কিনা আমার সঙ্গে?'

'না বাবা' সরল গঙ্গা বললো, 'তোর কথাবার্তায় আমার ভয় লাগছে।'

মঙ্গল রেগে গিয়ে বললো, 'তাহলে যা বালির স্তূপ কেটে কেটে জানটা শেষ করগে।'

এবার ওরা এমন এক জায়গায় এসে উপস্থিত হলো, যেখান থেকে রাস্তাটা দু'দিকে চলে গেছে। একটা বাম দিকে, আরেকটা ডান দিকে। একটা পূর্ব দিকে, আরেকটা পশ্চিম দিকে। একটা যে দিকে খাল কাটা হচ্ছে সে দিকে, আরেকটা কোন্ দিকে? অন্ততঃ গঙ্গা তা জানে না।

মঙ্গল সিং বাম দিকের রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়ে বললো, 'ওটা তোর রাস্তা। এবং এটা আমার রাস্তা।' বলেই উটের মুখ ঘুরিয়ে দিলো।

জীবনের, ভাগ্যের দু'টি পথ, যেখানে এসে বন্ধু বন্ধুর কাছ থেকে, সঙ্গী সঙ্গীর কাছে থেকে, ভাই ভাইয়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই দুই রাস্তা গঙ্গা সিং এবং মঙ্গল সিংকে না জানি কোথায় কোথায় নিয়ে যাবে, কি কি করবে!

বালির পাহাড়, আবার বালির মাঠ, আবার শক্ত অনুর্বর মাটি। এ সমস্ত কিছু অতিক্রম করে গঙ্গা সিং জয়সলমীরের দিকেই উটটা চালিয়ে দিলো। ওখান থেকে সে ট্রেনে করে ছত্রগড় যাবে, যেটা রাজস্থান খালের হেড কোয়ার্টার।

দুপুর হয়ে গেছে। যখন সূর্যের তপ্ত রোদ্র অনুর্বর জমির বালিতে পানির ছায়া সৃষ্টি করে যাচ্ছিলো, ঠিক তখন এক জায়গায় এসে গঙ্গার

BanglaBook.org

উট আপনা থেকেই থেমে গেলো। সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধুই পানি আর পানি। এটা কি কোন ঝিল, না পুষ্করিণী, না সমুদ্র? না কি এটা (যে রকম মঙ্গল সিং বলেছিলো) মরীচিকা? গঙ্গার বোধগম্য হলো না, এ কেমন পানি—যেটা তার দৃষ্টিকে প্রতারিত করে যাচ্ছে! এবং সেখানে পানি চিক চিক করছে (নাকি পানির মতোই বালি চিক চিক করছে)। সেখানে তার অতি পরিচিত, প্রিয়তমার ছায়া দেখতে পেলো সে। গৌরী। এখানে তার আগে গৌরী কি করে এসে পৌঁছে গেলো! আবার সে সামনের দিকেই আসছে। কখনো এখানে তো কখনো ওখানে, কখনো এদিকে তো কখনো ওদিকে। এবং সামনের দিকে আসতে আসতে এক সময় তার সামনেই দাঁড়িয়ে গেলো। পরণে বিয়ের পোশাক কিন্তু বুকে ওড়না নেই। কত সুন্দর আমার গৌরী! সে ভাবলো, তাকে ডাকছে ও, ইশারা করছে! এসো, এবং আমার হয়ে যাও, এসো, এসো……

গঙ্গা ওর দিকেই এগুচ্ছিলো, কিন্তু হঠাৎ ও আপনা থেকেই যেন দ্রুত পেছনে সরে যেতে লাগলো। এমন কি দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলো। এখন ওখানে তার স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নেই। স্রেফ অনেকদূর পর্যন্ত বালি ছড়িয়ে আছে এবং তার মধ্যে চিক চিক করছে পানি। কিন্তু ওগুলো পানি নয়, মরীচিকা।

গঙ্গা সিং নিজের বাড়ীর দিকে উটের গতি ঘুরিয়ে দিলো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৫

আমার রক্ত, তোমার ইজ্জত

গ্রামের সব ঘরে ঘরে বাতি জ্বলে উঠেছে।

যার যার ঘরে সবাই রাতের খাবার খাচ্ছে।

হরি সিং আর সোনবিও রাতের আহার শেষ করার জন্য বসে গেছে। গৌরী শ্বশুরের সামনে ঘোমটা টেনে আহার পরিবেশন করছিলো। কিন্তু একটা থালা নিজের স্বামীর জন্য বিছিয়ে রেখেছে। কারণ রাজপুত যখন বিদেশ বিভুঁইয়ে যায়, তখন তাকে স্মরণ করা হয়।

সোনকি আপন ভাইয়ের এই উদারতায় গর্ববোধ করছিলো, 'সারা গাঁয়ে আমার ভাইয়ের মতো এমন উদার মনের আর কেউ নেই যে, সেই লম্বু ইঞ্জিনিয়ারের কথা শুনেই খাল কাটতে রওনা দেবে।'

'আরে ছেলে কার দেখতে হবে না!' হরি সিং নিজের বাহাদুরি প্রকাশ করতে লাগলো, 'আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি, তা না হলে দেখিয়ে দিতাম কে আগে যায়। তা আমি ছেলেকে বলেও দিয়েছি, খবরদার বাবা, ফিরে আসতে পারবে না। গ্রামে খাল নিয়ে তবে আসবে·····।'

এ সময় আস্তে আস্তে কে যেন দরোজার শিকল নাড়তে লাগলো।

'কে রে?' হরি সিং চিৎকার দিয়ে উঠলো, 'দরোজা খোলা আছে।'

দরোজা খুলে গেলো। হরি সিং বাতির আলোয় দেখলো গঙ্গা সিং নিজের বিছানাপত্র সমেত ভেতরে প্রবেশ করছে; তবে চোরের মতো, নিঃশব্দে, আস্তে আস্তে দরোজাটা বন্ধ করে।

'ভাইয়া!' গঙ্গাকে দেখেই হঠাৎ খুশীতে চিৎকার দিয়ে উঠলো সোনকি। কিন্তু বাবা ওকে এক ধমক দিয়ে বসিয়ে দিলো।

এরপর ঘরের ভেতর এমন এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো যে গঙ্গার কাছে মনে হলো যেন তার দম বন্ধ হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

তার বাবা এমন এক দৃষ্টিতে তাকে দেখতে থাকলো, যেন কাঁচা খেয়ে ফেলবে আর কি। ঘোমটার ভেতর থেকে গৌরীর দৃষ্টিও তার উপর রাগ আর ঘৃণার তীর হয়ে বিঁধতে থাকলো। স্রেফ সোনকি ভয়ে ভয়ে কখনো বাবার দিকে, কখনো ভাইয়ার দিকে তাকাতে লাগলো।

অবশেষে এই নীরবতা গঙ্গার সহ্য হলো না। তাকেই বলতে হলো, 'সবাই চুপ করে আছো কেন? তোমরা ভেবেছো আমি ময়দান থেকে পালিয়ে এসেছি। আমি তো স্রেফ একটা রাতের জন্য ফিরে এসেছি, —সেই—সেই—আমি কিছু নিতে ভুলে গেছি।'

'ফিরে এসে গ্রামবাসীদের কাছে আমাদের নাক কেটে দিলে!' হরি সিং রাগে চেঁচিয়ে উঠলো, 'কি ভুলে গিয়েছিলে?'

গঙ্গা কথা খুঁজে পাচ্ছে না, 'বাবা, আমি ওই যে—আবার ভুলে গেছি।.....'

'কি ভুলে গেছিস?' হরি সিং আবারো জিজ্ঞেস করলো।

গঙ্গা সিং এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলো। এ সময় তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো তলোয়ারের উপর—যেটা দেয়ালের সাথে আটকানো ছিলো। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে বাবা, আমি তলোয়ার নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। রাজপুত তলোয়ার ছাড়া কিভাবে যায়?'

'তুই রাজপুত না।' হরি সিং রাগের সাথে বললো, 'রাজপুত হলে এমন কালোমুখ নিয়ে ফিরে আসতি না। তা তলোয়ারের কি দরকার শুনি? খাল তলোয়ার দিয়ে কাটবি না কোদাল দিয়ে?'

'তা ঠিক বাবা' গঙ্গা হার স্বীকার করে বললো, 'ভোরে ভোরেই আমি আবার বেরিয়ে পড়বো। কেউ জানতেও পারবে না। আমাকে অন্ততঃ দু'টো রুটি তো খেতে দাও, বড় ক্ষিধে পেয়েছে।' এবং পরে গৌরীর সুন্দর মুখের দিকে পলকহীন নেত্রে তাকিয়ে থেকে বললো, 'আজ আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে।' তার ইঙ্গিত দু'টো রুটির ক্ষিধে নয়, অন্য ক্ষিধে।

রাত অনেক হয়ে গেছে। গঙ্গা সিং চুপচাপ খাটের উপর বসে আছে। ঘরের কেউ-ই তার সাথে কথা বলছে না। হরি সিং নিজের বিছানাপত্র নিয়ে বাইরে চলে যেতে যেতে মেয়েকে বললো, 'সোনকি, আমি বাইরে

BanglaBook.org

শোয়ার জন্য যাচ্ছি।' পরে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে, 'এখানে তো আমার কাছে মরা ইঁদুরের গন্ধ লাগছে, তুইও বাইরে চলে আয়।'

সোনকিও নিজের বিছানাপত্র বাঁধতে শুরু করলো। গঙ্গা সিংয়ের মনে স্বস্তি ফিরে এলো। মনে হলো তার ফিরে আসাটা একেবারে বেকার যাবে না। কিন্তু গৌরী সোনকিকে বাধা দিলো, 'দাঁড়াও সোনকি, তোমাকে যে গল্প শোনাব বলেছিলাম, ওটা শুনে যাও।'

'গল্প?' সোনকি বাচ্চা মেয়ের মতো বলে উঠলো, 'শোনাও না ভাবী।' এবং বিছানাপত্রসহ ওখানেই ঝপ করে বসে পড়লো।

গৌরী স্বামীর দিকে তাকিয়ে গল্প বলা শুরু করলো। 'অনেক দিন আগের কথা। এক ছিলো রাজপুত মহারাণী। খুবই সুন্দরী ছিলো এবং নিজের স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো।'

গঙ্গা ভাবলো, ঠিক আমার আর গৌরীর মতো।—মনোযোগ দিয়ে গল্প শুনতে লাগলো সে।

গৌরী গল্প বলতে থাকলো আর মাঝে মাঝে কোণা-চোখে স্বামীকে দেখতে লাগলো।

'পুরণো কালের কথা। কথায় কথায় তখন যুদ্ধ বাঁধতো। একদিন ভিনদেশী এক রাজা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মহারাজার রাজধানী আক্রমণ করে বসলো। তখন নিজের দেশ আর রাজত্ব রক্ষা করার জন্য তাকে প্রস্তুতি নিতে হলো। অথচ মহারাণীকে ছেড়ে কিছুতেই রাজার মন যুদ্ধে যেতে চাইছিলো না।'

গঙ্গা ভাবলো, যে রকম গৌরীকে ছেড়ে আমার মন কোথাও যেতে চায় না! এবার গঙ্গা অনুভব করতে পারলো, এই গল্পের মাধ্যমে গৌরী নিজের আর গঙ্গার অনুভূতিই প্রকাশ করতে চাইছে আসলে।

গৌরীর গল্প বলা চলতে লাগলো। এবং এবার গৌরী সরাসরি গঙ্গার দিকে তাকিয়ে গল্প বলতে থাকলো, 'এরপরও মহারাণী মহারাজাকে লজ্জা দিয়ে দিয়ে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বাধ্য করালো। কিন্তু রাজা অনেক কষ্টে রাজধানীর সদর দরোজা পর্যন্ত মাত্র গিয়েই আবার ঘোড়ার গতি শহরের দিকে ফিরিয়ে দিলো। ভাবলো, মাত্র একটি রাত, রঙমহলে রাণীর সান্নিধ্যে কাটিয়ে আসি।'

BanglaBook.org

গঙ্গা ভাবছিলো, মহারাজ বড়ই বুদ্ধিমান, ঠিক আমার মতোই।

গৌরী গল্প শুনাতে থাকলো। রাজার নাম এলেই সে কোণা-চোখে স্বামীকে দেখে নিতো, যাকে কিনা এখন বড়ই চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিলো।

'কিন্তু মহারাণী তাকে রঙমহলে আসতে দিলো না। বললো, 'রাজপুত মা'র সন্তান হলে যাও, যুদ্ধ করো, শত্রুর মোকাবিলা করো। রাজার মন তো যুদ্ধে যেতে চায় না, তবুও তাকে যেতে হলো। সে শহরের বাইরে গিয়েই মহারাণীর কাছে একজন পত্রবাহক প্রেরণ করলো।'

গঙ্গা ভয় পেয়ে গিয়ে ভাবলো, রাজা পত্রবাহক কেন পাঠালো?

আর সোনকি বড়ই আগ্রহের সঙ্গে গল্প শুনছিলো। সে বলে উঠলো, 'তারপর কি হলো ভাবী?'

গৌরী আবার গল্প বলা শুরু করলো, 'পত্রবাহক রাণীর কাছে এসে বললো, মহারাজা বলেছেন, আপনার প্রেম আর বিশ্বস্ততার চিহ্ন পাঠিয়ে দিতে। যাতে তিনি শান্তিতে শত্রুর সাথে লড়তে পারেন। মহারাজা প্রেমের চিহ্ন চাইছেন? মহারাণী পত্রবাহককে বললো, ঠিক আছে, আমি যেটা দেবো, তা যেন রাজার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়।' এ পর্যন্ত বলেই গৌরী থেমে গেলো। এবং দৃষ্টি তুলে একবারের জন্য গঙ্গা সিংকে দেখলো।

সোনকি তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'তারপর কি হলো?'

'তারপর হলো কি' গৌরী গঙ্গা সিংয়েরও নীরব প্রশ্নের জবাবে বললো। এবং উঠে দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, যেখানে তলোয়ার টাঙ্গানো ছিলো। সে খাপ থেকে তলোয়ার খুলে নিলো। 'তারপর হলো কি, মহারাণী খাপ থেকে তলোয়ার বের করলো এবং আপন হাতে নিজের মাথা কেটে ফেললো, যেটা পত্রবাহক সঙ্গে করে মহারাজার কাছে নিয়ে গেলো। তা ওটাই ছিলো মহারাণীর প্রেমের চিহ্ন।' তখন ওর চোখে ছিলো সেই প্রচণ্ড আগুন, সেই উন্মত্ততা, যেটা ছিলো হয়তো সেই মর্যাদাসম্পন্ন মহারাণীর চোখে। যে কিনা স্বামীকে শিক্ষা দেয়ার জন্য নিজের মাথা কেটে ফেলেছিলো।

মুহূর্তের জন্য গঙ্গার কাছে মনে হলো, গৌরীও তার মাথা কেটে ফেলবে না তো! সে ভয় পেয়ে দৌড়ে গেলো স্ত্রীর হাত ধরে ফেলার জন্য।

BanglaBook.org

'না গৌরী, না। আমি কিছুই চাই না। তলোয়ার ছাড়াই আমি চলে যাবো।'

গৌরীর চোখে সেই ভয়ঙ্কর দীপ্তি তখনো ছিলো। সে গঙ্গার চোখে চোখ রেখে বললো, 'তুমি তলোয়ার ছাড়াই যেতে পারো। কিন্তু তিলক তো লাগিয়ে যাও, জয় তিলক।' বলেই সে খোলা তলোয়ার উঁচু করে ধরে আঙ্গুল কেটে সে আঙ্গুল গঙ্গার কপালে ঠেকিয়ে তিলক পরিয়ে দিলো। 'মনে রেখো, এটা আমার রক্ত, তোমার ইজ্জত।'

এবং তখন গঙ্গার চোখে সেই আবেগ, উত্তেজনা আর উদ্দীপনা খেলা করতে থাকলো, যে আবেগ-উদ্দীপনা রাজপুত বীরদের চোখে দেখা যায়। এবং যখন ওরা 'মরতে অথবা মারতে' যাত্রা করে যুদ্ধক্ষেত্রে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৬

লম্বু ইঞ্জিনিয়ার

মরুভূমির বুক চিরে রাজস্থান খাল তৈরীর কাজ পুরো উদ্যমে চলছে। যদ্দূর পর্যন্ত খাল খনন করা হয়েছে, তার দু'পাশে ইট বসিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে শুকনো বালি পানির স্রোত চুষে ফেলতে না পারে। হাজার হাজার নারী, পুরুষ, শ্রমিক, মিস্ত্রী এবং ওভারসিয়ার কাজ করে চলেছে।

সেই নতুন খনন করা আধা পাকা, আধা কাঁচা খালের পার দিয়ে দূর থেকে লাল রঙের একখানি জীপ ছুটে আসতে দেখা গেলো। হলুদাভ বালির মাঝে লাল রঙের জীপখানিকে দেখতে বীরের বাহনের মতো মনে হচ্ছিলো। যে যে জায়গা দিয়ে জীপখানি এগিয়ে আসছিলো শ্রমিক, ওভারসিয়ার আর ঠিকাদাররা তাকে সালাম করছিলো।

কেননা খাকি পোশাক পরিহিত একজন যুবক ইঞ্জিনিয়ার জীপখানি চালিয়ে আসছিলো। কাছে এলেই বুঝা যায়, ও আর কেউ নয়—সিনেমার পর্দায় দেখা সেই লম্বু ইঞ্জিনিয়ারটিই।

লম্বু ইঞ্জিনিয়ারের জীপ পাকা অথচ খালি খালটা পেছনে ফেলে বালির মেঘ উড়িয়ে খনন-করা কাঁচা খালের পার দিয়ে চলতে লাগলো। তারপর মোড় ঘুরে ছত্রগড় হেড কোয়ার্টারের নোটিশ বোর্ডের দিকে চলে গেলো।

এবার জীপখানি ছত্রগড়ের নতুন-গড়ে-ওঠা অদ্ভুত শহরে প্রবেশ করতে লাগলো। চারদিকে বালির সমুদ্র। মাঝখানে হাল জমানার ক'টি বিল্ডিং দেখতে মনে হয় যেন বালির সমুদ্রে ছোট্ট একটি দ্বীপ। এখানে না আছে কোন গাছপালা, না আছে কোন তৃণলতা। সবুজের নাম-গন্ধও নেই। কিন্তু মনে হয় যেন আলাউদ্দীনের আশ্চর্য প্রদীপের ছোঁয়ায় এখানে বালির

BanglaBook.org

সমুদ্রে রাতারাতি বালি ফুঁড়ে বেরিয়েছে একটি নতুন শহর। এই শহরে অফিস আছে, ইঞ্জিনিয়ারদের কোয়ার্টার আছে, পাওয়ার হাউস আছে, ওয়ার্কশপ আছে, মেশিনপত্র আছে এবং বালির উপর তৈরী করা ইটের সড়ক আছে। সেই সড়ক দিয়ে ছুটে চলা লাল জীপখানি একটি অফিসের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলো।

যুবক ইঞ্জিনিয়ার মোহন কাউল জীপ থেকে নেমে দ্রুত বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো। এ সময় পীলা পাগড়ি এবং সাদা উর্দি পরা চাপরাশী গড় হয়ে রাজস্থানী কায়দায় সালাম করলো। 'হুকুম সাহাব, ভেতরে এক আজিব কিসিমের লোক বসে আছে। বলছে, সাহেবের সাথে দেখা করেই যাবো।'

'আচ্ছা, আমি দেখছি।' কাউল বললো। এবং চোখ তুলে নিজের কামরায় ঢুকে গেলো।

'জয় রামজিকি, সাহাব।' এ হচ্ছে গঙ্গা সিং যাকে দেখতে অবিকল কার্টুনের মতো দেখাচ্ছিলো। সারা শরীরে পোশাক-আশাকে এক রাশ ধূলো। পায়ে ভারী বুট, ধুতির উপর একটি কাপড়ের পুটলি বাঁধা, গায়ে কোন মৃত মিলিটারী অফিসারের সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কোট। মাথায় পীলা রঙের পাগড়ি, বগলের নীচে বিছানাপত্র। এবং যে হাত দিয়ে গঙ্গা মিলিটারী কায়দায় সেলুট দিচ্ছিলো, সে হাতে মিলিটারী টাইপের একটি পানির বোতল ধরা।

কাউল গভীর ভাবে এই অদ্ভুত নমুনাটি দেখলো। এবং বললো, 'তুমি কে ভাই?' পরে লম্বা লম্বা পা ফেলে নিজের টেবিলের দিকে যেতে যেতে বড় নির্বিকারভাবে বললো, 'চাকুরী চাই তো কোন এসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের সাথে দেখা করো, ঠিকাদারের কাছে যাও।'

বিছানাপত্র বগলদাবা করে গঙ্গা সিংও টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালো। ইঞ্জিনিয়ারের কথা শুনে অভিযোগমাখা স্বরে বললো, 'সাহাব, বড়লোক তো আপনারা, তাই এতো তাড়াতাড়ি আমাদের ভুলে গেছেন।'

'ভুলে গেছি?' কাউল চেয়ারে বসতে বসতে কাপড়ের উপর থেকে ময়লা ঝাড়তে ঝাড়তে বললো, 'তার মানে?'

'কাউল সাহাব, আপনি আমাদের এখানে ডেকেছেন, অতএব আমি

BanglaBook.org

এসে গেছি। এখন বল কি করতে হবে?'

'আমি তোমাকে ডেকেছিলাম?' কাউল অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো। 'তুমি ভুল করছো, নাকি মদ-টদ খেয়ে এসেছো?'

'মদ টদ?' গঙ্গা সিং শব্দটা এমনভাবে পুনরাবৃত্তি করলো, যেন ওটা একটা মস্তবড় ভয়ানক গালি। 'রাম রাম! গঙ্গা সিং মদ খায়নি, রহমান চাচাদের গাভীর দুধ খেয়ে এসেছে, হ্যাঁ।' এবং পরে বড় সরলমনে তাকে বিদ্রূপ করতে লাগলো, 'তোমরা অফিসার লোকগুলো বড় আজিব কিসিমের। তোতাপাখীর মতো হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে ফেলে পাল্টা জিজ্ঞেস করো, তুমি কে? কি চাও? যেন চেন না।'

কাউল রেগে গিয়ে বললো, 'আরে, আজিব পাগল লোক দেখছি তুমি!'

গঙ্গাও রেগে গেলো, 'পাগল গালি দিও না বলছি!'

কাউল ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে শেষে ওকে বুঝাবার চেষ্টা করলো, 'ভাই, সত্যি কথা বলবো? আমি তোমাকে এর আগে কোথাও দেখিনি।'

'নাও, দেখেইনি!' গঙ্গা সিং এবার সবকথা খুলে বললো, 'আরে তোমার সামনেই তো আমি বসেছিলাম। আমার পাশে বসেছিলো বাবা, তার পাশে আমার বাড়ীওলী গৌরী। গৌরীর পাশেই আমার বোন সোনকি। ওরা সবাই আমাকে আসার সময় বার বার বলে দিয়েছে, ইঞ্জিন ড্রাইভার সাহেবকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে অনেক অনেক জয়রাম রামজিকি বলবে।'

'ইঞ্জিন ড্রাইভার নয়, ইঞ্জিনিয়ার।' কাউল এখনো ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না, 'ভাই বিশ্বাস করো, আমি তোমাদের গ্রামে কোনদিন যাইনি। সে অন্য কোন ইঞ্জিনিয়ার হবে। এখন তুমি যাও, আমার অনেক কাজ আছে।'

'বাহঃ বাহঃ' গঙ্গা বিদ্রূপমাখা স্বরে বললো, 'সেদিন কত জোর গলায় বলেছিলে, এসো আমরা একসাথে রাজস্থানি খাল তৈরী করি। নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়ি। আমি তোমার অপেক্ষায় রইলাম, তোমার এবং তোমার, হুঁ!'

এবার ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারলো কাউল। এবং হাসতে

BanglaBook.org

লা গলো, 'তার মানে, তুমি আমাকে ফিল্মে দেখেছিলে ?'

'পিল্‌ম পিল্‌ম, হ্যাঁ হ্যাঁ' তাড়াতাড়ি বলে উঠলো গঙ্গা, 'গত সোমবারে আমাদের গ্রামে পিল্‌ম এসেছিলো। ঐ পিল্‌মে করে তুমিও এসেছিলে সাহাব। তুমি বললে, এসো, এসো। সুতরাং আমি এসে গেছি।'

এবার কাউলের পুরো চেহারার অভিব্যক্তিই পাল্টে যায়। 'এসে গেছো তো দাঁড়িয়ে কেন, বসো বসো!' পরে গঙ্গা সিংয়ের ইতস্ততঃ ভাব দেখে বললো, 'ভয় পেয়ো না, বসো ভাই বসো।'

গঙ্গা সিং বিছানাপত্র কোলে নিয়ে কোন রকমে (কে জানে আবার কখন উঠে যেতে হয়) বসে পড়লে, কাউল আবার বলতে শুরু করলো, 'জানো। ওই ফিল্ম কবে তৈরি হয়েছিলো ? চার বছর আগে, যখন আমি নতুন ইঞ্জিনিয়ারের চাকুরী নিয়েছিলাম। আর তোমাদের গ্রামে গেলো মাত্র সেদিন। হায়রে সরকার, ওদের কাজে বিলম্বও হয়, বিশৃঙ্খলাও হয়।'

গঙ্গা কিছু তার বুঝলো, কিছু বুঝলো না, 'কি বলছো সাহাব ?'

'কিছু না' কাউল জবাব দিলো, 'জানো, ওই ফিল্মে আমি কথাটা এমনি জোশের চোটে বলে ফেলেছিলাম। তবুও আজ পর্যন্ত কেউ কাজ করতে আসেনি। একমাত্র তুমিই আমার কথা শুনে ছুটে এলে। তার মানে তুমিও আমার মতো নাম্বার ওয়ান বুদ্ধু।'

'এই যে সাহাব' গঙ্গা জ্বলে উঠে বললো, 'বুদ্ধু গালি দিও না।'

'আচ্ছা ভাই ঠিক আছে, এখন তো তোমাকে কাজ দিতেই হয়।' কাউল কলম আর প্যাড হাতে তুলে নিলো। 'কি নাম তোমার ?'

'গঙ্গা সিং পিতার নাম হরি সিং, সাকিন ভারতীয়া গ্রাম।'

'হুঁ, গঙ্গা সিং, পিতা হরি সিং, সাকিন ভারতীয়া গ্রাম। তা কি কাজ করতে চাও তুমি ?'

'সাহাব, ফরিয়াদ যে কাজ করেছে, মানে ফরহাদ যে কাজ করেছে, আমিও সে কাজই করতে চাই। আমার গোরী বললো, ও নাকি পাহাড়ের বুক চিরে খাল তৈরী করেছিলো।'

কাউল ওকে বুঝালো, 'এখানে পাহাড় তো নয়, বালির টিলা কেটে

BanglaBook.org

খাল বানাতে হবে।' এবং পরে জিজ্ঞেস করলো, 'বলো, ট্রাক্টার চালাতে পারবে?'

'ট্রাক্টার?' নামটা এই প্রথম শুনলো গঙ্গা সিং, 'ওটা আবার কোন জানোয়ার জি? আমি তো স্রেফ গাধা চালাতে পারি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি আপাততঃ গাধাই চালাও।' কাউল জবাব দিলো, 'সেই তোমাকে বলে দেবে ট্রাক্টার কেমন কাজের জানোয়ার।'

গঙ্গা সিং খুব কম সময়ের মধ্যেই গাধা আর ট্রাক্টারের পার্থক্য ধরে ফেললো।

সে অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে বালির পাহাড় খুঁড়তো, পরে গাধার দু'-দিকে ঝুলানো টুকরিতে সে বালি ভরে নিয়ে আস্তে আস্তে গাধাকে খালের পাশে নিয়ে যেতো। এবং খালের পাড়ে বালির স্তূপ জমা করে ফেলতো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ কাজই করতে থাকলো সে।

কিন্তু গাধা চালাতে গিয়েই সে বুঝতে পারলো, ট্রাক্টার, বুলডোজার এবং অন্যান্য শক্তিশালী মেশিনগুলো কত দ্রুত এক জায়গার বালি অন্য জায়গায় নিয়ে ফেলছে। কত দ্রুত মেশিনটা উপরে উঠে যাচ্ছে, আবার নীচে নেমে যাচ্ছে। এটা কি যাদুর মেশিন, না ইস্পাতের হাতী যে, নিজের শক্তিশালী ইস্পাতের পা মাটিতে রাখার সাথে সাথে মাটি শুদ্ধ কেঁপে উঠে। তার তুলনায় গঙ্গা সিং এবং তার গাধাকে কত দুর্বল আর ঘৃণিত মনে হচ্ছে! গঙ্গা নিজের গাধা চালাতে লাগলো আর ট্রাক্টার, বুলডোজারগুলোকে দেখতে থাকলো এবং মনে মনে এ সমস্ত কথাবার্তা ভাবতে লাগলো। ওর মন চাইছে, একদিন সেও যদি এই ইস্পাতের হাতী চালাতে পারতো!

একদিন দুপুরের ছুটির সাইরেন বেজে উঠলে, গঙ্গা কপালের ঘাম মুছতে মুছতে চলে যাচ্ছিলো। এ সময় ঠিকাদারের একজন লোক ওকে ডেকে বললো, 'এই গাধেওয়ালে, তোর নাম কি?'

'গঙ্গা সিং, পিতা হরি সিং, সাকিন ভারতীয়া গ্রাম।'

'তোর চিঠি এসেছে একটা।' লোকটি পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে

BanglaBook.org

দিতে দিতে বললো। এবং জিজ্ঞেস করলো, 'কবে থেকে কাজ করছো?'

'এক মাসের উপরে হবে।'

'কোন্ গৌরীর চিঠি' ঊর্ধ্বতন কর্তা চিঠির পেছনে ঠিকানা পড়তে পড়তে বললো এবং চিঠিখানা গঙ্গার হাতে দিয়ে বললো, 'নে পড়।'

গঙ্গা কি আর পড়ালেখা জানে! কিন্তু অন্যের সামনে তা স্বীকার করতে রাজী নয় সে। বললো, 'আমার বাড়ীওলীর চিঠি, তোমার সামনে পড়বো কেন?'

চিঠিখানা নিয়ে চলে যেতে যেতে ভাবলো গঙ্গা, 'মুশকিল হলো, চিঠিটা পড়বো কি করে?'

ইঞ্জিনিয়ার মোহন কাউল নিজের অফিসে বসে স্যাণ্ডউইচ খাচ্ছিলো। এ সময় গঙ্গা সিংয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'সাহাব, আমি আসবো?'

'এসো এসো, গঙ্গা সিং এসো।'

গঙ্গা মালকোঁচা মারা ধুতি, ফৌজী বুট আর মাথায় একখানি তোয়ালে বেঁধে ভেতরে প্রবেশ করলো।

কাউল খাবার শেষ করতে করতে বললো, 'বসো বসো।'

গঙ্গা এখন অফিসার আর শ্রমিকের মধ্যকার তফাৎ বোঝে। হাত জোড় করে বললো সে, 'না সাহাব, আমি দাঁড়িয়েই থাকি।'

'কেন, কি হলো? আরে ভাই বসো।' কাউল চেয়ার দেখিয়ে বললো।

'না সাহাব, আপনি হচ্ছেন অফিসার মানুষ। আর আমি একজন সামান্য গাধা হাঁকানেওয়ালা শ্রমিক। আপনি ব্রাহ্মণ। আমি ছোট জাত মানুষ। আপনার সামনে আমি কি বসতে পারি!'

কাউল হেসে বললো, 'আরে তুমি বড্ড সেকেলে কথাবার্তা শুরু করেছো! আমাদের উভয়ের জাত এক, অভিন্ন। তফাৎ শুধু তুমি গাধা হাঁকাও আর আমি ট্রাক্টার হাঁকাই এবং অন্যকে ট্রাক্টার হাঁকানো শেখাই। বস ভাই, এবার বসো।'

গঙ্গা আবারো হাত জোড় করে বড় নম্রভাবে বললো, 'আপনি যখন বলছেন, বসছি।' চেয়ারে বসে পড়লো গঙ্গা।

'বল' কাউল পাইপ মুখে নিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করতে করতে

BanglaBook.org

বললো, 'কাজ-কাম কেমন চলছে ?'

'কাজ তো ব্যাস গাধার মতোই চলছে।'

'এবার গাধা আর ট্রাক্টারের মধ্যেকার তফাৎটা ধরতে পেরেছো তো ?' কাউল জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ সাহাব' গঙ্গা সিং জোশের সঙ্গে জবাব দিলো, 'ট্রাক্টার ট্রাক্টারই। কেমন ফটাফট্ চলে।'

'আর গাধা ?'

গঙ্গা নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বললো, 'গাধা তো ব্যাস গাধাই।'

কাউলকে বলতে হলো, 'তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান হয়ে উঠছো দিন দিন। এখন দেখছি তোমাকে ট্রাক্টার চালানো শেখাতে হয়।'

গঙ্গার আন্তরিক ইচ্ছেও তাই। 'সত্যি, শেখাবে সাহাব ?'

'নিশ্চয়ই শেখাবো।' কাউল পাইপ রাখতে রাখতে বললো, 'এখন বল কেন এসেছো ?'

গঙ্গা মাথা নীচু করে বললো, 'সাহাব, বলতেও লজ্জা করছে।'

'কেন, কি এমন কথা ?'

'জি' গঙ্গা ইতস্তত করতে করতে পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করলো। 'জি আমার বাড়ীওলীর চিঠি এসেছে। অন্য কাউকে দিয়ে পড়ালে ওরা ঠাট্টা করবে। দয়া করে আপনিই পড়ে দিন।'

'আচ্ছা দাও' কাউল গঙ্গার হাত থেকে চিঠি নিয়ে খুলতে খুলতে বললো, 'এবার না হয় পড়ে দিলাম, কিন্তু তুমি নিজে পড়ালেখা শিখে নিচ্ছ না কেন ?'

এবার চিঠির উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে কাউল জিজ্ঞেস করলো, 'এটা তোমার বউয়ের নিজের হাতের লেখা ?'

'জি সাহাব, ওতো পুরোদস্তুর একজন মাষ্টারণী।' গঙ্গা গর্বের সঙ্গে বললো।

'তাহলে তো আরো লজ্জার কথা, তুমি অশিক্ষিত। আচ্ছা শোন, তোমার বউ লিখছে :

"পূজ্য পতিজি—

জয় রামজিকি—

BanglaBook.org

আমি প্রতিদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তোমাকে সর্বদা হাসি-খুশীতে রাখেন। বাবা ভালো আছেন। সোনকি সব সময় তোমার কথা স্মরণ করে। রহমান চাচাদের সবাইও ভালো আছে। গ্রামের সবাই তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমরা সবাই ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই করি, সত্বর খাল সঙ্গে নিয়ে তুমি গ্রামে ফিরে এসো। হ্যাঁ আর একটা কথা, শীতের মৌসুম আসছে। রাতগুলো এখন বড় লম্বা, আর নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। তোমার স্ত্রী—গৌরী''

'সাহাব', গঙ্গা কি যেন চিন্তা করলো। বললো, 'এই যে লম্বা নীরব নিস্তব্ধ রাতগুলো—এসব আপনি বানিয়ে বলেননি তো!'

কাউল বললো, 'এটা কি তোমাকে জানতেই হবে?'

'হ্যাঁ, সাহাব জানতেই হবে।'

কাউল সুযোগ পেয়ে গেলো, 'তাহলে নিজে পড়ালেখা শিখে নাও। তখন সব জানতে পারবে।'

গঙ্গা অপারগতার একটা নিষ্প্রাণ শ্বাস টেনে নিয়ে বললো, 'এখন তো দেখছি শিখতেই হবে।'

কাউল চিঠিখানা ফেরত দিতে গিয়ে নীচে কাঁচা হাতের আরো কিছু লেখা দেখে থমকে গেলো। 'আরে! নীচে বাচ্চার হাতের লেখার মতো আরো কিছু লেখা আছে।'

'ওটা আমার বোন সোনকি লিখেছে বোধ হয়। গৌরীর কাছে লেখাপড়া শিখছে তো ও। কি লিখছে সাহাব?'

কাউল বাঁকাচোরা লেখা কোন রকমে কষ্ট করে পড়লো, 'যদি সেই লম্বু ইঞ্জিনিয়ারের সাথে তোমার দেখা হয় তো বলো আমিও খুব শিগগীর ওখানে আসছি—সোনকি। লম্বু ইঞ্জিনিয়ারটা কে?' কাউল জিজ্ঞেস করলো।

গঙ্গা হাত জোড় করে বললো, 'মাফ করবেন সাহাব, ও আপনার কথাই বলেছে। সোনকি বড়ই দুষ্টু।'

কাউলের মুখে হাল্কা হাসি দেখা দিলো, 'সত্যি কি তাই?—তা নাম দিয়েছে বটে, লম্বু ইঞ্জিনিয়ার.....' এবং পরে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ছ'ফুট এক ইঞ্চি দেহের উচ্চতা নিজেই যাচাই করে, 'আমি কি সত্যিই ততো লম্বা?'

BanglaBook.org

গঙ্গা গাম্ভীর্যমাখা স্বরে বললো, 'না সাহাব।'

'তাহলে?' কাউল জিজ্ঞেস করলো।

এবার তো গঙ্গাকে বলতেই হলো, 'ব্যাস, সামান্য লম্বা।'

এবং পরে দু'জনেই হেসে উঠলো। ইঞ্জিনিয়ার আর শ্রমিক, ট্রাক্টার চালানোর ওস্তাদ আর গাধা হাঁকানেঅলা। এ মুহূর্তে এ দু'জনের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, ওরা দু'জনই মানুষ। দু'বন্ধু, রাজস্থান খালের দু'জন কারিগর। ওরা দু'জন বড়ই হাসি-খুশী, তাই ওরা খুব হাসছিলো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৭

ইস্পাতের হাতী

ইঞ্জিনিয়ার কাউলের যেমন কথা তেমন কাজ। গঙ্গা সিংকে ট্রাক্টার চালানো শেখাবার জন্য একজন ট্রাক্টার ড্রাইভার ঠিক করে দিয়েছে।

এখন খালের তীরে একটা ভারী ট্রাক্টারের উপর ড্রাইভারের পাশে বসে গঙ্গা সিং নিজেকে একজন মস্তবড় শক্তিশালী মনে করছে। ইস্পাতের এই হাতী এখন সম্পূর্ণরূপে তার বশে। যেদিকে ইচ্ছা ঘুরাতে পারে। একটা 'কল' টিপে ধরলে চলতে শুরু করে, অন্য কলে চাপ দিলে থেমে যায়। বাহঃ রে মানুষ (সে ভাবলো), তোমরা শুধু উন্মত্ত হাতীগুলোকে অঙ্কুশ মেরে মেরে বশ্যতা স্বীকারই করাওনি, ইস্পাতের হাতীর মতো মেশিনগুলোকেও কাবু করে ছেড়েছো।

অন্যদিক থেকে আর একটা ট্রাক্টার নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার কাউলকে আসতে দেখা গেলো। সে ট্রাক্টারটা পরীক্ষা করছিলো। উভয় ট্রাক্টার পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেলে গঙ্গা ব্রেক কষে হাত জোড় করে নমস্তে দিলো, 'জয় রামজিকি, সাহাব।'

কাউল নিজের ট্রাক্টার একজন সর্দারজি ট্রাক্টার ড্রাইভারের হাওলা করে নিজে উপর থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো।

ধূলো-বালির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য মুখে পট্টি বাঁধা যে ড্রাইভারটা উপরে বসে গঙ্গাকে ড্রাইভ শেখাচ্ছিলো কাউল তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কি খবর রক্ষারাম, গঙ্গা সিং কাজ শিখছে তো?'

'হ্যাঁ জি, খুব দ্রুত কাজ শিখে ফেলছে।' ড্রাইভার বললো।

'ভেরী গুড' কাউল বললো এবং যখন সে দেখলো গঙ্গা তার কিছুই বুঝতে পারেনি, তখন অনুবাদ করে বললো, 'বেশ ভালো।' পরে ওর পিঠ চাপড়ে বললো, 'সাবাস গঙ্গা, সাবাস! শুধু ট্রাক্টার চালানোই নয়,

BanglaBook.org

ট্রাক্টার পরিষ্কার করা, মেরামত করাও শেখ। কিন্তু তার জন্য তোমাকে এই ধুতি ছাড়তে হবে।'

'জি!' গঙ্গা সিং অবাক হলো, বললো, 'ট্রাক্টার চালাতে হলে কি উলঙ্গ হতে হয়?'

'আরে ভাই না, কাউল ওকে আশ্বাস দিলো, 'মানে তোমাকে ওভারঅল পরে নিতে হবে, যে রকম রক্ষারাম পরেছে।'

এখন গঙ্গা ওয়ার্কশপের কাজে যোগ দিয়েছে। এখানে অচল ট্রাক্টার, মোটরগাড়ী এবং অন্যান্য মেশিনপত্রের মেরামতের কাজ হয়। গঙ্গা নিজের ট্রাক্টারের এক একটা অংশ খুলে তেল দিয়ে পরিষ্কার করছিলো। এখন সে ধুতির পরিবর্তে ওভারঅল পরেছে।

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ইঞ্জিনিয়ার কাউল কর্মরত গঙ্গাকে দেখছিলো। এ সময় অন্য একজন ইঞ্জিনিয়ার যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে তার কাছে অভিযোগ করলো, 'আরে ভাই কাউল, কি ব্যাপার, ক'দিন থেকে তাস খেলতে আসছেন না ক্লাবে!'

'কি করবো?' কাউল বললো, 'সময়ই পাই না।'

'শুনেছি সারাক্ষণ আপনি ওই গঙ্গা সিংকে কিছু না কিছু শেখাচ্ছেন। তা ব্যাপার কি, লোকটার মধ্যে কি পেলেন আপনি?'

এবার কাউল চিন্তা করতে করতে, গঙ্গা সিংকে গভীর ভাবে দেখতে দেখতো বললো, 'ও মানুষ নয়, রাঙ্গা স্বামী। এই গঙ্গা সিংয়ের মধ্য দিয়ে আমি লাখ লাখ, কোটি কোটি মানুষকে কাজ করতে দেখি। দেখছো কেমন চমৎকার ভাবে ট্রাক্টার পরিষ্কার করছে, যেন কোন রাজপুত আপন তলোয়ারে শান দিচ্ছে।'

আসলেও তাই। গঙ্গা সিং বড়ই মনোযোগ দিয়ে বড়ই মোলায়েম হাতে ট্রাক্টার পরিষ্কার করছে। কাজ করতে করতে ও কখনো নিজের স্ত্রী, বাবা, বোন সোনকির কথাও চিন্তা করে।

ওর বোন সোনকি গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের সাথে খালি কলসী মাথায় নিয়ে পানি আনতে যাচ্ছে কূয়োয়।

BanglaBook.org

এ সময় বালির টিলার পেছনে ধূলো উড়তে দেখা গেলো। পরে দু'টো উট ছুটে আসছে দেখলো। একটা উটের পিঠে দু'টো পানির মোশক বাঁধা, অন্য উটের পিঠে মঙ্গল সিং।

নিজের গ্রামের কাছে এসেই মঙ্গল সিং দেখলো, মেয়েরা পানি আনতে যাচ্ছে। তখন জোরে চিৎকার দিয়ে বললো, 'আরে পানির জন্য দশ মাইল দূরের কূয়োয় যাচ্ছো কেন, আমি তোমাদের জন্য পানি নিয়ে এসেছি।'

মেয়েরা সবাই কলসী নিয়ে মঙ্গল সিংয়ের দিকে ছুটলো। স্রেফ সোনকি দাঁড়িয়ে রইলো।

তা দেখে মঙ্গল সিং ওখান থেকেই চিৎকার দিয়ে বললো, 'সোনকি! চলে আয়, তুইও পানি নিয়ে যা না?'

কিন্তু সোনকি তার দিকে একটি ঘৃণার দৃষ্টি ছুঁড়ে একাই পানি আনতে চলে গেলো। দশ মাইল যেতে রাজী আছে সোনকি, কিন্তু মঙ্গল সিংয়ের পানি নিতে রাজী নয়।

মেয়েরা মোশকঅলা উট ঘিরে ধরেছে। একজন একজন করে পানি ভরছে।

এক মহিলা কলসী ভরতে ভরতে জিজ্ঞেস করলো, 'মঙ্গল সিং, এই পানি কোত্থেকে এনেছিস?'

'কাকী!' মঙ্গল সিং নিজের কব্জিতে বাঁধা সোনার হাতঘড়ি দেখতে দেখতে—এবং ওদেরও দেখাতে দেখাতে বললো, 'পকেটে পয়সা থাকলে পৃথিবীতে কত পানি।'

পৃথিবীতে অনেক পানি থাকুক আর না থাকুক, খালেদ শ্রমিকদের বস্তিতে বিরাট একটা ট্যাঙ্কে সব সময় পানি ভর্তি থাকে। ওখান থেকে পানি তুলে তুলে গঙ্গা স্নান করছিলো।

পাশেই বুড়ো মদ্যপ ভিখু খাটের উপর বসে বসে মদের দোকান খোলার অপেক্ষা করছে। গঙ্গা যতবার গায়ে পানি ঢালছিলো, ভিখুর কাছে ততই মনে হচ্ছিলো যেন শীতের দিনে কেউ তাকে বরফভরা কূয়োয় ফেলে দিয়েছে।

BanglaBook.org

গঙ্গা বুড়োকে রাগাবার জন্য বললো, 'ভিখু কাকা, তুমিও চান করে নাও।'

ভিখু কোন জবাব দিলো না। স্রেফ মুখ গম্ভীর করে রাখলো।

স্নান করতে করতে গঙ্গা বলে যাচ্ছিলো, 'কাকা, গৌরীকে যখন বিয়ের পর তুলে আনলাম, তখন আমার বাবা বললো, গঙ্গা, তুই স্নান করে নে—মাথা থেকে পা পর্যন্ত স্নান করে নে—তোর গা থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। সুতরাং কাকা ওদিন আমি মাথা থেকে পা পর্যন্ত স্নান করে নিয়েছিলাম। প্রথম তো খুব ঠাণ্ডা লাগলো, তা পরে বেশ আরাম লাগলো।'

কিন্তু ভিখুর না চিন্তা ছিলো পানির, না চিন্তা ছিলো স্নান করার। ওতো ঘাড় ফিরিয়ে বার বার শুধু মদের দোকান খুলেছে কি-না তাই দেখছিলো, আর অপেক্ষা করছিলো।

স্নান সেরে, কাপড়-চোপড় পরে গঙ্গা খাটের উপর বসে বসে 'হিন্দী কি পহেলী কিতাব' পড়ছিলো। এ সময় ভিখুর গলার স্বর শোনা গেলো। 'আরে ও গঙ্গা, পূজা পাঠ করছিস বুঝি?' বলেই ভিখু ভেতরে ঢুকলো।

'হ্যাঁ ভিখু কাকা, পূজা পাঠই বলতে পারো। সরস্বতীর পূজা পাঠ করছি।' গঙ্গা জবাব দিলো এবং উঠে বসে পড়লো। 'কাউল সাহেব বললেন, বড় লজ্জার কথা, তোমার বউ বই পড়ে আর তুমি একটা চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারো না!'

ভিখু দপ করে মাটিতে বসে পড়লো। এবং খোশামোদের সুরে বললো, 'মায়ের দিব্যি দিয়ে বলছি, তুই একদিন বড় হবি।'

গঙ্গা যখন বললো, 'কেন ঠাট্টা করছো,' তখন ভিখু বললো, 'না, 'সত্যি বলছি। তুই বড় বুদ্ধিমান ছেলে, তেমনি খাটতেও পারিস। তোর মনটাও বড় দয়ালু, গরীবদের সাহায্য করিস।'

এবার গঙ্গার মনে সন্দেহ জাগে, কাকা ওর এতো প্রশংসা করছে কেন!

'গরীবদের সাহায্য?' গঙ্গা জিজ্ঞেস করলো।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ' ভিখু বললো, 'তুই আজ বেতন পেয়েছিস না?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি তো!' গঙ্গা স্বীকার করলো।

'ওখান থেকে দু'টো টাকা তোর বুড়ো কাকাকে দিবি না?'

ভিখুর উপর এতোক্ষণ গঙ্গার সন্দেহ হচ্ছিলো, এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেলো। সে ভাবলো, বুড়ো পুরো দু'টাকা চাচ্ছে, অথচ সারাদিন কাজ করলে পাওয়া যায় মাত্র তিন টাকা। উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করলো গঙ্গা, 'দু'টাকা দিয়ে কি করবে?'

'ওষুধপত্র কিনবো বাবা।'

সরল গঙ্গা কিছুটা চিন্তান্বিত হয়ে বললো, 'তোমার কি অসুখ কাকা?'

'আরে খুব খারাপ অসুখ।'

এবার তো গঙ্গাকে পকেট থেকে দু'টাকা বের করতেই হলো। 'এই নাও কাকা।'

'বেঁচে থাকো, বাবা।' ভিখু উঠে দাঁড়ালো, 'তাহলে চলি এখন?'

'কোথায় যাচ্ছো, কাকা?'

'মদ খেতে। আরে সব রোগের ওষুধ তো একটাই।'

ভিখু হাসি-খুশী মুখে টলতে টলতে মদের দোকানের দিকে চলে গেলো।

আর গঙ্গা বসে বসে ভাবতে থাকলো, 'দু'টাকা তো ও নিয়ে গেলো, এখন আমি গৌরীর জন্য কি পাঠাবো?'

সে সময় গৌরী, সোনকি এবং গ্রামের অন্যান্য মেয়েরা মাথায় শূন্য কলসী নিয়ে—একজনের পেছনে একজন, লম্বা কাতারবন্দী হয়ে—পরাজিত একদল সৈনিকের মতো—মরুভূমির উপর দিয়ে আস্তে আস্তে ক্লান্ত পায়ে হেঁটে আসছে। আজও ওদের ঠোঁটে একটি সুন্দর গীত সুর পাচ্ছে। কিন্তু ওই গীতের মধ্যে কোন আশা কোন ভরসা নেই, স্রেফ একটা ক্লান্ত অনুভূতির শ্রান্ত সুর বিরাজিত। সবার কণ্ঠস্বরে একরাশ হতাশা, হতাশা ওদের গানেঃ

'একদিন এয়সা ভি থা—
পানি থা গাঁওমে,

BanglaBook.org

লাতে থে গাগরি ভরকে
তারো কি ছাও মে,
কাঁহা সে পানি লাঈ,
কাঁহা য়ে পিয়াস বুজাঈ।
জ্বল জ্বলকে বেরি ধুপ মে
সোনু লায়া রঙ দোহাই রে·····'

আজ ওদের দেখে মনে হচ্ছে যেন ওদের জীবন থেকে—ওদের পোশাক-আশাক থেকে—সব আড়ম্বর, সব স্বপ্ন ফুরিয়ে যাচ্ছে। মরুভূমির হলুদাভ জ্বলন্ত রোদে ওরা কালো চাদর উড়িয়ে চলে যাচ্ছে। ওই চাদর এতো ময়লা আর কালো যেন বালির উপরকার চলন্ত কালো ছায়া চলে যাচ্ছে।

লম্বা-চওড়া, শুষ্ক, তৃষ্ণার্ত ক্ষেতের এক কোণে বাজরার ফসল মরুভূমির হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। এ তো ফসল নয়, হরি সিংয়ের প্রাণ। সাহস আর পরিশ্রমের এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত। হরি সিং বসে বসে ফসলের ছোট ছোট চারাগাছগুলো দেখছিলো। এ সময় মাটিতে গৌরীর ছায়া পড়লো।

'এসেছো মা!' হরি সিং সেদিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করলো।

গৌরীর হাতে একটি কলসী, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে পরাজিতের সুর, 'বাবা!'

'সাবাস, বেঁচে থাকো!' হরি সিং ওকে আশীর্বাদ করলো এবং ক্ষেতের দিকে ইঙ্গিত করে, 'দেখ্, পানির কলসী এখানে চাল, আমার বাজরার ক্ষেত তো তৈরী হয়ে গেছে। এখানে আমি এখন গমের ক্ষেত করবো।'

গৌরী কলসীটা মাথা থেকে নামিয়েই উপুড় করে দিলো। কিন্তু কলসী থেকে সামান্য বালি আর কাদা বেরুলো। শুষ্ক কূয়োর শেষ পানি। 'বাবা, আজ কূয়ো থেকে এই পেলাম।'

হরি সিং কাদার মধ্যে হাত ডুবিয়ে হতাশার সুরে বললো, 'কূয়োও আমাদের সাথে শত্রুতা করলো?'

গৌরী বললো, 'সোনকির কলসীতেও বালি আর কাদা, বাবা।'

মাথায় কলসী নিয়ে সোনকিও গ্রামে ফিরছিলো, এ সময় দেখলো

BanglaBook.org

একটি ঘরের সামনে বসে আছে মঙ্গল সিং। সোনকি ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নিলো। কিন্তু নির্লজ্জা মঙ্গল কি এসবে দমবার পাত্র! সে বললো, 'কিরে সোনকি, গ্রামে পানি এসে গেছে না?'

সোনকি থমকে দাঁড়িয়ে গেলো। ওর দিকে না তাকিয়ে জবাব দিলো, 'এতো ক্রোশ পথ হেঁটে গিয়েও পানি পেলাম না, শুধু বালি আর কাদা ছাড়া।'

মঙ্গল আবার দাঁড়িয়ে গেলো। বিদ্রূপাত্মক স্বরে বললো, 'আরে আমি ওই পানির কথা বলছি না, খালের কথা বলছি—যেটা তোমার ভাই আনতে গেছে। আমি তো ভেবেছিলাম দু'মাসের মধ্যে লম্বা-চওড়া খালটাকে মাদী উটের মতো রশি ধরে টেনে নিয়ে আসছে।'

সোনকি এবার পলট খেয়ে মঙ্গলের দিকে তাকালো। ওর চোখ থেকে আগুন ঝরতে লাগলো। 'তাহলে শুনে রাখ মঙ্গল, আমার ভাইয়া একদিন খাল নিয়ে আসবেই।'

মঙ্গল সিংয়ের বিদ্রূপ আরো গভীর হতে থাকলো, 'আরে তখন এই ভারতীয়া গ্রামে কেউ থাকলে তো! তুই বোধহয় জানিস না, গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম খালি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।' এবং পরে চোখ টিপে বললো মঙ্গল, 'কি বলিস সোনকি, চল এক সাথেই গ্রাম ছাড়ি!'

সোনকি রেগে গিয়ে বললো, 'যার ইচ্ছে সে গ্রাম ছেড়ে চলে যাক।'

এবং রাগের চোটে মাথা নাড়তেই সোনকির মাথা থেকে কলসীটা হঠাৎ নীচে শুকনো মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো। কিন্তু ওর ভেতরে পানি ছিলো না, কাদা আর ভেজা বালি ছিলো। তার আর্দ্রতাও শুকনো বালি চুষে নিয়ে তাকে মাটি করে দিলো। এবং সে মাটিও ভারতীয়া গ্রামের শেষ রাতের মতো এমন কালো আর অন্ধকারাচ্ছন্ন যে, তার ভেতরে আশার ক্ষীণতম রশ্মিও জ্বল জ্বল করছিলো না।

BanglaBook.org

৮

নিজের দেশে আজ

অন্ধকার রাত।

দূরে কুকুরগুলো বিকট স্বরে আর্তনাদ করছে। কেননা পানির তৃষ্ণায় ওরাও পাগল হয়ে যাচ্ছে।

হরি সিংয়ের ঘরের ভেতরে খাটের উপর বাল্যবন্ধু দুই বুড়ো সামনা-সামনি বসে আছে। তবে পরস্পরের কাছ থেকে দৃষ্টি লুকিয়ে। মাটিতে ইউসুফ, সকিনা আর গৌরী বসে আছে।

বেশ কিছুক্ষণ ঘরে নীরবতা বিরাজ করলো। স্রেফ উনুনের পাশে রাখা কুপি দপ দপ করে কাঁপতে থাকলো এবং এদের সবার কালো কালো ছায়া ভূতের মতো দেয়ালে নাচতে লাগলো।

একরাশ হতাশার নিঃশ্বাস বুকে টেনে রহমান চাচা বললো, 'বল হরি, তুমি কি বলতে চাও? তোমরাও আমাদের সাথে যাবে তো? তোমার সব মাল-সামান আমার উটের পিঠে তুলে নেবো?'

'না, রহমান ভাই।' হরি জবাব দিলো কিন্তু আপন বন্ধুর চোখে চোখ রাখলো না। 'এ গ্রাম আমি ছাড়বো না। এই গ্রাম আমার মা, রহমান ভাই।'

রহমান বন্ধুর দিকে তাকালো। পরে দাড়িতে হাত বুলিয়ে অতি মোলায়েম স্বরে বললো, 'হরি, এই গ্রামে যদি তোমার মা হয়, তাহলে আমারও মা-বাবা এই গ্রাম। কিন্তু এই পশুগুলো, উটগুলো আমাদের সন্তান। যে রকম ইউসুফ আর সকিনা। আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি। আজ না হয় কাল, একদিন না একদিন মরবো। কিন্তু আমি সন্তানদের চোখের সামনে মরতে দিতে পারি না। সুতরাং আমাকে যেতেই হবে।

BanglaBook.org

হরি ক্লান্ত স্বরে বললো, 'তুমিও ঠিক বলেছো ভাই। তা আমি নিজের জমি ছাড়তে পারবো না।'

'তোমার জমি?' রহমান হরির দিকে এমনভাবে তাকালো যেন আশ্চর্য কথা শোনালো সে, 'তোমার জমি আছে?'

'হ্যাঁ ভাই, আমার জমি আছে,—দু'হাত লম্বা, দু'হাত চওড়া—তা জমি তো আমার! বড় কষ্ট করে পানি ঢেলেছি, ভাই আমি না থাকলে সব শুকিয়ে যাবে।' এবং পরে কিছু ভেবে নিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, তুমি বউ-মা আর সোনকিকে নিয়ে যাও।'

রহমান নিজের মেয়ের দিকে তাকালো, 'সকিনা, ওদের দু'জনকে তৈরী হতে বল।'

সকিনা প্রথমে গৌরীকে বললো, 'ভাবী, তুমি আমাদের সঙ্গে চলো। এখন তো তুমি মা হতে চলেছো। তোমার দেখাশোনার দরকার আছে।'

কিন্তু গৌরী রাজপুত নারী, সে তার স্বামীকে একটা দিব্যি দিয়ে রেখেছে। 'না সকিনা, সোনকির দাদা আমাকে এখানে রেখে গেছে, আমি এখানে তার অপেক্ষায় থাকবো।'

এবার সকিনা তার শৈশবকালের সাথী সোনকির দিকে তাকালো, 'তুই কি বলিস সোনকি?'

সোনকি এখনো ছেলেমানুষ। কিন্তু যে মাটিতে তার বাবা, দাদা জন্ম নিয়েছে, তার ভাবী জন্ম নিয়েছে, সে মাটিতে তারও জন্ম। সোনকি তাড়াতাড়ি নিজের সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিলো, 'বাবা আর দাদা যেখানে থাকবে, আমিও সেখানে থাকবো।'

'ঠিক আছে হরি, তোমাদের মর্জি।' রহমান চাচা উঠতে উঠতে বললো, 'আয় খোদা! ইউসুফ, সকিনা চলো বাবা।'

অতএব রহমান চাচা, ইউসুফ আর সকিনা চলে গেলো। ঘরের ভেতরে বেশ কিছুক্ষণ নীরব নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকলো। হরি, গৌরী, সোনকি সবাই যার যার চিন্তায় নিমগ্ন। এ সময় দোরগোড়ায় কড়া নাড়ার শব্দ সবাইকে হতচকিত করে দিলো।

সোনকি উঠতে যাচ্ছিলো, হরি সিং ইশারায় তাকে থামিয়ে দিলো।

BanglaBook.org

'তুই দাঁড়া।' এবং পরে ঈষৎ নুইয়ে পড়া শরীর সোজা করতে করতে দরোজার দিকে এগিয়ে গেলো হরি সিং। 'এতো রাতে কে এলে ভাই?'

দরোজার বাইরে আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢাকা একজন লোক দাঁড়িয়ে। তার হাতে একটা লণ্ঠন। কিন্তু চেহারাটা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিলো না। হরি সিং বললো, 'কে রে?'

লণ্ঠনঅলা-হাত উপরে উঠে এলো। একজন অতি পরিচিত মুখের উপর সে আলো গিয়ে পড়লো, 'মঙ্গল সিং।'

মুখটা হরি সিংয়ের পছন্দ হলো না। সে মঙ্গল সিংয়ের বদমাইশি আর লাম্পট্য সম্পর্কে অবহিত ছিলো। রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো হরি সিং, 'কি চাই?'

মঙ্গল সিংয়ের মুখ দিয়ে স্রেফ একটি মাত্র ছোট্ট শব্দ বেরুলো, 'সোনকি।'

'খবরদার বদমাশ!' হরি সিংয়ের সারা শরীরে যেন আগুন ধরে গেলো, 'আমার মেয়ের নাম মুখে আনবি না বলছি।'

'রাগ করছো কেন কাকা?' মঙ্গল সিং আজ তোষামোদের ভঙ্গীতে কথা বলছে, 'আমি তো ভালো কথা বলতে এসেছি। তুমি এই গ্রামেই নিজের জীবনপাত করবে, কিন্তু সোনকির যৌবনটার এভাবে সর্বনাশ করছো কেন? ওকে আমার হাতে তুলে দাও·····

মঙ্গল সিং কথা শেষ করতে পারলো না। সে আরো বলতে চাইছিলো যে, সে তাদের অতি আপনজন, ওর ছেলে গঙ্গা সিংয়ের সঙ্গে সে শৈশবে খেলাধূলা করেছে, ওর বন্ধু সে। সোনকিকে সুখ শান্তিতে রাখবে·····, কিন্তু এসব কথা অকথিতই থেকে গেলো। হরি সিং ওর কথা শুনেই রাগে চিৎকার দিয়ে বললো, 'অসম্ভব! এবং নিজের বুড়ো পা দিয়ে ওর তল-পেটে সজোরে একটা লাথি কষে দিলো। মঙ্গল সিং লাথি খেয়ে দূরে ছিটকে পড়লো। ওর লণ্ঠনের শিখা জোরে জোরে কেঁপে উঠলো,—মঙ্গল সিংয়ের ভয়ানক ক্রোধ আর প্রতিশোধের আবেগের মতো। এবং লণ্ঠনের চিমনিও ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেলো, যেন ঘৃণার ধোঁয়া মঙ্গল সিংয়ের মনের ভেতরটা কালো করে দিয়েছে।

BanglaBook.org

গ্রামবাসী গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

মানুষজন, মেয়ে-পুরুষ, বাচ্চা-কাচ্চা, পশুপক্ষী, উট, গাভী, বলদ, ছাগল এবং ভেড়া—সবাই চলে যাচ্ছে।

উটের পিঠে ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র। খাট, বিছানা, কম্বল, চরকা, বাক্স, কলসী, ঘটি—তবে ওগুলো শূন্য। এক বিন্দু পানিও নেই।

শুধু যে কলসী ঘটিতেই পানি নেই তা নয়, আশেপাশের সব কূয়োগুলোও শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। দূরদূরান্ত অবধি পানির নাম গন্ধও নেই।

আজ ওরা নিজের ঘর, নিজের দেশ, নিজের গ্রাম, নিজের আপন মাটি ছেড়ে চলে যাচ্ছে, কারণ ওরা বেঁচে থাকতে চায়। আর বেঁচে থাকতে হলে দরকার পানির।

ওদের অপ্রকাশিত আবেগ অনুভূতি দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে গানের মৃদু গুঞ্জন তুলছে, যেটা কেউ শুনতে পাচ্ছিলো না বটে, তবে মনে মনে অনুভব করছিলো……

'আপনে ওয়াতন মে আজ দো বুঁদ পানি নেহী
তো হিঁয়া জিন্দেগানী নেহী,
তোড়কে সারে রিশতে নাতে
যা তো রাহে হেঁ ধূল উড়াতে
পানি জিস দিন আয়েগা,
লওট আয়েঙ্গে নাচতে গাতে……
(নিজের দেশে আজ দু'ফোঁটা পানি নেই,
তাই এখানে জীবনও নেই।
সকল বন্ধন ছিন্ন করে
যাচ্ছি বটে ধূলো উড়িয়ে—
যেদিন পানি আসবে
আমরাও ফিরে আসবো গাইতে গাইতে, নাচতে নাচতে।)

এবং রহমান চাচা, ইউসুফ, সকিনা সমস্ত আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে চলে যাচ্ছে। হরি সিং, গৌরী আর সোনিকির সঙ্গে কোলাকুলি করে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। দুই পরিবারের চোখেই অশ্রু, কিন্তু মুখে কোন

BanglaBook.org

কথা নেই। হৃদয় যখন আবেগে পরিপূর্ণ থাকে তখন কথা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

এবং এখন কাফেলার শেষ উটও গ্রামের সীমা ছেড়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। সারা গ্রামে স্রেফ তিনটি প্রাণী রয়ে গেছে। হরি সিং, গৌরী এবং সোনকি। ওদের আবেগ অনুভূতির প্রকাশ সেই গানটায় ফুটে উঠছিলো, যেটা এখনো গ্রামের ধূলি-ধূসরিত পথ-প্রান্তরে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে·····

'প্যারী ধরতি ছুঁড়ে কেয়সে
কসমি আপনি তোঁড়ে কেয়সে !
মরণা হোগা মর যায়েঙ্গে।
জিতে জি মুঁহ মোড়ে কেয়সে·····'

(প্রিয় জন্মভূমি ছাড়বো কেমন করে—
নিজের দিব্যি ভাঙ্গবো কেমন করে।
মরতে হবে, একদিন মরবো,
বেঁচে থাকতে মুখ ফিরাবো কেমনে ?)

তারপর এই তিনটি প্রাণী জনমানবহীন, নিঃসঙ্গ গ্রামে একাই রয়ে গেলো। অনেকক্ষণ ধরে ওরা সঙ্গীদের, বন্ধুদের, গ্রামবাসীদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকলো। ওদের উড়ানো ধূলোর দিকে তাকিয়ে থাকলো, তাকিয়ে থাকলো·····এমন কি এক সময় সেই ধূলোও ওদের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলো। তখন মাথা ঝুঁকিয়ে ওরাও আস্তে আস্তে ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

এখন গ্রাম, দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ বিরাণ। একরাশ নিস্তব্ধতার মধ্যে ঝড়ো হাওয়া ধূলো আর বালিকণা উড়িয়ে উড়িয়ে দূর দিগন্তে নিয়ে যাচ্ছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে অপ্রকাশিত সেই গানটি তখনো গুঞ্জন তুলছে·····

'আপনে ওয়াতন মে আজ দো বুঁদ পানি নেহি।'

BanglaBook.org

৯

আমার স্ত্রীর চার সন্তান

গ্রাম জনমানবহীন, শূন্য হয়ে গেছে।

কিন্তু একশ' মাইল দূরে খাল কাটার কাজ বেশ পুরোদমে চলছে। সেখানে এক অদ্ভুত প্রাণ-চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। শ্রমিকরা সোৎসাহে খাল কাটছে। বালির স্তূপ গাধা আর উটের গাড়ীতে করে খালের উঁচু পাড়ের উপর জমা করা হচ্ছে। ট্রাক্টারগুলো বড় ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। বুলডোজারগুলো তাদের ইস্পাতের হাত দিয়ে বালিগুলো খামচে ধরে চলে যাচ্ছে। অথবা ভারী রোলারের সাহায্যে মাটিগুলো সমতল করে যাচ্ছে।

গঙ্গা সিং একাই একটা বুলডোজার চালাচ্ছিলো। ইস্পাতের হাতী এখন পুরোপুরি তার কব্জায়। সামনে লাল জীপ গাড়ীটা আসতে দেখে বুলডোজার থামিয়ে সালাম করলো গঙ্গা। পরে নেমে কাউল সাহেবের কাছে গেলো। ওর চেহারায় পরিশ্রমের ধূলোবালি আস্তর বেঁধে আছে।

'বলো ভাই' কাউল জীপে বসেই প্রশ্ন করলো, 'কাজ কেমন চলছে, গাধার মতো?'

'না সাহেব' গঙ্গা উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, 'ফটাফট, ট্রাক্টারের মতোই চলছে।'

'গঙ্গা, তোমার জন্য একটা সুখবর আছে। কিছুদিনের মধ্যেই তুমি কোয়ার্টার পাবে, আমার কোয়ার্টারের পাশেই। ওখানে অন্যান্য ড্রাইভার আর মেকানিকরাও থাকে।'

'আপনার দয়া সাহেব!' গঙ্গা হাত জোড় করে বললো। 'আর হ্যাঁ, আপনাকে তো সাহেব বলতেও ভুলে গেছি, আমি হিন্দী পড়তে আর লিখতে শিখে গেছি।' বলেই গঙ্গা পকেট থেকে একখানা খাম

BanglaBook.org

বের করলো, 'দেখুন, এই চিঠি আমিই লিখেছি .....'

'কার কাছে লিখেছো, বাবার কাছে বুঝি ?'

'না সাহেব,' গঙ্গা কিছুটা লজ্জিত হয়ে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বললো, 'এটা তো বউয়ের কাছে লিখেছি।'

'হ্যাঁ ভাই, বউ থাকতে আর বাবার কথা কে মনে রাখে ?' এ কথায় উভয়ে হেসে উঠলো।

তারপর কি যেন মনে পড়লো গঙ্গার। 'সাহেব, চিঠি তো আমি দেরীতে পাবো। দয়া করে আপনার চাপরাশীকে একটু বলে দিন না, চিঠিটা লাল বাক্সে ফেলে দিয়ে আসুক।'

চিঠিটা ইঞ্জিনিয়ার কাউলের হাতে দিয়ে দিলো গঙ্গা।

'আমি নিজেই ফেলে দিয়ে আসবো।' কাউল ওকে আশ্বাস দিলো, 'ডাকঘর আমার পথেই পড়বে।'

ডাকঘরের বাইরে লাল বাক্স লাগানো।

কাউলের লাল জীপগাড়ী বাক্সের একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালো। গঙ্গার চিঠিটা বাক্সে ফেলেই দিচ্ছিলো প্রায়, এ সময় কিছু একটা চিন্তা করে হেসে ফেললো কাউল। পরে হাত গুটিয়ে আনলো এবং হাসতে হাসতে পকেট থেকে কলম বের করে চিঠির পেছনে কিছু লিখে দিলো। লঘু ইঞ্জিনিয়ার সম্বোধনকারিণীর প্রতি কিছু সংবাদ পাঠানো ওর একান্ত প্রয়োজন ছিলো। কয়েকটি কথা লিখে খামটা লাল বাক্সে ফেলে দিলো সে, এবং নিজের লাল জীপ ছুটিয়ে হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেলো।

একখানি স্লেটের দু'পিঠেই সাদা চক দিয়ে দু'টি ট্রাক্টারের ছবি ড্রয়িং করেছে গঙ্গা।

শ্রমিকদের বস্তিতে মানুষের সাথে উট আর গাধারাও থাকে। ওখানে অনেকগুলো খাট বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। একটি খাটে বসে গঙ্গা সিং স্লেটের ড্রয়িংয়ের সাহায্যে অন্যান্য শ্রমিকদের ট্রাক্টার সম্পর্কে বুঝাচ্ছিলো। ওদের অনেকেই গাধা হাঁকানোর কাজ করে। ওরা গঙ্গার মুখে লোহার

BanglaBook.org

হাতীর কথা শুনে বার বার আশ্চর্য হচ্ছিলো।

'দেখলে তোমরা' গঙ্গা বড় গর্বভরে ওদের বললো, যেন কোন গভীর তত্ত্বকথা শোনাচ্ছে, 'গাধা গাধাই, আর ট্রাক্টার ট্রাক্টারই।' এবং পরে নিজের কথা সত্য প্রমাণ করার জন্য অন্য একজন ওভারঅল পরিহিত ট্রাক্টার ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কেমন তাই না কৃষণ সিংজি ?'

কিষণ সিং ড্রাইভারও জোর দিয়ে 'হ্যাঁ হ্যাঁ' বলে গেলো।

তারপর গঙ্গা ড্রয়িংয়ের দিকে ইশারা করে বললো, 'দশটা গাধার সমান কাজ করে একটা ট্রাক্টার।'

একজন গাধা চালক নিজের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে শেষে বললো, 'তা সব কাজ যদি মেশিনেই করে, তাহলে আমাদের উপায় কি ? আমাদের গাধাগুলোর কি অবস্থা হবে ?'

বুড়ো ভিখু কোণার একটি খাটে নেশায় বুঁদ হয়ে বসেছিলো। এদের কিছু কথা শুনলো, কিছু শুনলো না। কিন্তু মাঝখান থেকে সেও বলে উঠলো, 'আরে গঙ্গা, তুই যখন কাঁচা ঘর ছেড়ে পাকা কোয়ার্টারে চলে যাবি, তখন আমার অবস্থাটা কি হবে চিন্তা করেছিস ?'

ভিখুকে মদ খাওয়ার জন্য যত টাকা দিতে হয়েছে, সব টাকার কথা মনে পড়লো গঙ্গার। বললো, 'দেখো ভিখু কাকা, আমি যেখানেই থাকি না কেন, তোমাকে মদ খাওয়ার জন্য আর এক পয়সাও দিচ্ছিনে।

ভিখু কিছু বলার আগেই ডাকপিওনের গলার স্বর শোনা গেলো। 'গঙ্গা সিং, পিতা হরি সিং।' এবং একটু পরেই পিওন চিঠির থলে হাতে ভেতরে প্রবেশ করলো। এবার তো গঙ্গা ছাড়াও আর সবারও বাড়ীর কথা মনে পড়লো। গঙ্গা তো এক কোণে গিয়ে চিঠি খুলে পড়তে লেগে গেলো, ওদিকে অন্য শ্রমিকরা সবাই ডাকপিওনকে ঘিরে ধরলো।

'কি ভাই, আমার কোন চিঠিপত্র নেই ? উদয় সিং, পিতা মাধু সিং ?'

ডাকপিওন চিঠির বাণ্ডিল উল্টে-পাল্টে দেখে বললো, 'না, কোন চিঠি নেই।'

BanglaBook.org

উদয় সিংয়ের মুখটা কালো হয়ে গেলো। বেচারা কতদিন থেকে বউয়ের একখানা চিঠির আশায় বসে আছে।

'আমার যদি কোন চিঠি থাকে তো দিয়ে দাও।'

'নাম ?' পিওন জিজ্ঞেস করলো।

'আরে নাম তো চিঠির উপরই লেখা থাকবে।' সরল প্রকৃতির গাধা চালক রোলদেব বললো। ওর কথায় সবাই হেসে উঠলে সে বললো, 'এমনি তো সবাই রোলদেব—রোলদেব সিং বলে ডাকে।'

ডাকপিওন তাসের মতো সব চিঠি উলট-পালট করে দেখলো এবং রোলদেবের চিঠি ওকে দিয়ে দিলো।

কিষণ সিং ড্রাইভার বুড়ো ভিখুর সাথে ঠাট্টা করতে শুরু করে দিলো। আজ পর্যন্ত ওর কোন চিঠি আসেনি। কিষণ সিং বললো, 'ভিখু কাকা, তুমিও জিজ্ঞেস করো না, হয়তো তোমার কোন চিঠি আসতেও পারে !'

ভিখু হেসে বললো—তবে সে হাসির ভেতরে হতাশার বিষ লুকোনো ছিলো—'আরে আমার চিঠি আসবেও না, যাবেও না। দেখো একদিন স্বয়ং ভিখুই বেয়ারিং হয়ে চলে যাবে।'

এ সময় চিঠি পড়া শেষ করে গঙ্গা এতো জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলো যে, সবাই চমকে উঠলো। এ চিৎকার খুশীর চিৎকার। গঙ্গা পাগলের মতো শুধু লাফাতে থাকলো। বরং খাটের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে চলে যেতে লাগলো।

একজন শ্রমিক অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি হলো গঙ্গা ?'

গঙ্গা ছুটে যেতে যেতে হঠাৎ মোড় ঘুরে থমকে দাঁড়ালো। এবং বললো, 'আরে হয়নি, হবে—কিন্তু আমি তোমাদের বলবো না—আগে কাউল সাহেবকে বলবো।'

গঙ্গা খুশীর চোটে আবারো দৌড়ে চলে যাচ্ছিলো, এ সময় ভিখু কাকা বড়ই কাতর মিনতি জানালো, 'আরে গঙ্গা !—একটা আধুলি তো দিয়ে যা।'

'কাকা !' গঙ্গা খুশী মনে জবাব দিলো, 'আধুলি কেন—টাকা নাও, টাকা—!'

BanglaBook.org

এবং গঙ্গা খুশীতে জোরে চিৎকার দিতে দিতে দৌড়ে চলে গেলো। আর ভিখু কাকা গঙ্গার দেয়া টাকার নোটটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলো, গঙ্গার খুশীর কারণ চিন্তা করতে থাকলো। তা এমন কি খুশী যেটা গঙ্গাকে এতো পাগল করে দিয়েছে !

ছত্রগড়ে অন্ধকার করে সন্ধ্যা নামলো। রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলতে শুরু করলো।

মোহন কাউল তার ছোট্ট বাংলোর বারান্দায় বসে চা পান করছিলো। আর খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছিল। এ সময় 'কাউল সাহেব, কাউল সাহেব,' বলে চিৎকার দিতে দিতে গঙ্গাকে ছুটে আসতে দেখা গেলো রাস্তায়। খুশীতে হাঁপাতে হাঁপাতে বারান্দায় উঠে এলে কাউল জিজ্ঞেস করলো, 'কি হলো ভাই, কি হলো ?'

'ভালো খবর সাহেব' গঙ্গা বললো, 'শুনলে আপনি খুশী হবেন।'

'বসো বসো।' পরে গঙ্গাকে সে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন, কি হয়েছে ?'

'আমার বউয়ের চারটা সন্তান হবে সাহেব।'

কাউল মোবারকবাদ জানালো। এবং বললো, 'কিন্তু এক সাথে চারটা সন্তান ! জানো দেশে জনসংখ্যা ভয়ানক ভাবে বেড়ে যাচ্ছে। তাছাড়া তুমি জানলে কি করে যে, তোমার চারটা সন্তান হবে ?'

'সাহেব হিসাব করে দেখুন' গঙ্গা নিশ্চিতভাবে জবাব দিলো. 'আমার ছেলে, আমার বউয়ের ছেলে, আমার বাবার নাতী এবং আমার বোন সোনকির ভাতিজা, বলা যায় না, ভাতিজিও হতে পারে।'

গঙ্গার এই সরলতায় কাউলের হেসে দেয়ারই কথা। কিন্তু তার মাথায় তখন অন্য চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিলো। 'তা ঠিকই বলছো গঙ্গা। তবে তোমার সঙ্গে আমার অন্য কথা ছিলো।'

'কি কথা সাহেব ?' গঙ্গা জিজ্ঞেস করলো।

'তুমি বাড়ী চলে যাও গঙ্গা কাউল' বললো, 'আমি তোমার ছুটির ব্যবস্থা করে দেবো।'

'আমি এখন কি করে যাবো সাহেব, মাত্র তো দু'মাস কাজ করছি

BanglaBook.org

আমি।' গঙ্গা এবার বুঝতে পারলো সাহেব সত্যি চিন্তান্বিত। 'কোন খারাপ খবর নেই তো?

কাউল এবার খবরের কাগজের প্রতি গঙ্গার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, 'পত্রিকায় লিখেছে খরার জন্য রাজস্থানের যে এগারটি গ্রামের লোকজন ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে গেছে, তার মধ্যে তোমাদের ভারতীয়া গ্রামও আছে। ওরা সবাই এখন জয়সলমীরে আশ্রয় নিয়েছে। সম্ভবতঃ দু' একদিনের মধ্যে ওরা অন্য কোথাও চলে যাবে।' পরে খুবই মোলায়েম স্বরে প্রশ্ন করলো, 'তুমি বাড়ী যাবে তো গঙ্গা?'

গঙ্গা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। কে জানে তার বাবার উপর কোন বিপদ এলো নাকি? তার গৌরী? সোনকি? বুড়ো বাবা কি করে গ্রাম ছাড়লো কে জানে! ও তো নিজের শুষ্ক জমি ছেড়ে কোথাও যেতে রাজী ছিলো না! এমন বিপদের দিনেই তো বড় ছেলে, যোয়ান ছেলে বুড়ো বাবার এবং পরিবারের কাজে লাগে!

ভাবতে ভাবতে গঙ্গা উঠে দাঁড়ালো এবং অফিসারের চেয়েও যেন নিজেকেই নিজে বললো, 'আমি যাবো। আমি নিশ্চয়ই যাবো।'

ঠিক এ সময় তার মনের চোখে সিনেমার পর্দার মতো একটা দৃশ্য ঘুরতে লাগলো, ওর স্ত্রী দ্রুতপদে দেয়ালের কাছে গেলো এবং ওখানে টাঙ্গানো তলোয়ার হাতে নিয়ে খাপ থেকে খুলে ফেললো। সে সময় তার চোখে আগুন জ্বলছিলো যেন। সে তলোয়ারের সাহায্যে নিজের আঙ্গুল কেটে গঙ্গার কপালে রক্ত-তিলক পরিয়ে দিচ্ছে। এবং গঙ্গার কানে একটি আওয়াজ গুঞ্জন তুললো, 'মনে রেখো, এটা আমার রক্ত আর তোমার ইজ্জত!' এই দিব্যি রাজপুতানীরা নিজেদের বীর স্বামীদের যুদ্ধে পাঠাবার সময় দেয়। তারপর রাজপুত হয় যুদ্ধ শেষে জয়ীর বেশে ফিরে, কিম্বা তার লাশ ফিরে আসে। তার শত্রু তো এই মরুভূমি। তার যুদ্ধ তো সেদিন শেষ হবে, যেদিন এই খাল ভারতীয়া গ্রামে গিয়ে পৌঁছবে।

সে বললো, 'না সাহেব, আমি যেতে পারবো না। গৌরী আমাকে বলে দিয়েছে, খাল সঙ্গে করে গ্রামে ফিরবে। আমি কাপুরুষের মতো ফিরে গেলে ও নিজের মাথা নিজেই কেটে ফেলবে, সাহেব। আপনি ওকে জানেন না, ও সত্যিকার রাজপুতানী।'

BanglaBook.org

কাউল গঙ্গার চোখে যেন এক নতুন চমক দেখতে পেলো। কাজ আর সঙ্কল্পের চমক। অতএব সে বললো, 'সাবাস গঙ্গা! এখন তো আমাদের খুব জোরে-সোরে কাজ করা দরকার।' তা না হলে তো এ খাল তোমাদের গ্রামে গিয়ে পৌঁছতে তোমার চার সন্তান বুড়ো হয়ে যাবে।'

এখন মনে হচ্ছে কাউল আর গঙ্গার দ্রুত কাজ শেষ করার সিদ্ধান্ত আর উৎসাহ-উদ্দীপনা অন্যান্য শ্রমিকদের মনেও প্রভাব বিস্তার করেছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন মেশিনপত্র, উট আর গাধারাও যেন দ্রুত কাজ সমাধা করার সংকল্পে অটল।

শ্রমিকরা কোদাল দিয়ে এমনভাবে মাটি খুঁড়ছে যেন শত্রুর উপর তলোয়ার চালাচ্ছে। গাধাগুলো পিঠে বালুর স্তূপ নিয়ে এমনভাবে হাঁটছে যেন ফৌজী-খচ্চর পাহাড়িয়া এলাকায় যুদ্ধের বিভিন্ন মাল-সামান নিয়ে চলে যাচ্ছে। উটগুলোর গতিও বেশ দ্রুত।

আর ট্রাক্টার বুলডোজারগুলোও এমনভাবে বালির পাহাড় কেটে কেটে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো, যেন কোন ট্যাঙ্ক তার লোহার হাত দিয়ে শত্রু-সৈন্যকে পিষ্ট করে ছুটে যাচ্ছে।

ইঞ্জিনিয়ার কাউল কখনো কখনো সারা রাত জেগে নিজের অফিসে বসে বিভিন্ন নকশা আর প্ল্যান তৈরী করতে থাকলো। কখনো তার লাল জীপ ধুলো উড়িয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছে। যেন কোন জেনারেল তার সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের বিভিন্ন কায়দা-কানুন শেখাচ্ছে।

এবং এই সময়টাতে খাল দ্রুত গতিতে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলো, আর শত্রুপক্ষ ক্রমশঃ পেছনে সরে যাচ্ছিলো।

কিন্তু খাল থেকে দূরে ভারতীয়া গ্রামে সমস্ত বড় থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

'তুই খা, তুই খা' লিখিত থাম দুটোর সামনের মরুভূমি দিয়ে এক ডাকপিওনের উট ধীরে ধীরে গলার ঘন্টি বাজাতে বাজাতে চলে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

'হরি সিং আছো, আরে ও হরি সিং আছো ?' দাড়িঅলা ডাকপিওন জনমানবহীন, বিরাণ গ্রামে চিৎকার দিয়ে ডাকতে ডাকতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে ঠিক বুঝতে পারছে না, সারা গ্রামে একটিও মানুষ আছে কি নেই।

অবশেষে একটি দরোজা খোলার আওয়াজ এলো। এবং ডাকপিওন ওদিকে ফিরে দেখলো, একটি মেয়ে তার দিকেই আসছে।

সোনকি কাছে এসে পিওনকে বললো, 'বাবা তো অসুখে পড়ে আছে, গায়ে ভীষণ জ্বর !'

'গৌরী দেবী কে ?'

'ও আমার ভাবী। আমি সোনকি।'

'আচ্ছা, এটা গৌরী দেবীর চিঠি। একমাস ধরে ডাক-ঘরে পড়ে আছে। আজ ফৌজী চৌকিতে ডাক নিয়ে যাচ্ছি। ভাবলাম এদিকটা হয়েই যাই, গ্রামে কেউ আছে কি-না দেখি।'

সোনকি চিঠি হাতে নিয়েই বললো, 'এ চিঠি আমার দাদার। সে খাল কাটতে গেছে।'

'আচ্ছা আচ্ছা !' ডাকপিওন এদিক-ওদিক বিরাণ গ্রাম দেখতে দেখতে বললো, 'এখানে পানি-ওনি আছে ?'

'পানি ? পানি কোথায় ?' সোনকি জবাব দিলো, 'দু'তিন দিন অন্তর আমি অথবা আমার ভাবী দশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে দু'এক কলসী পানি নিয়ে আসি।'

'পানি নেই ?' ডাকপিওন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এরপরও তোমরা গ্রাম ছাড়োনি ?'

সোনকি হতাশার নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'বাবা বললো, এখানেই আমার মরা-বাঁচা। এবং ভাবী বললো, প্রয়োজন পড়লে আজীবন আমার স্বামীর জন্য এখানেই অপেক্ষা করবো।'

'তোমরা যা ভালো মনে করো' ডাকপিওন নিজের চিঠির থলে সামলে নিয়ে বললো, 'আমাকে এখন যেতে হয়। শহর থেকে কিছু আনতে হলে আমাকে বলে দিও, আমি নিয়ে আসবো।'

সোনকি কিছুটা ইতস্ততঃ করে বললো, 'তাহলে দয়া করে একজন ডাক্তার পাঠিয়ে দেবেন। বাবা ভালো হয়ে যাবে হয়তো।'

BanglaBook.org

'ডাক্তার!' ডাকপিওন শব্দটা এমন ভাবে পুনরুক্তি করলো, যেন মেয়েটি পৃথিবীর সবচে' বড় এবং দুর্লভ বস্তুটির ফরমায়েশ দিয়েছে। 'কোন্ ডাক্তার এতোদূর আসবে?—তবুও আমি চেষ্টা করবো, আল্লা মালিক, খোদা হাফেজ!'

এবং উটের রশি ধরে টান দিয়ে আস্তে আস্তে গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়লো ডাকপিওন।

ঘরের ভেতরের একখানি পালঙ্কে অসুস্থ হরি সিং শুয়ে আছে। কড়া রোদের রঙ ছাড়াও, জ্বর আর দুর্বলতার ফ্যাকাশে রঙ তার সারা চেহারায় ছড়িয়ে আছে। শিয়রে বসে পাখার বাতাস করছে বউ।

সোনকি ফিরে এলে গৌরী মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'কে?'

'ডাকপিওন। তোমার চিঠি দিয়ে গেলো।'

গৌরী ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে দাঁড়ালো। এবং সোনকির হাত থেকে চিঠি-খানি নিয়ে খুলে ফেললে সোনকি জিজ্ঞেস করলো, 'কার চিঠি, দাদার?'

গৌরী মাথা নেড়ে হাঁ সূচক জবাব দিলো। এবং চিঠি পড়ে হাসতে লাগলো। জীবনে এই প্রথম চিঠি লিখলো গঙ্গা সিং।

হরি সিং প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলো। সেও বিড় বিড় করতে লাগলো, 'এই ভূতুড়ে গ্রামে কে এলো?'

'ডাকপিওন এসেছিলো, বাবা।' সোনকি গৌরীর জায়গায় বসতে বসতে বললো, 'দাদার চিঠি নিয়ে এসেছে।'

কিন্তু হরি সিংয়ের দুর্বলতা আর সংজ্ঞাহীনতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকলো। মেয়ের কথা শুনেইনি সে।

গৌরী হাত ইশারায় সোনকিকে নিজের কাছে ডাকলো। এবং বললো, 'দেখ সোনকি, লম্বু ইঞ্জিনিয়ার তোকে কি যেন লিখেছে।'

'সত্যি!' সোনকি ভাবীর হাত থেকে ছোঁ মেরে চিঠিটা নিয়ে নিলো।

গৌরী মুচকি হেসে ওখান থেকে সরে গেলো। কিন্তু হরি সিংকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সে চিন্তান্বিত হলো, তার হাসি অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সোনকি চিঠির ভেতরকার সংবাদটা পড়লো, যেটা কাউল বিশেষ করে তার উদ্দেশ্যেই লিখেছিলো:

BanglaBook.org

"সোনকি, তোমার ভাই গঙ্গা সিং জানালো, তুমিও নাকি খাল কাটার জন্য এখানে আসতে চাও। (আর সোনকি মনে মনে বললো, হ্যাঁ জি, চাই তো বটেই, কিন্তু আমরা যা চাই সব কি পাই?) আমি তোমাকে জানাচ্ছি যে, এখানে তিন হাজার নারীশ্রমিক খাল কাটার কাজ করছে। এবং ওরা সবাই ভারতীয়া গ্রামের সোনকির আগমন প্রতীক্ষায় রয়েছে।—লম্বু ইঞ্জিনিয়ার।"

সোনকির চেহারায় স্মিত হাসি ছড়িয়ে পড়লো।

এর মধ্যে আবারো আধা-অচেতন অবস্থায় হরি সিং আপন মনে বিড় বিড় করতে থাকলো, 'কে? কে এসেছিলো?'

গৌরী বললো, 'ডাকপিওন একটা চিঠি দিয়ে গেছে, তোমার ছেলের চিঠি।'

ছেলের নাম শুনে হরি সিংয়ের চেতনা আবারো ফিরে এলো, 'কি লিখেছে আমার ছেলে?'

'লিখেছে, তোমার আশীর্বাদে ও ভালো আছে। এবং তার বিশ্বাস গ্রামবাসী তাকে ভুলে যায়নি।'

হরি সিং অনেক কষ্টে বললো, 'সে বোধ হয় জানে না যে, তার গ্রাম এখন ভূতের নগর।'

'বাবা—' গৌরী বললো, 'এটা তো এক মাস আগের চিঠি।'

এবার হরি সিংয়ের মাথায় আর এক প্রশ্ন দেখা দিলো, 'পানির কথা কি লিখেছে? আমাদের গ্রামে খাল কখন আসবে?'

'তোমার ছেলে লিখেছে, ওখানকার সবাই দিন-রাত পরিশ্রম করছে। খুব তাড়াতাড়ি খাল আমাদের গ্রামে পৌঁছে যাবে।'

দুর্বলতা সত্ত্বেও হরি সিং উঠে বসার চেষ্টা করলো। গৌরী আর সোনকি ওকে ধরে বসালো। এবার হরি সিংয়ের হৃদয়ে মৃদু আশার সঞ্চার হয়, 'খাল আসছে যখন, তাড়াতাড়ি করো। হাল-গরু তৈরী করো। আমাকে ধরে ধরে ক্ষেতে দিয়ে এসো। ক্ষেতে পানি চাই।' এবং পরে গৌরীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'বউ, ক্ষেতে দেয়ার জন্য পানির কলসী এনেছো?'

গৌরী ঈষৎ লজ্জাজড়িত কণ্ঠে স্বীকার করলো, 'বাবা, দু'চার ফোঁটা

BanglaBook.org

পানি আছে শুধু খাবার জন্য। দু'দিন থেকে কেউ পানি আনতে যায়নি।'

'পানি নেই ?' বুড়ো হরি সিং আবারো উন্মাদের মতো প্রলাপ বকতে শুরু করলো, 'পানি নেই তো আমার ক্ষেতের কি অবস্থা হবে! পানি ছাড়া তো ফসল বাঁচতে পারে না, নিশ্বাস নিতে পারে না। তোমরা দু'টো মেয়ে এক কলসী পানি আনতে পারলে না! নিষ্কর্মা, কূয়ো তো খুব একটা দূরেও নয়, গ্রামের বাইরেই তো……' বুড়ো হরি সিং আবারো সংজ্ঞা হারালো।

গৌরী সোনকির দিকে তাকালো। পরে আস্তে আস্তে বললো, 'তুই বাবার কাছে বস, আমি পানি নিয়ে আসিগে।'

'না ভাবী' সোনকি তার পেটের দিকে ইশারা করে জোরাজুরি করলো, 'এ অবস্থায় তোমার যাওয়া কিছুতেই উচিত নয়। আমিই যাচ্ছি পানি আনতে।'

এক কোণায় রাখা কলসীটা নিয়ে সোনকি পানি আনতে চলে গেলো।

সোনকি দ্রুত পায়ে কিছুদূর মাত্র গিয়েছে, তারপর না জানি কেন সে পেছনের দিকে তাকালো। সে জানে না আর কত বছরে নিজের বাড়ি, নিজের দেশ দেখার সৌভাগ্য হবে। ততদিনে হয়তো তার ভুবনটাই পাল্টে যাবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১০

পানি এবং রক্ত

পাথরের থামের উপরকার খোদাই করা প্রেমিক-প্রেমিকার মূর্তি দু'টি নিজেদের পাথুরে চোখে পরস্পরকে দেখছিলো, 'তুই খা, তুই খা!' এ সময় ওদের পাথুরে চোখ দেখলো, সোনকি মাথায় খালি কলসী নিয়ে ভারতীয়া গ্রাম থেকে এদিকেই আসছে।

যে কূয়োয় পানি পাবার আশা ছিলো, ওটা ভারতীয়া গ্রাম থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে। পথে ধুধু মরুভূমি, বালির টিলা, বালির পাহাড় পড়ে। সোনকি এই মরুভূমিতেই জন্মগ্রহণ করেছে। এবং এখানেই বড় হয়েছে। কিন্তু আজ পানি আনতে গিয়ে কেন যেন বার বার তার মনটা এক অজানা ভয়ে কেবল কেঁপে কেঁপে উঠছে। আজ বার বার কেবল বালির ভেতরে তার পা ডুবে যাচ্ছে। যেন মরুভূমি আজ তাকে সামনে যেতে বারণ করছে। এক জায়গায় তো বালির পাহাড় থেকে নামার সময় তার জুতো জোড়া আটকে ধরে রাখলো একরাশ বালি! কিন্তু অসুস্থ বাবার জন্য পানি তাকে আনতেই হবে। সে তার তোয়াক্কাই করলো না, বরং রোদে তপ্ত বালুকা প্রান্তরে খোলা পায়ে সে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো।

পরিত্যক্ত বাড়ীঘর এখন একরাশ বালির কবলে নিপতিত! বালির সমুদ্রের নীচে এখন সবকিছু ডুবে আছে। ঘর, দেয়াল, দরোজা সবকিছু বালির নীচে। আর তীব্র বাতাস লাখ লাখ, কোটি কোটি বালিকণাকে উড়িয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। এবং বালির আস্তরের উপর আস্তর জমছে। একদিন এই গ্রামটাকেও বালির সমুদ্র গ্রাস করে নেবে। যে রকম আরো অনেক অনেক গ্রামকে গ্রাস করে নিয়েছে। তারপর একদিন তার নাম-নিশানাও আর থাকবে না। সোনকি এসব

BanglaBook.org

ভূতুড়ে মহল, পরিত্যক্ত বাড়ীঘর অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাকে দেখার লোকও নেই এখানে, স্রেফ বালুর নীচে অর্ধেক ডুবে থাকা একটা শুকনো ন্যাড়া গাছ ছাড়া।

ঘরের ভেতরে একরাশ মৃত্যুর শীতলতা বিরাজ করছে। কিন্তু হরি সিংয়ের চোখে তখনো প্রাণের স্পন্দন বাকী ছিলো। ওর ঠোঁট জোড়া ঈষৎ নড়ছে। গৌরী কান পেতে শুনলো, বুড়ো হরি সিং বিড় বিড় করছে।

'পানি, পানি।'

গৌরী একটা পাত্রে কিছু পানি ঢেলে হরি সিংয়ের ঠোঁটের কাছে এনে ধরলো। এবং বললো, 'বাবা, এই নাও পানি।'

কিন্তু হরি সিং ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনেক ঊর্ধ্বে চলে গেছে। পিট পিট চোখে সে অন্য পানির স্বপ্ন দেখছে। দুর্বল কণ্ঠে সে বিড় বিড় করতে থাকলো। 'ওই দেখো—এসেছে, ওই এসেছে পানি! পরিষ্কার পানি, মোতির মতো পরিষ্কার পানি, আমার ছেলে মরুভূমিতে গঙ্গা-যমুনা বয়ে এনেছে।'

গৌরী ওকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বললো, 'হ্যাঁ বাবা, ও নিশ্চয়ই আনবে। ও নিশ্চয়ই আনবে বাবা।'

কিন্তু হরি সিং কানে কিছুই শুনছিলো না। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে সে আশার শেষ স্বপ্ন দেখছিলো, 'এবার চারদিকই শস্য-শ্যামলা দেখবো। গম আর বাজরার ফসল হাওয়ায় দোল খাবে—ওই এসেছে—ওই এসেছে—খাল এসেছে—খাল এসেছে—পানি এসেছে!—পানি—পানি—পা—' এবং হরি সিংয়ের গলার স্বর এমনভাবে হারিয়ে গেলো যে রকম বালির ভেতর দু'ফোঁটা পানি হারিয়ে যায়।

কিন্তু তার মৃত চোখে তখনো আশার আলো চক চক করছিলো।

বাইরে জনমানবহীন গ্রামে ঝড়ো হওয়ার মাতামাতি ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। একটা ঘূর্ণিঝড় ঘুরতে ঘুরতে এসে যেন হরি সিংয়ের আত্মাটা খামচে ধরে উপরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। তারপর চারদিক নীরব নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেলো এবং সেই নীরবতা ভঙ্গ করে গৌরীর আর্তচিৎকার শোনা গেলো, 'বাবা—বা-বা!'

মরুভূমিতে সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

BanglaBook.org

চারদিকের আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। কিন্তু পশ্চিম দিকে সূর্য অস্ত যাবার পরও সূর্যের সোনালী কিরণ তখনো ঝলমল করছিলো। যদিও এই ঝলমল ক্ষণিকের।

মরুভূমির বুকে ছড়িয়ে থাকা বালির সমুদ্রে কূয়োর গোল পাথরের দেয়ালটাকে একটা খাঁচার মতো মনে হচ্ছে। তার মুখের উপর একটা শুকনো গাছের ডাল কেটে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। এবং তার দু'বাহুর মাঝখানে একটি চরকি ফিট করা। পানি তোলার পাত্র আর রশি দেয়ালের উপর রাখা। একটি মেয়ে দেয়ালের উপর কলসী রেখে পাথরের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে কূয়োর ভেতরে উঁকি মেরে দেখছিলো। পেছনের অস্তগামী সূর্যের অস্পষ্ট কিরণে কূয়ো, পাথরের খাঁচা, চরকি, পানি তোলার পাত্র এবং সবকিছুকে কালোছায়ার লুকোচুরি মনে হচ্ছে।

মেয়েটি সোনকি। সে এখন কূয়োর ভেতরে পাথর ছুঁড়ে মারছে। কিছুক্ষণ পর (কারণ কূয়োটা খুব গভীর) ভেতর থেকে পানির শব্দ ভেসে এলো। এবার সোনকি পানি তোলার পাত্রটি নিয়ে কূয়োর ভেতরে ছুঁড়ে মারলো। এবং পাত্রের ভারে চরকির ভেতরের রশি আস্তে আস্তে খুলে যেতে লাগলো, পাত্রটাও এক সময় নীচের পানির ভেতরে ডুবে গেলো।

পাত্র ডুবে যাওয়ার হাল্কা শব্দে সোনকি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। এবার সে বাবার জন্য এক কলসী পানি নিয়ে যেতে পারবে সে তাড়াতাড়ি চরকির মধ্যে রশিটা টেনে তুলতে লাগলো।

ঠিক এমন সময় অন্যমনা সোনকির পেছনে পশ্চিম দিক থেকে একটি ছায়ামূর্তিকে আসতে দেখা গেলো। ও একজন উট-সোয়ারী। ওর চেহারা দেখা যাচ্ছিলো না বটে, তবে হাতে একটা বন্দুক আছে। মুখে মুখোশ পরা। ছায়ামূর্তিটা কাছে এলে সোনকি কোণা চোখে সেদিকে তাকালো। উট সোয়ারীর হাতে বন্দুক দেখে সে ভয় পেয়ে গেছে। 'কোন ডাকাত হবে' ও ভাবলো। পানির পাত্রটা ততক্ষণে উপরে উঠে গেছে। সোনকি পাত্রটা হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করলো, 'পানি খাবে?'

জবাবে উট-সোয়ারী মুখোশ খুলে ফেললো। এবং বললো, 'আমি তো কতদিন থেকে তোর পিপাসায় প্রহর গুণছি।' ও মঙ্গল সিং।

সোনকির হাত থেকে পানির পাত্রটি হঠাৎ পড়ে গেলো। আর

BanglaBook.org

পানির ভারে চরকিটাও ঘুরতে ঘুরতে খুলে গেলো। পাত্রটি পানির নীচে চলে গেলো। মঙ্গল সিং বন্দুক হাতে উটের পিঠ থেকে লাফিয়ে মাটিতে নামলো। সোনকি ভয় পেয়ে কূয়োর উঁচু দেয়াল থেকে একেবারে নীচে বালিতে পড়ে গেলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গল সিং বন্দুকটা কূয়োর উঁচু দেয়ালে রেখে সোনকির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সোনকি কোন রকমে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গল সিং ওর হাত চেপে ধরলো এবং বুকের কাছে টেনে আনতে লাগলো। সোনকি ওর হাত কামড়ে ধরলো। মঙ্গল সিং ওর হাত ছেড়ে দিলো।

'মঙ্গল সিং' সোনকি পিছু হটতে হটতে চিৎকার দিয়ে উঠলো, 'তুই কি পাগল হয়ে গেলি? গ্রামের ইজ্জতের কথা একটু খেয়াল কর।'

'গ্রাম শেষ, বরবাদ হয়ে গেছে।' মঙ্গল সিং দাঁতে দাঁত পিষে জবাব দিলো, 'আর কি হবে গ্রামের ইজ্জত দিয়ে?'

বলেই মঙ্গল আবার সোনকির উপর আক্রমণ করলো। সোনকি নীচে বালিতে পড়ে গেলে মঙ্গল সিংও নীচে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ওরা উভয়ে জড়াজড়ি করে বালিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। এখন সোনকির পালাবারও আর কোন পথ নেই। কারণ পেছনেই কূয়োর উঁচু দেয়াল। মঙ্গল সিং নিজের জঘন্য মুখ সোনকির মুখের কাছে নিয়ে যেতেই ও নখের আঁচড়ে রক্ত বের করে ফেললো। কিন্তু উন্মত্ত মঙ্গলের ওসব কোন দিকে খেয়াল নেই। ওর গাল থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো। এরপরও সে সোনকিকে ছাড়লো না। আর সোনকি নিজের গালে পশু মঙ্গল সিংয়ের উষ্ণ নিঃশ্বাসের আঁচ অনুভব করতে থাকলো। সে আঁচ ক্রমশঃ অতি নিকটে আসতে লাগলো। তার মনে হলো এই উষ্ণতায় তার মুখ ঝলসে যাবে। তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। তার চেতনায় একরাশ অন্ধকার ছেয়ে গেলো এবং সে সংজ্ঞা হারালো।

এতোক্ষণ ধরে মঙ্গল সিংয়ের উট বালির উপর বসে বসে নিশ্চিন্তে জাবর কাটছিলো আর এসব দৃশ্যাবলী দেখছিলো।

এই ছোট্ট বাজরার ক্ষেতে কত আশা নিয়ে হরি সিং ছোট ছোট

BanglaBook.org

চারাগাছ ফলিয়েছিলো। সেই ক্ষেতেই হরি সিংয়ের চিতা জ্বলছে। লাল লাল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আকাশের দিকে আঙ্গুল তুলে হরি সিংয়েরই পক্ষ থেকে যেন ফরিয়াদ জানাচ্ছে—যে কিনা দু'ফোঁটা পানির জন্য ছটফট করতে করতে মরে গেলো।

চিতার শিয়রে হাতে একটা বাঁশ নিয়ে গৌরী দাঁড়িয়ে আছে। চিতা জ্বলে ছাই হয়ে গেলে বাঁশ দিয়ে করোটি ভেঙ্গে হরি সিংয়ের আত্মাকে মুক্তি দেবে গৌরী। এই কাজ এ পর্যন্ত কোন মেয়ে করেনি। কিন্তু গৌরী তো আজ থেকে নিঃসঙ্গ হয়ে গেলো। তার স্বামী খাল নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত গৌরী একা, নিঃসঙ্গ। কিন্তু গৌরী ভাবছে, বাবা তো চলে গেছে, এখন পানি নিয়ে এলেও কি করবে সে পানি? তাছাড়া কে জানে সোনকি কখন আসবে, কিম্বা আদৌ আসবে কি না। গৌরীর দুঃখভারাক্রান্ত মন বলছে, সোনকি আর আসবে না।

এদিকে চেতনাহীন সোনকি কয়েক ক্রোশ দূরে বালুকা প্রান্তরে পড়ে আছে। ওর কাঁচুলী ছিঁড়ে গেছে। ওর ছেঁড়া ঘাগড়া থেকে নগ্ন পা, উরু বেরিয়ে পড়েছে। ওর বাহু দুটিতে অত্যাচারী মঙ্গল সিংয়ের নখের আঁচড়ের জ্বলন্ত স্বাক্ষর। ওর সিঁথিতে সোহাগ সিঁদুরের পরিবর্তে মরুভূমির বালি পড়ে আছে।

তখন মঙ্গল সিং তার সারা বছরের পাশবিক পিপাসা মিটিয়ে উটটাকে পিঠ চাপড়ে আদর করছিলো। ওর বন্দুক কূয়োর উঁচু দেয়ালের উপর রেখেছিলো। কিন্তু এখন ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, নেই। একটি হাত ওটি উঠিয়ে নিয়ে গেছে। হঠাৎ একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বরে মঙ্গল সিং চমকে উঠে পেছনে ফিরে দেখলো, সোনকি হাতে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সোনকি হাতে বন্দুক নিয়ে·····

সোনকি এবং বন্দুক।

সোনকির চোখে অশ্রু যেমন আছে, একটা ভয়ানক ক্রোধের লালিমাও আছে। এবং মঙ্গল সিং জানে দোনালা বন্দুকটার খোপে গুলী একটা আছে।

মঙ্গল সিং মন্দিরে দুর্গার মূর্তি দেখেছিলো। সোনকির চোখেও দেখলো

BanglaBook.org

তেমনি দূর্গার মতো ভয়ঙ্কর ক্রোধ। বন্দুকের চোখ দিয়ে মৃত্যু যেন মঙ্গল সিংকে উঁকি মারছে।

ভয় পেয়ে কিছুটা কাঁদ কাঁদ স্বরে বললো, 'সোনকি, যা হবার তা তো হয়েই গেছে, আমার সঙ্গে চল, দু'জনে বিয়ে করবো। তুই মৌজ করবি আমার সাথে।'

সোনকি দাঁতে দাঁত ঘষে বললো, 'চল।'

এবং বন্দুকের চোখ দিয়ে একটা ভয়ঙ্কর আগুনের ফুলকি বেরুলো, একটা ধড়ফড়ানি শোনা গেলো এবং মঙ্গল সিং একটা বিকট চিৎকারের সাথে বালিতে লুটিয়ে পড়লো।

কিন্তু সোনকি হাতে বন্দুক নিয়ে তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলো। মঙ্গল সিংয়ের গুলী লাগা ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ে মরুভূমির বালিতে মিশে যাচ্ছে। সোনকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে থাকলো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১১

হনুমানজির হাত

মরুভূমির মরা শুকনো ঝোপঝাড়ের পেছন থেকে আবারো নতুন সূর্য হেসে উঠলো।

ভোরের তীব্র ঠাণ্ডা বাতাস বালিকণাগুলোকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যেখানে বালির টিলা ছিলো, ওখানে এখন উপত্যকা গড়ে উঠেছে। যেখানে উপত্যকা ছিলো, ওখানে এখন বালির পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সময়, কাল এবং জীবনের ভাঙ্গা-গড়ার সবচেয়ে বড় উদাহরণ মরুভূমিতেই দেখা যায়।

মরুভূমির সুবিস্তৃত বালুকা প্রান্তরে একটি নতুন পাকা রাস্তা তৈরী হচ্ছে। এ সময় নতুন রাস্তার উপর একখানি লাল জীপগাড়ীকে বীর বাহনের মতো গর্জন করতে দেখা গেলো। আসলে কিন্তু জীপগাড়ীটি গর্জন করছিলো না, ওটি দ্রুত গতিতে ছুটে বেড়াচ্ছিলো। ইঞ্জিনিয়ার মোহন কাউল সব সময় দ্রুত গতিতেই জীপ চালায়। কারণ সে জানে, জীবনে সময় খুবই কম, কাজ বেশী।

পাকা রাস্তাটা সামনে কিছুদূর গিয়েই শেষ হয়ে গেছে। এখান থেকে কাঁচা রাস্তা শুরু। তাও নতুন তৈরী করা হচ্ছে। হাজার হাজার নারী-পুরুষ শ্রমিক রোদে-গরমে জ্বলে-পুড়ে রাস্তাটা তৈরী করছে। কাউলের জীপটা এখানে এসে থেমে গেলো। রাস্তার পাশে এক দঙ্গল নারী মাটি ফেলছিলো। তাদের মধ্য থেকেই একটি মেয়ে কাউলকে দেখে হঠাৎ চমকে উঠলো। লজ্জায় সঙ্কুচিত হলো। মেয়েটি আর কেউ নয়, সোনকি। সে দেখলো জীপ থেকে সেই যুবকটিই নেমে আসছে—যাকে ও তাদের গ্রামে সিনেমার পর্দায় দেখেছিলো। সোনকির মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়লো, 'লম্বু ইঞ্জিনিয়ার'। এবং সে ঘোমটা টেনে দিলো।

BanglaBook.org

সোনকি অন্যান্য মেয়ে শ্রমিকদের কাছে গেলে কর্মরত একজন মেয়ে শ্রমিক তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'এই বাবুটি কি তোমাদের গ্রামের ?'

'না' সোনকি বললো, 'তবে ওর ছবি গিয়েছিলো আমাদের গ্রামে।'

এ সময় একজন কর্তাব্যক্তি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে জীপের কাছে ছুটে এলো। ইঞ্জিনিয়ারের আগমন তো ঠিকাদার আর তার লোকদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

'হুকুম সরকার !' লোকটি হাত জোড় করে বললো।

'আরে ভাই, একটু পানি খাওয়াতে পারো ?'

কর্তাব্যক্তিটি মেয়ে শ্রমিকদের দিকে তাকিয়ে জোরে বলে উঠলো, 'আরে ও—সাহেবের জন্য একটু পানি নিয়ে আয়।' পরে নিজের কর্মতৎপরতা দেখানোর জন্য যেখানে শ্রমিকরা কাজ করছিলো, ওখানে চলে গেলো এবং সবাইকে তাড়া করতে লাগলো মনোযোগ দিয়ে কাজ করার জন্য।

একজন বয়স্ক মহিলা সোনকিকে বললো, 'তুই যা, সাহেবকে পানি খাইয়ে আয়।'

'না' সোনকি মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানালো, 'তুই যা না।'

'না রে' মহিলা জোর করলো, 'তুই তো বাবুকে আগেও দেখেছিস, তুই-ই যা।'

সোনকি পানির ছোট ঘটি নিয়ে কাউলের কাছে এলো। বললো, 'বাবুজি, আমাদের কাছে কোন বাটি বা গ্লাস নেই।'

'ও কিচ্ছু না' কাউল আস্তিন গুটাতে গুটাতে বললো, 'আমি আঁজলা ভরে খেয়ে নেবো।'

সোনকি পানি ঢালতে লাগলো।

কাউল পানি খেতে থাকলো। পানি খেতে খেতে একবার মেয়েটির দিকে চোখ পড়তেই কাউল দেখলো, মেয়েটিও তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সোনকি তাড়াতাড়ি লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিলো।

'ধন্যবাদ' কাউল পানি খেয়ে বললো, 'এবার আমার সরস্বতীকেও একটু পানি খাওয়াও।'

সোনকি এদিক-ওদিক তাকালো। কোন সরস্বতীকে দেখতে পেলো না সে।

BanglaBook.org

কাউল হেসে নিজের জীপের দিকে ইশারা করলো, 'এই যে আমার সরস্বতী। আমার মতো আমার লাল পরীও তৃষ্ণার্ত!'

তারপর সে জীপটার রেডিয়েটার খুললো এবং ভেতরে পানি ঢেলে দিলো।

'ধন্যবাদ!'

'নমস্তে!'

সোনকি ঘোমটা টেনে ওখান থেকে চলে গেলো।

কিন্তু ঘোমটার আড়াল হলেও, কাউল ওর সুন্দর চেহারা দেখে ফেলেছিলো। তার কাছে মনে হলো যেন এ চেহারা আগেও কোথাও দেখেছে—বোধহয় স্বপ্নে।

এবার কাউল হাঁটতে হাঁটতে শ্রমিকেরা যেখানে কাজ করছিলো ওখানে এলো। 'শোন ভাইয়েরা' সে জিজ্ঞেস করলো, 'এ রাস্তা কবে নাগাদ তৈরী শেষ হবে?'

'আরো দু'এক মাস লাগবে সাহেব।'

'তারপর কি করবে তোমরা?' কাউল জিজ্ঞেস করলো।

একটি যুবক বললো, 'কি আর করবো? গ্রামে ফিরে যাবো।'

'গ্রামে তো আকাল-খরা—' কাউল বললো, 'ওখানে গিয়ে কি করবে?'

শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত একজন বৃদ্ধ বললো, 'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো, যেন বৃষ্টি হয়।'

'সাত বছর থেকে বৃষ্টি হচ্ছে না।' কাউল শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বললো, 'আর কতকাল উপরের দিকে তাকিয়ে থাকবে?'

'এ ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারি, সাহেব?'

'চাইলে সবকিছু করতে পারো' কাউল জোর দিয়ে বললো, 'সবার আগে খাল তৈরীর কাজ করতে পারো। খাল কাটা শেষ হলে পানির জন্য কাউকে আর কষ্ট করতে হবে না। এই মরুভূমিতেই গম ফলবে।'

সবার অবাক বিস্ময় একজন মাত্র লোকের কথাতেই প্রকাশ পেলো, 'সত্যি বাবুজি?'

'একেবারে নির্ভেজাল সত্য।' কাউল যেতে যেতে বললো, 'ভেবে দেখো, এবং ছত্রগড়ে চলে এসো, কাজ করবে' বলেই জীপের দিকে এগুলো কাউল। পরে জীপে উঠে বললো, 'কাজ করার লোকের দরকার আমার।

BanglaBook.org

হাজার হাজার শ্রমিকের দরকার, মেয়ে হোক পুরুষ হোক।'

লাল জীপ গর্জে উঠলো, ধূলো উড়ালো এবং চলে গেলো। কিন্তু সোনকি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকলো। এবং ভাবতে লাগলো লম্বু ইঞ্জিনিয়ারেরই বলে-যাওয়া কথাগুলো।

যেন একটা অতিকায় দৈত্য তার লোহার তৈরী হাত উপরের দিকে তুলে আছে। আসলে এটা একটা বড় ক্রেন। তার নীচে দাঁড়িয়ে থাকা ইঞ্জিনিয়ার কাউল আর ট্রাক্টার ড্রাইভার গঙ্গা সিংকে ছোট ছোট পুতুলের মতো দেখাচ্ছে।

'সাহেব' উপরে উঠে-থাকা লোহার হাতটির দিকে তাকিয়ে গঙ্গা সিং জিজ্ঞেস করলো, 'এ মেশিনটার নাম কি?'

'এটার নাম ড্র্যাগ লাইনস (DRAG LINES), তবে আমি নাম রেখেছি 'হনুমানজির হাত'।'

'কিন্তু সাহেব' গঙ্গা প্রশ্ন করলো, হনুমানজি তো হাতে করে বিশাল পাহাড় তুলে এনেছিলো। এ মেশিন কি পাহাড় তুলে আনতে পারবে?'

'ওরকমই মনে করো।' কাউল একটা বালির টিলার প্রতি ইশারা করলো, 'বালির পাহাড়টি এই মেশিনই তৈরী করেছে।'

পরে গঙ্গা সিংকে সেই লোহার মেশিনটার কেবিনে নিয়ে গেলো কাউল। তাকে বুঝিয়ে দিলো একজন মাত্র লোক কি করে একটি বোতাম টিপে বালি, মাটি আর পাথরগুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, হাজার হাজার গজ দূরে নিয়ে ফেলে। গঙ্গা সিং বড় আশ্চর্য হয়ে ভাবলো, মানুষ কত বড় বড় মেশিন তৈরী করে ফেলেছে এবং তার একান্ত ইচ্ছে, হনুমানজির এই হাত যেন তার কব্জায় আসে। যাতে করেক হপ্তার কাজ সে একদিনে করেই ফেলে। তার কাছে মনে হলো খালটা তাড়াতাড়ি ভারতীয়া গ্রামে নিয়ে যাবার জন্য এই মেশিনের সাহায্য অপরিহার্য।

এখন যেখানে খাল কাটা প্রায় শেষ, সেখানে স্রেফ দু'পাশে ইট বসিয়ে দিয়ে ওটাকে পাকা করার কাজ চলছে। হাজার হাজার মেয়ে মাথায় সিমেন্টের কড়াই নিয়ে রাজমিস্ত্রীদের যোগান দিচ্ছে। এসময় বিপরীত দিক থেকে কাউলের লাল জীপটাকে আসতে দেখা গেলো।

BanglaBook.org

পথে সবাই তাকে সালাম দিতে থাকলো। মেয়েদের লাইনে একটি পরিচিত মেয়েকে দেখতে পেলো কাউল। মেয়েটি সোনকি, কিন্তু কাউল তার নাম জানে না। ওর পাশে এসেই জীপটা থেমে গেলে সোনকি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো।

'এই মেয়ে' কাউল ওকে বললো, 'তুমিই তো সেদিন আমাকে পানি খাইয়েছিলে?' সোনকি নিজের জায়গায় তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলো। সে দেখলো, তার সঙ্গের মেয়েরা অনেক দূরে চলে গেছে। অন্যান্য শ্রমিকরাও দূর থেকে ওকে লক্ষ্য করছে। কিন্তু সে কোন জবাব দিলো না। স্রেফ আড়ষ্টভাবে লম্বু ইঞ্জিনিয়ারকে দেখতে থাকলো।

'তুমি এখানে কাজ করতে এলে কবে?' কাউল জিজ্ঞেস করলো, 'আমি তো জানিই না।'

এবার সোনকিকে জবাব দিতে হলো, 'তুমিই তো সবাইকে ডেকেছিলে বাবুজি!'

কাউল হেসে বললো, 'আরে আমি তো হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লোককে ডেকেছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত মাত্র দু'জন এসেছে। গঙ্গা সিং আর তুমি! তোমার নাম কি? তুমি কোন গ্রাম থেকে এসেছ?'

মুহূর্তের জন্য সোনকি ভাবলো, আমি কি লম্বু ইঞ্জিনিয়ারকে বলবো, আমি সোনকি, গঙ্গা সিংয়ের বোন?.....দাদা জেনে গেলে না জানি আবার কি হয়। সব জানাজানি হয়ে যাবে। আমিই বা কোন মুখে তার সামনে যাবো? না না, তা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

ধীরে ধীরে সোনকি স্রেফ এটুকুই বললো, 'বাবুজি, তুমি অফিসার মানুষ, আমাদের মতো মজদুরণীর সাথে কথা বলা তোমার শোভা পায় না।'

কাউলের মুখ বন্ধ হয়ে গেলো। সোনকি একদম মিথ্যা বলেনি। অফিসার অফিসারই, আর শ্রমিক স্রেফ শ্রমিকই! এবং ওদের সঙ্গে একমাত্র তারাই কথা বলতে পারে যারা ওদের কাজকামের নির্দেশ দেয়, তাদের সঙ্গে লেন-দেনের হিসাব রাখে। কোন মেয়ে শ্রমিকের সাথে তার কথাবার্তা বলা উচিত নয়। বলা তো যায় না! সত্যি মেয়েটি বড় বুদ্ধিমান।

ভাবতে ভাবতে কাউল জীপগাড়ীটা চালিয়ে দিলো। আর সোনকি অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকলো।

BanglaBook.org

লম্বু ইঞ্জিনিয়ারের মুখে গঙ্গা সিংয়ের নাম শোনা অবধি সোনকির মনে ভাইকে দেখার প্রবল ইচ্ছা জাগে। খুঁজতে খুঁজতে গঙ্গা সিংয়ের ঘরের কাছে গিয়ে পৌঁছলো সে। আলাদা আলাদা অনেকগুলো কোয়ার্টার তৈরী করে দিয়েছে শ্রমিকদের জন্য। একটা কোয়ার্টারের দরোজার উপর গঙ্গা সিং সাদা চক দিয়ে নিজের নাম লিখে রেখেছে, 'গঙ্গা সিং, পিতা হরি সিং, সাকিন ভারতীয়া গ্রাম।' ভেতরে বিদ্যুতের আলো। জানালা খোলা ছিলো। সোনকি খোলা জানালা দিয়ে দেখলো, গঙ্গা সিং খাটের উপর বসে বউর কাছে চিঠি লিখছে আর মুখস্থ করার মতো করে জোরে জোরে পড়ছে। সোনকি জানালার কাছে ভালো করে কান পেতে তার নিজের সম্পর্কে লিখছে শুনে কেঁদে ফেললো।

"·····বাবা পানির পিপাসা বুকে নিয়েই মারা গেলো। তুমি লিখেছো, সোনকি বাবার জন্য পানি আনতে গিয়েছিলো। এবং কোথায় জানি হারিয়ে গেছে। আমি তো তোমার কাছে সেই কবেই উড়ে চলে আসতাম। কিন্তু কি করবো, তোমার দেয়া দিব্যি আমাকে আটকে রেখেছে···"

ভাবীর জন্য দাদার মনে কতো প্রেম-ভালোবাসা ছিলো, সোনকি ভাবলো, এবং পরে গঙ্গা সিংয়ের চিঠির বাকী অংশ শুনে হঠাৎ হেসে ফেললো।

"তবে এখন আর তোমাকে একা থাকতে হবে না। তোমার ভেতর আমার প্রেমের জলজ্যান্ত স্বাক্ষর হয়তো হাত-পা ছুঁড়ছে! ছেলে হলে নাম রেখো যমুনা সিং, মেয়ে হলে যমুনা দেবী।

— তোমার স্মরণে
গঙ্গা"

ওর দাদা ওর কত কাছে ছিলো, ও ডাকলে সে শুনতো। চাইলে হাত বাড়িয়ে ওকে স্পর্শও করতে পারতো। কিন্তু ভাগ্য কিম্বা মঙ্গল সিং ডাকাত তাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে ফেলেছে— যেখান থেকে তার ভাইয়ের দূরত্ব অনেক— অনেকদূর। এবং যেখান থেকে সে কেবল তাকে দেখতে পারে।

BanglaBook.org

সোনকির সুন্দর একজোড়া চোখ অশ্রুতে ভিজে গেলো। পাছে ফোঁপানি শুনে তার দাদা জেনে যায়—এই ভয়ে তাড়াতাড়ি জানালার কাছ থেকে সরে এলো সে এবং দ্রুত পদে স্থানত্যাগ করলো।

'তুই খা, তুই খা' থাম দু'টোর সামনে দিয়ে জটপাকান দাড়ি-অলা বুড়ো মুসলমান ডাকপিওনটা যখন উট-সোয়ার হয়ে ভারতীয়া গ্রামে পৌঁছলো, ঠিক তখন একটি চোর (দুর্ভিক্ষ আর অভাবে জন্ম যার) গ্রামের ভাঙ্গাচোরা খালি ঘরগুলো থেকে টুকটাক জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলো। ওর ধারণা ছিলো সারা গ্রাম জনমানবহীন, বিরাণ। তাই উট-সোয়ারীকে দেখে ও বড় অবাক হলো। একটি দেয়ালের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেললো সে।

এবার আর বুড়ো ডাকপিওনটাকে বাড়ী খুঁজতে হলো না। সে সোজা গৌরীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো এবং ডাক দিলো, 'গঙ্গা সিংয়ের বউ কোথায়? আরে ও গঙ্গা সিংয়ের বউ?'

দরোজা খুলে গৌরী বেরুলো। ওর স্ফীত উদরই জানান দিচ্ছে, ক'মাসের বাচ্চা তার উদরে লালিত হচ্ছে।

'নমস্তে চাচা!' ও বললো।

'বেঁচে থাকো মা, এই নাও তোমার চিঠি।'

গৌরী বড় অস্থিরভাবে চিঠিটা লুফে নিলো। পরে ঘোমটার ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করলো, 'চাচা, কোন মনি-অর্ডার আসেনি?'

'এখনো তো আসেনি, এসে যাবে।' ডাকপিওন একটা থলে উঠিয়ে নিতে নিতে বললো, 'তবে আমি তোমার রেশন নিয়ে এসেছি।'

'আপনার অশেষ দয়া, ওর মনি-অর্ডার এলেই টাকাটা কেটে নেবেন।'

'নেব বাবা, কেটে নেব।' পিওন ওকে আশ্বাস দিলো, 'আমি তোমাকে দান করবো না।' পরে চলে যেতে যেতে বললো, 'চিঠির জবাব লিখে রেখো, আমি ফিরে যাবার সময় নিয়ে যাবো। আর কোন জিনিস আনাতে হলেও বলো, আমি দশদিন পর আবার শহর থেকে এখানে আসবো।'

বলতে বলতে উটের পিঠে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেলো ডাকপিওন।

BanglaBook.org

এবার গৌরী ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই স্বামীর প্রেমমাখা চিঠি পড়তে লাগলো। ওর চেহারায় একরাশ স্মিত হাসি তখন খেলা করতে থাকলো।

একজন মহিলাকে একা পেয়ে চোরের সাহস হলো বেরিয়ে আসার। কাছে এসেই বললো, 'বলো, তুমি এখানে একাই আছো?'

আচমকা একটি পুরুষ কণ্ঠ শুনে হাত ছিটকে চিঠিটা পড়ে গেলো গৌরীর। মুখে ঘোমটা টেনে দিলো সে, কোন কথা বললো না।

চোর নিজেই বলতে লাগলো, 'এখানে একা তোমার ভয় করে না? তোমরা কি ধোপা?'

'ধোপা' শব্দটা শুনে গৌরীর মনে হলো যেন কেউ তাকে গালিও দিচ্ছে, অভিশাপও দিচ্ছে। চমকে উঠে বললো সে, 'তুই আমার স্বামীর বুকের পাটা দেখিসনি, ও খাল কাটতে গেছে।'

এ কথা শুনে চোরের সাহস আরো বেড়ে গেলো। 'খাল তৈরী হতে তো বছরের পর বছর লেগে যাবে। ততদিন তোর বুক কাঁপবে না? সারাদিন কি নিয়ে কাটাস?'

'কি নিয়ে কাটাই?' গৌরী তার প্রশ্নটিই আর একবার মনে মনে পুনরাবৃত্তি করলো এবং বললো, 'এখনি দেখাচ্ছি!'

চোরকে কিছু বলার সুযোগই দিলো না গৌরী। তার আগেই সে ঘর থেকে একখানি তরবারী এনে দেখালো। এবং বললো, 'এটা আমার স্বামীর তলোয়ার। সারাদিন পাথরে ঘষে ঘষে ধারাল করি আমি।' এবং পরে খাপ থেকে তলোয়ার বের করে চোরের দিকে ছুটে এলো।

চোরের থলেটা—যার ভেতর চোরাই মাল ছিলো—ওখানে বালিতেই পড়ে গেলো। আর চোর এতো জোরে দৌড়াতে শুরু করলো, যেন অসংখ্য ভূত তার পিছু ধাওয়া করছে।

তলোয়ার দেখে চোর ভয়ে পালিয়ে গেছে। গৌরী সাহসী, বীর রাজপুতানী, কিন্তু এরপরও সে একজন নারী। ওর হাতে নাঙ্গা তলোয়ার —কিন্তু ওর চোখে অসহনীয় অপারগতার ছাপ আর হতাশার অশ্রু।

BanglaBook.org

১২

মরুভূমিতে ফুল ?

রাতের অন্ধকারে সোনকি আবারো একবার গঙ্গা সিংয়ের কোয়ার্টারে উঁকি মারছিলো। কিন্তু গঙ্গা সিং তখন কোয়ার্টারে ছিলো না, বাইরে গেছে। ফিরে এসে দেখলো, একটা ছায়ামূর্তি ওর ঘরের ভেতরে উঁকি মারছে। সে ভাবলো চোর। কিন্তু হাত ধরে বাইরে আলোর সামনে এনে দেখে তার বোন সোনকি।

'সোনকি!' হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো, 'কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলি তুই?' পরে ওকে ভেতরে টেনে আনতে আনতে, 'চল চল—ভেতরে চল।'

ভেতরে এসে দরোজা বন্ধ করে রুক্ষ গলায় বললো গঙ্গা সিং, 'সোনকি, বাবা পরলোক পেয়েছে জানিস?'

সোনকি কিছুই বললো না। গঙ্গা সিং ভাবলো বাবার মৃত্যুসংবাদ ওকে বোবা করে দিয়েছে। গঙ্গা বলতে থাকলো, 'সোন, গৌরী চিঠিতে লিখেছে—তুই পানি আনতে গিয়েছিলি কূয়োয়। আর ফিরে আসিসনি। ও তোকে কত খুঁজেছে, তুই কি পথ হারিয়ে ফেলেছিলি?'

'দাদা, আমি আর কোন মুখ নিয়ে ঘরে ফিরবো?'

গঙ্গা আশ্চর্য হয়ে বললো, 'কেন, কি হয়েছে?'

সোনকি মৃদুস্বরে বললো, 'দাদা, একজনকে খুন করতে হয়েছে আমার।'

'খুন!' গঙ্গা বললো, 'কাকে?'

'মঙ্গল সিংকে।' সোনকি এবার মৃতের মতো নিষ্প্রাণ গলায় বললো, 'তারই বন্দুক দিয়ে।'

গঙ্গা তাড়াতাড়ি বোনকে আশ্বস্ত করলো। 'বেশ করেছিস, বেঈমানটা বোধ হয় তোর ইজ্জত লুটতে চেষ্টা করেছিলো?' গঙ্গা খুনের অপরাধটা

BanglaBook.org

মাফ করতে প্রস্তুত, যদি সে খুন মঙ্গল সিংয়ের হয়।

কিন্তু এরপর সোনকি যখন বললো, 'আমি তাকে খুন করার আগেই সে আমার ইজ্জতটাকে খুন করে গেলো।' তখন গঙ্গা সিং উন্মত্তের মতো চিৎকার দিয়ে উঠলো, 'না সোন, মিথ্যে কথা,—বলে দে মিথ্যে কথা,—বলে দে মিথ্যে কথা!' সোনকির কাঁধে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে যেতে থাকলো।

সোনকি চোখ নত করে বললো, 'এটা সত্য, দাদা।'

এবার তো গঙ্গা সিংয়ের ক্রোধ সীমা ছাড়িয়ে গেলো, 'নির্লজ্জ, কুলটা, তুই মরে গেলি না কেন? নিজের কালোমুখ নিয়ে এখানে কেন এলি?'

বলেই সে বোনের গালে এমন জোরে চড় মারলো যে, বেচারী চার-পায়ার উপর গিয়ে আছড়ে পড়লো। তার মুখ দিয়ে স্রেফ একটি মাত্র শব্দ বেরুলো, 'দাদা!'

কিন্তু গঙ্গা সিং সজোরে দরোজা বন্ধ করে তার আগেই ওখান থেকে চলে গেছে।

বুড়ো ভিখু কাকা গাধার আস্তাবলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। নেশায় তার চোখ ঢুলুঢুলু। বড় লোভনীয়ভাবে সে মদের দোকানের দিকে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ আগেই তাকে বের করে দেয়া হয়েছে। কারণ তার পকেটে ফুটো পয়সাও নেই।

ভিখু কাকা হঠাৎ গঙ্গা সিংকে বড় দ্রুত পায়ে মদের দোকানের দিকে আসতে দেখে ডাক দিলো, 'আরে গঙ্গা, তুই এখানে কি করছিস, এই বস্তিতে? তুই তো এখন বড়লোক হয়ে গেছিস, বড় বড় অফিসারদের সাথে পাকা বাড়ীতে থাকিস!'

'ভিখু কাকা' গঙ্গা সিংয়ের চোখে অশ্রু, কণ্ঠস্বর ভেজা, 'এ মুহূর্তে আমি বড় দুঃখী।'

ভিখু জানে না গঙ্গার দুঃখ কি। কিন্তু মুখে চট করে বলে ফেললো, 'দুঃখী! তাহলে চল আমার সঙ্গে। সব দুঃখের ওষুধ তো ওই একটাই, আয়—আরে আয় না!'

BanglaBook.org

সে গঙ্গাকে মদের দোকানের দিকে বড় জোর করে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ সে জানে ওদের দু'জনেরই দুঃখের ওষুধ একমাত্র এই মদের দোকানেই আছে।

দোকানের ভেতরে বড় জমজমাট অবস্থা। পরস্পর হাঙ্গামা, চিৎকার, মৌজফুর্তি। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। সবাই মদ খাচ্ছে, গান গাইছে, হাসছে, উল্লাস করছে, পরস্পর লড়ছে।

ভিখু কাকা মদের একটা গ্লাস গঙ্গা সিংয়ের দিকে বাড়িয়ে দিলো। দুর্গন্ধে গঙ্গা নাক চেপে ধরলো।

ভিখু ওকে বুঝাতে লাগলো, 'গঙ্গা, আমি জানি না কোন্ দুঃখ তোকে এতো কষ্ট দিচ্ছে। তবে এটুকুন খেয়ে ফেললে সব দুঃখ চলে যাবে এটা আমি জানি।' পরে গ্লাসটা গঙ্গার মুখের সঙ্গে লাগিয়ে ধরে বুড়ো বলতে লাগলো, 'শুঁকে দেখ না, কেমন সুগন্ধ আসছে।'

শেষে গ্লাসটা হাতে তুলে নিলো গঙ্গা। এবং এক চুমুকে সাবাড় করে ফেললো। ওর কাছে মনে হলো যেন তীক্ষ্ণধার একখানি তলোয়ার গলায় ঢেলে দিয়েছে সে। কিন্তু এখন সে তলোয়ার একটা জ্বলন্ত মশালে রূপ নিয়েছে যেন। 'কাকা, সারা শরীরে তো আগুন ধরে গেলো।'

'তাহলে আগুন নিভিয়ে দে' ভিখু গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে বললো।

'কি ভাবে?' সরল প্রকৃতির গঙ্গা জিজ্ঞেস করলো, 'পানিও তো নেই।'

'এই আগুন পানিতে নেভে না, গঙ্গা' ভিখু বুঝালো, 'মদের আগুন মদ দিয়েই নেভাতে হয়।' এবং পরে গ্লাস তুলে আদেশ করলো, 'নে, খেয়ে ফ্যাল, খেয়ে ফ্যাল, আগুন নিভে যাবে।'

গঙ্গা সিং দ্বিতীয় গ্লাসও গলায় ঢেলে দিলো। এবং তার কাছে অবাক লাগলো যে, এবার তলোয়ারের ধার বেশ কম মনে হচ্ছে। আর আগুনের হলকাও এখন আগের চেয়ে বেশ ভালো লাগছে। ওর জড়িয়ে-যাওয়া মন মস্তিষ্ক ভাবলো, মানুষ এভাবেই বোধহয় মদপানে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

এবার একজন মদ্যপায়ী নেশার ঘোরে গাইতে শুরু করলো, 'পিওজি, আওর উড়নি রঙওয়া দো, ম্যায় তো মেলে যাওঙ্গি।'

অন্য একজন 'স্ স্ স্' করে বলে উঠলো, 'বন্ধ কর এই গান।'

BanglaBook.org

ওর সঙ্গী ঝগড়া বাঁধিয়ে দিলো, 'কেন ভাই, এই গান তোমার কাছে খারাপ লাগলো কেন ?'

'এ জন্যে,—এই জন্যে যে, এই গান শুনলে আমার গ্রামের কথা মনে পড়ে, আমার বাড়ীওলীর কথা মনে পড়ে।'

'বাড়ীওলী' শব্দটা শুনেই গঙ্গার বুকখানা হাহাকার করে উঠলো। 'বাড়ীওলী !' কথাটা সে আর একবার উচ্চারণ করলো আর ভাবলো, 'আহা, আমার গৌরী কেমন আছে কে জানে !'

পরে ভিখু কাকার দিকে মনোযোগী হয়ে পড়লো গঙ্গা। বললো, 'একটা কথা বলবো ?'

'বলো।'

'তোমার মনে কিসের দুঃখ, তুমি যে মদ পান করো ?'

'আরে গঙ্গা, দুঃখ যদি একটা হতো, তাহলে না হয় তোমাকে বলতাম।' ভিখু কাকা এক ঢোক মদ পান করে একটা নিষ্প্রাণ নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে বললো, 'শত্রুরা আমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছে।'

এবার গঙ্গার নেশা চড়তে শুরু করলো, 'শত্রু ?' গ্লাসে একটা আঘাত করে বললো, 'কে শত্রু ?' যেন এক্ষুণি তার প্রতিশোধ নেবে গঙ্গা।

ভিখু কাকা নেশার ঘোরেই কথাগুলো বলছে, কিন্তু তাকে ঠিক নেশাগ্রস্ত মনে হচ্ছে না, 'আমার এক শত্রু সৌর-দেবতা, যে কিনা গোটা সংসারটাকে আগুনে জ্বালিয়ে মারছে। এক শত্রু মেঘ-বৃষ্টি যেটা কিনা এই পৃথিবীতে বর্ষিত হচ্ছে না, আরেক শত্রু এই বন্ধ্যা-মাটি যে কিনা ফসল, ফলমূল ফলাচ্ছে না। এই তিন শত্রু মিলে আমার সবকিছু ধ্বংস করলো। আমার ঘরবাড়ী, ঘরওলী আমার ছেলেপেলে, আমার সুখ-শান্তি, আমার সংসার সবকিছু শেষ করলো।'

সবাই মনোযোগ দিয়ে ভিখুর দুঃখভরা কাহিনী শুনতে লাগলো।

একজন ট্রাক্টার ড্রাইভার ভিখুকে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যেই বললো, 'ভিখু কাকা, আগে খালটা তৈরী হতে দাও, তারপর দেখবে তোমার সব শত্রুকে পানিতে ডুবিয়ে মারবো। এই শুকনো অনুর্বর মাটিতে ফুল ফুটবে, ঘরে ঘরে অন্ন উঠবে।'

এবার ভিখুর কণ্ঠস্বরে রাগের পরিবর্তে বিদ্রূপ ঝরে পড়লো। মৃদু-

BanglaBook.org

স্বরে জবাব দিলো, 'ফুল ফুটবে? ফুটতে দাও। শস্য ফলবে? ফলতে দাও। আমার কি? আমার সুখী সংসার তো আর ফিরে আসবে না!'

বেশ কিছুক্ষণ মদের দোকানে নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো। পরে সবাই যার যার গ্লাস হাতে তুলে নিলো। গঙ্গাও এই ফাঁকে আরেক গ্লাস শেষ করলো। ভিখুর কথাগুলো তাকে বড় নাড়া দিয়েছে।

ঠিক এ সময় ইঞ্জিনিয়ার কাউল মদের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো ভেতরে বসে থাকা গঙ্গা সিংয়ের উপর। প্রথমে তো বিশ্বাসই হলো না। চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো। ভালো করে দেখলো, হ্যাঁ, গঙ্গা সিংই মদ খাচ্ছে। তখন কাউল সোজা ভেতরে চলে এলো।

'গঙ্গা, তুমিও মদ খাওয়া ধরেছো! লজ্জা করলো না তোমার?'

'লজ্জা কিসের সাহেব!' এ তো গঙ্গা সিং বলছে না, মদই বলছে। 'আট ঘণ্টা কাজ করেছি—ডিউটি শেষ, তাই না ভিখু কাকা?'

সমর্থনের আশায় গঙ্গা ভিখুর দিকে তাকালো।

'একদম ঠিক কথা ইঞ্জিনিয়ার সাহেব!' ভিখু কাউলের দিকে তাকিয়ে বললো এবং নিজের গ্লাসটা কাউলের দিকে বাড়িয়ে দিলো, 'তুমিও একটু খাও না, মালটা বড় ভালো।'

'কি বাজে বকছো!' কাউল ধমক দিলো। পরে গঙ্গা সিংকে উদ্দেশ্য করে, 'চলো গঙ্গা, উঠো—চলো, আমার সঙ্গে চলো—উঠো।' কাউল গঙ্গার হাত ধরে এমন জোরে ঝাঁকুনি দিলো যে গঙ্গা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেলো। এবং কাউলের সঙ্গে বেরিয়ে আসার জন্য তৈরী হলো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো—আমাকে মেরে ফেলো—ফাঁসি দাও—শেষ করে দাও—চলো—চলো.....'

গঙ্গার হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এলো কাউল। তারপর এবার সবার ভয় কিছুটা কমলো। তা না হলে ওরা ভেবেছিলো বুঝি একটা বিপদ এসে পড়লো সবার ঘাড়ে। গঙ্গার গ্লাসের বাকী মদটুকু ভিখু নিজের গ্লাসে ঢেলে এক নিঃশ্বাসে শেষ করলো। তার কাছে মনে হলো যেন রাজ্য জয় করে ফেলেছে।

BanglaBook.org

ইঞ্জিনিয়ার কাউল ঘরের দরোজা খুলে গঙ্গাকে ভেতরের একখানি চেয়ারে আছড়ে ফেলে রাগতস্বরে বললো, 'আমি তো তোমাকে এতোদিন একজন দায়িত্বশীল মেহনতী শ্রমিক বলেই ভাবতাম। কিন্তু আজ আরেক রূপ দেখলাম, নেশাগ্রস্ত মানুষের কাছে লাখ লাখ টাকার মেশিন কি করে চালাতে দিতে পারি? আমারও তো কিছু দায়িত্ব আছে!'

লাখ টাকার মেশিনের কথা শুনে নেশাগ্রস্ত গঙ্গা চমকে উঠলো। বড় বিদ্রূপাত্মক স্বরে বললো, 'নিয়ে নাও তোমার লাখ টাকার মেশিন, নিয়ে নাও—আমাকে আবারো গাধা হাঁকানেওয়ালা বানিয়ে দাও। মন চাইলে কাজ থেকেই বিদায় করে দাও, আমি অন্য কোথাও কাজ খুঁজে নেবো।'

'আজ তোমার একি হলো গঙ্গা, কেমনতরো কথা বলছো?' কাউল রাগের পরিবর্তে দুঃখ করতে করতে বললো। পরে গঙ্গার চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে বড়ই কোমল আর সহানুভূতি মাখাস্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'বাড়ীর কথা, বাড়ীওলীর কথা মনে পড়ছে? ছুটি চাইলে আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

'না সাহেব।' এবার গঙ্গার কণ্ঠস্বরে রাগের পরিবর্তে লজ্জাভাব দেখা দিলো, 'এখন আমি আর গ্রামে মুখ দেখাতে পারবো না।'

'কেন, কি হয়েছে?' কাউল সামনের সোফায় বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলো।

'তুমি বুঝবে না কাউল সাহেব। তুমি কাশ্মীরের অধিবাসী তো, ওখানে প্রচুর পানি।' কাউল মনোযোগ দিয়ে গঙ্গার কথা শুনতে লাগলো, 'কিন্তু এখানে এই মরুভূমিতে, আমাদের এই শুষ্ক, পিপাসার্ত মাটিতে দু'ফোঁটা পানির জন্য একজন আরেকজনকে খুন করে। যেরকম আমার বোন সোনকি করেছে। হ্যাঁ, আমার ছোট বোন। আর সেই মঙ্গল সিং ডাকাত, যে নিজেকে আমার বন্ধু বলে দাবী করতো—সেই ডাকাত বন্দুক দেখিয়ে আমার বোনের ইজ্জত লুটে নিয়েছে—যার দরুন সোনকি তাকে খুন করেছে।'

কাউল পুরো ঘটনা শুনে বললো, 'ওই ব্যাটা বদমাশ উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে। আদালতও তাই বলবে যে, এমন অবস্থায় একজন নিষ্পাপ-

BanglaBook.org

ভদ্রমেয়ে নিজের ইজ্জত বাঁচাবার জন্য খুনও করতে পারে।'

'কিন্তু আমার সোনকির কি হবে? ও তো আর গ্রামে মুখ দেখাতে পারবে না। এই অভাগীকে বিয়েই বা করবে কে?'

'কেন, কি হয়েছে?' তৎক্ষণাৎ জবাব দিলো কাউল, 'ও তো নির্দোষ, ওকে যে কেউ বিয়ে করবে।'

কাউল যুক্তির কথা বললো। কিন্তু বাস্তব জীবনে, সমাজে তো যুক্তির কোন স্থান নেই। অতএব গঙ্গা সিং জোর দিয়ে বললো, 'আমি জানতে চাচ্ছি, কে বিয়ে করবে?'

পরে গঙ্গা সিং (মদ যাকে মুখরা করে দিয়েছে) কাউলের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করলো, 'তুমি করবে কাউল সাহেব?'

কাউল যুক্তির সাহায্য নিলো, 'যদি ওকে আমি চিনতাম, যদি ওর সঙ্গে আমার ভালোবাসা হয়ে যেতো তাহলে নিশ্চয়ই করতাম।'

'ভালোবাসা—প্রেম—প্রীতি—' শব্দগুলো গঙ্গা সিং এমনভাবে উচ্চারণ করলো যেন ওগুলো গালি। 'এসব শব্দ সিনেমাতেই শোনা যায়, বাস্তব জীবনে কেউ-ই প্রেম-প্রীতি করে না। সবাই জাত-বর্ণ জিজ্ঞেস করে, তোমার পকেটে মাল কেমন আছে—তাই জিজ্ঞেস করে। নিজের বংশ-গোত্রের বাইরে কেউ বিয়ে করে না। বলো আমি কি মিথ্যা বলেছি?'

বলেই দৃষ্টিটা কাউলের দিকে নিবদ্ধ করলো গঙ্গা, যেন নিজের প্রশ্নের জবাব চাইছে, এবং যেন সে নিজেও জানে এসব প্রশ্নের জবাব দেয়া কাউলের পক্ষে অসম্ভব।

কাউলও নীরবে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলো।

দু'টি প্রাণী পরস্পরের দিকে গভীর ভাবে তাকিয়ে আছে।

একজন ইঞ্জিনিয়ার, অন্যজন শ্রমিক—কয়েকমাস আগে যে কৃষক ছিলো।

একজন ধনী, একজন দরিদ্র।

একজন শিক্ষিত, অন্যজন অশিক্ষিত।

একজন কাশ্মীরের মনোমুগ্ধকর উপত্যকা থেকে এসেছে,—গোরা, ফর্সা। অন্যজন রাজস্থানের শুষ্ক অনুর্বর মরুভূমি থেকে এসেছে—কালো।

কিন্তু ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, সমাজ আজ এদের পরস্পরের

BanglaBook.org

অতি নিকটে নিয়ে এসেছে। তা না হলে এরা দু'জন হয় পরস্পর বন্ধু বা সঙ্গী হতে পারতো কিম্বা শত্রু।

মাত্র ক'মুহূর্ত ওরা দু'জন পরস্পরকে নিরিখ করতে থাকলো, কিন্তু মনে হচ্ছিলো যেন বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেছে।

পরে কাউল আস্তে করে নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। দু'পা এগিয়ে গঙ্গার চেয়ারের পেছনে এলো। যাতে গঙ্গার চোখের দিকে না তাকিয়ে কথা বলা যায়। 'গঙ্গা, একটু বুঝবার চেষ্টা করো। আমাদের সমাজের মূল সমস্যা হচ্ছে দারিদ্র্য। আর এই যে খালটা আমরা সবাই মিলে তৈরী করছি, দেখবে একদিন এই খাল দারিদ্র্য দূর করে নতুন সমাজের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করবে।'

গঙ্গার কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, 'কাউল সাহেব, বানাও তোমার খাল, কিন্তু আমার বোনের হারাণো ইজ্জত ফিরিয়ে দিতে পারবে?'

কাউল বড় জোর দিয়ে বললো, 'আমি যে সমাজের কথা বলছি, সে সমাজে কোন অবলা নারীকে দু'ফোঁটা পানির জন্য ইজ্জত হারাতে হবে না।'

গঙ্গার কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আরো তীব্রভাবে প্রকাশ পেলো, 'বড় বড় দালান-কোঠায়, বড় বড় বাংলোবাড়ীতে থাকলে এ রকম বড় বড় কথা বলা যায়।' বলেই গঙ্গা একেবারে দাঁড়িয়ে গেলো। এবং নিজের অফিসারকে বড় নির্দয়ভাবে বললো, 'তা একদিন নিজের বাংলো থেকে বেরিয়ে দেখে এসো পৃথিবীতে কি ঘটছে। পৃথিবীতে কেন, খালের ওখানে গিয়ে দেখো কি ঘটছে। দেখে এসো অফিসাররা কোথায় থাকে, আর যাদের জন্য খাল বানাচ্ছো, সেই শ্রমিকরা কোথায় থাকে—কি হালে থাকে! লালজীপে বসে সব জায়গা ঘুরে বেড়াচ্ছো—শুধু কি নাক বরাবর রাস্তাটার দিকেই তাকাও, না এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে দেখো! এবং দেখে আমাকে জানিও কি দেখেছো!'

এ কথা বলেই গঙ্গা খুব শব্দ করে দরোজা খুলে বেরিয়ে আবার শব্দ করে দরোজা বন্ধ করে দিলো। কিন্তু কাউলের জন্য রেখে গেলো অনেকগুলো প্রশ্ন—যেগুলো তাকে রাতে ঘুমোতে দেবে না। এবং যেগুলোর জবাবের জন্য তাকে জীপে করে না জানি কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াতে হবে।

BanglaBook.org

১৩

প্রেমের তিন ধাপ

কাউল বড় বিপজ্জনক তীব্র গতিতে জীপ চালাচ্ছে। যেন দ্রুত গতিতে জীপ চালানোটাই তার সব সমস্যার একমাত্র ওষুধ।

তবে আজকে সে অন্যান্য দিনের মতো কেবল নাক বরাবর সামনের রাস্তাটাকেই দেখছে না, বরং গঙ্গার কথামতো ডানে-বামে সবদিকেই সে ঘুরে-ফিরে তাকাচ্ছে।

রাস্তার ডান দিকে তাকিয়ে দেখলো, রাস্তারই ধারে শ্রমিকদের জন্য বস্তি তৈরী করা হয়েছে একটা। বস্তির ঘরগুলো বিভিন্ন খড়কুটো আর চাটাই দিয়ে তৈরী করা। এক কামরার ঝুপড়ীতে পুরো পরিবার থাকে। প্রবল ঘূর্ণীঝড়ে এসব ঝুপড়ী উড়ে যায়। সবকিছুর উপর ধূলোবালির আস্তর জমে থাকে। এখানে মানুষও থাকে, আবার উট আর গাধাও থাকে।

আর একটু সামনে গিয়ে বাম দিকে তাকিয়ে দেখলো, এখানকার ঝুপড়ীগুলো খড়কুটো কিম্বা চাটাইর তৈরীও নয়। শুকনো খড়কুটো কিম্বা চাটাই কিনতে হলেও তো ঠিকাদারদের কিছু খরচ করতে হবে! তাই এখানকার অনেক ঝুপড়ী স্রেফ মরুভূমির কাঁটা-লতাগুল্ম দিয়েই কোন রকমে খাড়া করে দিয়েছে ঠিকাদাররা। ঝড়-তুফান এলে বাধা দেয়ার মতো কোন দেয়ালও নেই এসব ঝুপড়ীর। কাঁটা-লতাগুল্মের ফাঁকে ফাঁকে সোজা রাস্তা চলে গেছে বস্তির ভেতরে। এখানে ভেজা ভেজা দলা পাকানো এক রকমের আটা পাওয়া যায়। যেগুলো দিয়ে রুটি পাকানো অর্থহীন। গরীব শ্রমিকরা ওই আটা আগুনে সেঁকে একটু শুকনো মুড়মুড়ে করে নিয়ে কোন রকমে উদরস্থ করে। তারপর এক মগ ময়লা পানি খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করে।

BanglaBook.org

এসব ঝুপড়ী এর আগেও দেখেছে কাউল। সে জানে শ্রমিকরা কি অবস্থায় থাকে। আর ইঞ্জিনিয়ার ঠিকাদাররাও যে দালান-কোঠায় থাকে তার অজানা নয়। কিন্তু আজ এ সবকিছু নতুন করে গঙ্গার দৃষ্টিতেই দেখলো কাউল, যার দরুন হৃদয়ের অস্থিরতা, আর উত্তেজনা ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো, যে রকম বাড়তে লাগলো তার জীপ গাড়ীর গতি।

খাঁচায় আবদ্ধ ব্যাঘ্র যেমন অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক পায়চারী করে বেড়ায়, তেমনি কাউলও নিজের অফিস কক্ষে বড় অস্থিরচিত্তে এদিক ওদিক পায়চারী করছিলো। রাত অনেক অনেক হয়ে গেছে। বিদ্যুতের আলো দেয়ালে টাঙ্গানো রাজস্থানী খালের নকশার উপর ওর ছায়া ফেলেছে। এটা কিসের চিহ্ন, কিসের ইঙ্গিত ?

চেয়ারে বসে পড়লো সে। কিন্তু চিন্তা-ভাবনা তেমনি চলতেই থাকলো। সে কি গঙ্গার বোনকে বিয়ে করে নেবে? কিন্তু ওকে তো দেখেইনি সে! কে জানে কেমন মেয়ে। বড় দুষ্টু মেয়ে নিশ্চয়ই। 'লম্বু ইঞ্জিনিয়ার' নাম তো সেই রেখেছে। কিন্তু তখন তো এই দুর্ঘটনা ঘটেনি যেটার কথা গঙ্গা বলেছে। হয়তো এখন অনেক বদলে গেছে মেয়েটি। এবং পরে……আচ্ছা, একজন শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার কি গেঁয়ো অশিক্ষিত মেয়ে নিয়ে সুখী হতে পারে! একজন গোরা-ফর্সা কাশ্মিরী যুবকের কালো রাজস্থানী বউ দেখে (বোধহয় গঙ্গার বোন কালোই) সবাই হাসবে না? মানুষ কি বলবে? ওর অফিসারই বা কি বলবে? ওর অধস্তন কর্মচারীরাই বা কি ভাববে? কিন্তু কে কি ভাববে না ভাববে তা দিয়ে আমার কি। যদি আমি নিজে সম্পর্কটা করতে চাই! কিন্তু সত্যিই কি সম্পর্কটা করতে প্রস্তুত সে? কলেজ জীবনে হাল্কা দু'একটা ছাড়া সত্যিকার প্রেম সে করেনি বললেই চলে। বরং বলা উচিত প্রেম করার সময় আর সুযোগ কোনটাই সে পায়নি। এ সময় একটি মেয়ে এসে তার চিন্তায় ভর করে। দেখতে ছোটখাট, ডাগর ডাগর এক-জোড়া চোখ, শুধু চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কাউল মেয়েটিকে মাত্র দু'বার দেখেছে। একবার ওকে পানি খাইয়েছিলো মেয়েটি। দ্বিতীয়বার খালের উপর সিমেন্টের কড়াই মাথায় করে নিয়ে যেতে দেখেছিলো

BanglaBook.org

মেয়েটিকে। সেদিন মেয়েটি কি বলেছিলো? 'বাবুজি, মজদুরণীদের সাথে কথা বলা তোমার শোভা পায় না।' ঠিকই তো বলেছিলো। কিন্তু তবুও কেন যেন সেই মজদুরণীর সঙ্গে তার কথা বলতে ভালো লাগে,—কেন? সে যুবতী বলে? দেখতে খুব সুন্দরী বলে? ডাগর ডাগর একজোড়া চোখ খুব আকর্ষণীয় বলে? নাকি ওই চোখ দু'টিতে একরাশ উদাসীনতার সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা ছিলো বলে? ·····জীবনটা এতো অদ্ভুত কেন? যাকে ভালোবাসতে চাই, তাকে ভালোবাসতে পারি না কেন? কিন্তু যাকে বিয়ে করতে চাই, তাকে জানি না, চিনি না·····সে উঠে দাঁড়ালো। পরে আবারো ঘরময় পায়চারী করতে থাকলো।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর কাউল শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো। সে কি করবে, তাকে কি করতে হবে—সব মনে মনে স্থির করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো কাউল।

কাউল সোজা গঙ্গা সিংয়ের কোয়ার্টারে এসে পৌঁছলো। দেখলো দরোজায় তালা ঝুলছে। দরোজার উপরে যেখানে চক দিয়ে লিখে রেখেছিলো, 'গঙ্গা সিং, পিতা হরি সিং, সাকিন ভারতীয়া গ্রাম' সেখানে এখন নাম কেটে লিখে দিয়েছে, 'গঙ্গা সিং চলে গেছে।' চলে গেছে? কোথায় চলে গেছে? কাউল ভাবলো। হঠাৎ শ্রমিকদের বস্তির কথা মনে পড়লো তার।

পুরনো ঝুপড়ীর ভেতরে গঙ্গা মাথায় হাত রেখে বসে আছে এক কোণে, মাটিতে সোনকিও বসে।

নারী যতই চিন্তার মধ্যে থাকুক, লজ্জার মধ্যে থাকুক, এমন কি জীবনের প্রতি শত অনীহা থাকলেও, সে নারীই। যে কিনা পুরুষদের দেখাশোনা করে, কখনো মায়ের রূপে, কখনো স্ত্রীর রূপে, কখনো বোন বা মেয়ের রূপে। সে ক্ষেত্রে সোনকি তো (যেভাবে গঙ্গা গৌরীকে বুঝিয়েছিলো) ওর ছোট বোন হওয়া সত্ত্বেও মার মতোই।

সেই মমত্ববোধ থেকেই সোনকি বড় অস্থিরভাবে (কারণ গঙ্গা সকাল থেকেই মুখে কিছু নেয়নি) ভাইকে জিজ্ঞেস করলো, 'দাদা, খাবার আনবো?'

BanglaBook.org

গঙ্গা কড়া গলায় জবাব দিলো, 'না, আমার ক্ষিধে নেই।'

সোনকি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, এ সময় ঝড়ের বেগে ঘরে প্রবেশ করলো লম্বু ইঞ্জিনিয়ার অর্থাৎ মোহন কাউল। যেহেতু সে ছ'ফুটেরও বেশী লম্বা, তাই ঝুপড়ীর ছাদের সাথে তার মাথা ঠোকর খেলো। বাঁশের সাথে খুব জোরে আঘাত লাগলো। কিন্তু মাথা ফেটে গেলেও এখন তার কোন পরওয়া নেই।

'কি খবর গঙ্গা?' সে ভেতরে ঢুকেই বললো, 'নিজের কোয়ার্টার ছেড়ে এখানে চলে এলে কেন?'

কণ্ঠে একরাশ বিদ্রূপ ঢেলে বললো গঙ্গা, 'ক্ষমা করে দিও সাহেব, আমাদের গরীবদের ঝুপড়ী তোমার মতো লম্বা লোকদের জন্য খুবই নীচু।'

কাউল কোণার দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে বললো, 'লম্বা লোক নয়, লম্বু ইঞ্জিনিয়ার বলো, তোমার বোন যেমন বলে।' বলেই আর একবার কোণায় বসে থাকা গঙ্গার বোনের দিকে তাকালো কাউল।

'সেই অভাগীর নাম আর মুখে নিও না সাহেব।' গঙ্গা হাত জোড় করে বললো, 'আমি শুরু থেকেই দুঃখী। হাত জোড় করে মিনতি জানাচ্ছি সাহেব, আমাদের ভাগ্যের উপরই আমাদের ছেড়ে দাও।'

সোনকি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। কিন্তু ওর চেহারা, সুন্দর একজোড়া চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো, লম্বু ইঞ্জিনিয়ার আর তার ভাইর মধ্যকার কথাবার্তাগুলো কাঁটার মতো তার হৃদয়ে গিয়ে বিঁধছে।

গঙ্গার কথার জবাবে কাউল এক একটি শব্দের উপর বড় জোর দিয়ে বললো, 'না গঙ্গা, তা কখনো হয় না। তোমাকে ছাড়তে পারবো না আমি। তেমনি তুমিও তোমার কাজ, এই খাল তৈরীর কাজ ছাড়তে পারবে না।' এবং পরে কাউল যখন বললো, 'গঙ্গা, আমাদের ভাগ্য একই সূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে' তখন সোনকির কাছে মনে হলো যেন কেউ তাকে মিষ্টি এক গ্লাস শরবত খাইয়ে দিয়েছে।

কিন্তু গঙ্গা সরল প্রকৃতির। গঙ্গা হঠাৎ বলে উঠলো, 'সাহেব, এতো কঠিন কথাবার্তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, কি বলতে চাও তুমি?'

কাউল বড়ই বিশ্বস্ততার সঙ্গে বললো, 'আমি তোমার বোনকে বিয়ে করতে চাই। অবশ্য যদি তুমি আর ও রাজী থাক।'

BanglaBook.org

এ কথায় সোনকির হৃদয়টা ভরে গেলো। তার বুক জোরে জোরে উঠা-নামা করতে লাগলো।

কিন্তু তখনো গঙ্গার বিশ্বাস হচ্ছিলো না। 'না সাহেব। দোহাই ভগবানের, ঠাট্টা করো না, কাউল সাহেব।'

'কাউল সাহেব মরে গেছে!' কাউল প্রতিটি শব্দের উপর জোর দিয়ে বললো, 'শেষ হয়ে গেছে, এখন তোমার সামনে কাউল ভাই দাঁড়িয়ে আছে।' পরে স্মিত হেসে, 'বলো, আমার শালা হতে রাজী আছো?'

এবার গঙ্গার বিশ্বাস হলো। এবং সে বিশ্বাস যতই আশ্চর্যের হোক না কেন। সে স্রেফ এটুকুই বলতে পারলো, 'কাউল সাহেব!'

পরে কাউল যখন মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানালো তখন গঙ্গা 'কাউল ভাই' বলে উঠলো। এবং পরে—মোহন কাউল আর গঙ্গা সিং—ইঞ্জিনিয়ার আর শ্রমিক—গোরা কাশ্মিরী আর কালো খাটো রাজস্থানী পরস্পর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হলো।

আর সোনকির কাছে মনে হলো, খুশীতে তার হৃদয় এতো জোরে কাঁপছে যে, হৃদ-স্পন্দন না আবার বন্ধ হয়ে যায়! চোখ-জোড়া বন্ধ করে ফেললো সে, যাতে তার হৃদয়ের উদ্বেলতা কেউ দেখতে না পায়। এবং তার সুন্দর একজোড়া চোখ দিয়ে টপ টপ করে অশ্রু ঝরতে লাগলো।

রাজস্থান খালের চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে শ্রমিক আর অফিসাররা 'বড় সাহেব' বলে সম্বোধন করে। চুল সব সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু যুবকদের মতোই শরীরের বাঁধন আর শক্তিও রাখেন বেশ। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে হলুদাভ বালি, বালির পাহাড় ইত্যাদি দেখছিলেন তিনি। ছত্রগড়ের বস্তির চারপাশে ছড়িয়ে আছে এ সমস্ত বালি আর বালির পাহাড়। তার বুক চিরেই আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে রাজস্থান খাল। কিন্তু বড় সাহেবকে বড়ই চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিলো। তাঁর সিগারেটের ধোঁয়াতেই সে চিহ্ন ফুটে উঠছে। এ সময় পেছন থেকে কাউলের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'আমাকে ডেকেছেন, স্যার?'

চিফ ইঞ্জিনিয়ার গম্ভীর মুখে কাউলের দিকে তাকালেন। এ তাকানোর মধ্যে স্নেহ যেমন ছিলো, অভিযোগও তেমন ছিলো। কেননা তিনি সবার

BanglaBook.org

মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার কাউলকেই পছন্দ করেন সবচেয়ে বেশী। কিন্তু তাঁকে আজ একটু বিরূপ মনে হচ্ছে। তিনি যখন কারো প্রতি একটু অপ্রসন্ন হন, তখন বড় মেপে মেপে কথা বলেন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার মুখে যথাসম্ভব হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ ভাই কাউল, এসো বসো.....'

কাউল বসে গেলে তিনিও চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। টেবিল থেকে সিগারের টিন খুলে কাউলের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। একটা কিছু যে ঘটতে যাচ্ছে কাউল বুঝতে পারলো। কারণ সে জানে বড় সাহেব কখনো তার অধস্তনদের সিগার অফার করেন না।

'নো স্যার—থ্যাঙ্ক ইউ!' কাউল ধন্যবাদের সঙ্গে সিগার নিতে অস্বীকৃতি জানালো।

'ও হ্যাঁ, তুমি তো পাইপ খাও।' বড়ো সাহেব কাউলের কোমরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, পাইপটা উঁচু হয়ে আছে পকেটে।

'জি হ্যাঁ।' কাউল বললো, 'কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে খাই না।

'খুব ভালো কথা!' বড়ো সাহেব এ জাতীয় যুবকদের খুব পছন্দ করেন—যারা বড়-ছোট মান্য করে চলে। পরে ইজি চেয়ারে দুলতে দুলতে বললেন, 'আচ্ছা তোমার সম্পর্কে কি সব স্ক্যাণ্ডেল শুনছি?'

'স্ক্যাণ্ডেল স্যার! কাউল অবাক হয়ে বললো।

'দেখ ভাই' বড় সাহেব আরাম করে বলা শুরু করলেন, 'আমি কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি না। কিন্তু সবাই বলছে, তুমি নাকি কোন্ এক শ্রমিকের বোনের সঙ্গে আলতু-ফালতু সম্পর্ক.....'

'আলতু-ফালতু সম্পর্ক' কথাটা শুনেই কাউলের মুখ রাগে লাল হয়ে গেলো। দাঁড়িয়ে গেলো সে, 'নো স্যার, মিথ্যা কথা। গঙ্গা সিংয়ের বোনের সঙ্গে আমার কেন আলতু-ফালতু সম্পর্ক নেই।'

'গঙ্গা সিং? কে গঙ্গা সিং?' বড় সাহেব যেন এ নাম কোনদিন শোনেননি। পরে একটু চিন্তা করে নিয়ে বললেন, 'ও—সেই গাধা হাঁকানে-ওয়ালা? যাকে তোমার অনুরোধে ট্রাক্টার ড্রাইভার বানিয়ে দেয়া হয়েছে?'

সে দিনটির কথা কাউলের এখনো মনে আছে। যেদিন গঙ্গা সিংকে ওভারঅল পরিয়ে প্রথমবারের মতো বড় সাহেবের কক্ষে নিয়ে গিয়েছিলো।

BanglaBook.org

এবং বলেছিলো, 'মেশিনপত্রের প্রতি ওর দারুণ দুর্বলতা। খুব কম সময়ের মধ্যে ও ট্রাক্টার চালানো শিখে ফেলেছে। যদি স্যার অনুমতি দেন, ওকে ট্রাক্টার ড্রাইভার করে নিচ্ছি।'

আবার কাউল-বললো, 'হ্যাঁ, সে-ই স্যার। কিন্তু সে আমার অনুরোধে নয়, নিজের যোগ্যতার বলেই ট্রাক্টার ড্রাইভার হয়েছে।'

বড় সাহেব এবার অন্য পথ দিয়ে কাউলকে আক্রমণ করলেন, 'ওর বোনের সঙ্গেই কি তোমার প্রেম হয়ে গেছে? A case of love at first sight?'

'নো স্যার।' কাউল জবাব দিলো, 'আমি তো আজ পর্যন্ত ওই মেয়ের চেহারাই দেখিনি।' চেহারা ঠিকই দেখেছে, কিন্তু সে জানতো না, যে মেয়েটি তাকে পানি খাইয়েছে, সে-ই গঙ্গার বোন।

আবার বড় সাহেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। 'তাহলে কে এসব খবর ছড়াচ্ছে?'

কাউলকে এবার আসল কথা খুলে বলতে হলো, 'আমি জানি না, কে কি ছড়াচ্ছে। তবে আমি গঙ্গা সিংয়ের বোনকে বিয়ে করছি।'

'বিয়ে?' এবার বড় সাহেবও কথাটা শুনে দাঁড়িয়ে পড়লেন, 'তুমি জান এই বিয়ের পরিণাম ফল কি?'

কাউল হেসে জবাব দিলো, 'বিয়ের পরিণাম আর কি-ই বা হতে পারে স্যার?' তারপর ফ্যামিলী প্ল্যানিংয়ের শ্লোগানটা তার মনে পড়ে গেলো, সে ওটারই পুনরাবৃত্তি করলো, 'দু'টো অথবা তিনটে সন্তান, তারপর ব্যাস!'

এবার বড় সাহেব তাঁর বড় লম্বা-চওড়া টেবিলটার চারপাশে অস্থির-ভাবে পায়চারী করতে করতে এক সময় কাউলের কাছে এসে বললেন, 'কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছো তুমি, এই বিয়ের পরিণাম অন্যটাও হতে পারে। অন্যান্য শ্রমিকরা তোমাকে ভগ্নিপতি ভাবতে শুরু করবে। তখন শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে পড়বে। ফলে যে কাজ তিন বছরে শেষ হবার কথা, সে কাজ দশ বছর লেগে যাবে.....'

এ কথা শুনে কাউলের রাগ হলো, হাসিও পেলো। সে ভালো করেই জানে, খাল কাটার কাজ এতো মন্থর কেন। অসংখ্য মেশিন যেখানে ফটাফট কাজ করতে পারে, তা না করে ওগুলো কেন পড়ে আছে, জং ধরে আছে? আর ঠিকাদাররাও কত মাল সাপ্লাই করে, শ্রমিকরা

BanglaBook.org

কত টাকা রোজগার করে, সব সে জানে। কিন্তু এবার বড় সাহেব তার কাঁধে হাত রেখে স্নেহমাখা স্বরে তাকে বুঝাতে থাকলেন, 'আমি তো জানতাম কাজের সঙ্গেই তোমার সম্পর্ক, রাজস্থানের কোন মেয়ের সঙ্গে নয়। স্রেফ রাজস্থান খালের সঙ্গেই তোমার সম্পর্ক!'

এবার কাউলকে বলতেই হলো, 'আমি যা কিছু করছি, এই রাজস্থান খালের জন্যই করছি। রাজস্থানের মেয়েদের মন থেকে যদি বিশ্বাস হারিয়ে যায়, তাদের মনে যদি আশার সঞ্চার করা না যায়, তাহলে না হবে রাজস্থান খাল, না হবে তাদের কোন উপকার।' পরে সে বড় আশা করে বড় সাহেবের চোখে চোখ রেখে বললো, 'স্যার, আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। আপনি আসবেন তো আমাদের বিয়েতে?'

'না এসে কি পারি!' চিফ ইঞ্জিনিয়ারের দৃঢ় চেহারা আস্তে আস্তে কোমল হয়ে গেলো, 'আমি না এলে কন্যাদান করবে কে?' পরে তিনি কাউলের সাথে জোরে করমর্দন করলেন।

বাতাসে সানাইর শব্দ শোনা গেলো।

কাউলের ছোট্ট কোয়ার্টার আজ বিয়ের খুশীতে উৎসবমুখর। মরুভূমিতে ফুল তো হয় না, তাই পুষ্পমালার পরিবর্তে রেশমের হার দিয়ে সাজানো হয়েছে।

কাউল তার নববধূকে ভেতরে নিয়ে এলো। লাল রাজস্থানী শাড়ীতে সোনকিকে দেখতে মনে হচ্ছিলো যেন একটি ছোট্ট পুতুল। কামরার ভেতরে ঢুকতেই সোনকি স্বামীর চরণতলে ঝুঁকে পড়লো।

'আরে আরে!' কাউল চিৎকার করে উঠলো, 'এসব চলবে না। উঠো উঠো—হাঁ, এই ঠিক। এবার ঘোমটা তো খোলো।'

সোনকি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে, বর নিজেই কনের ঘোমটা খুলে ফেললো। সোনকির চেহারা দেখেই কাউল খুশীতে অবাক বিস্ময়ে সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়েই থাকলো। 'আরে, ওদিন তুমিই তো আমাকে পানি খাইয়েছিলে!' আরে বড় অপূর্ব যোগাযোগ তো, (কাউল ভাবতে থাকলো) রাস্তায় পানি খাওয়ানেওয়ালী আর গঙ্গার বোন একই মেয়ে।

'সোনকি' কাউল সোনকির দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি এই বিয়েতে

BanglaBook.org

খুশী হয়েছো তো ?'

কিন্তু সোনকির দৃষ্টি নীচের দিকে ঝুঁকানো। এবং সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো। কাউল বললো, 'এবার তুমি যদি কথা না বল, তাহলে মনে করবো এ বিয়েতে তুমি খুশী হওনি। হ্যাঁ অথবা না বলো।'

সোনকি ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

'তুমি বোবা নাকি ? কাউল জিজ্ঞেস করলো, 'গঙ্গা তো বলতো তুমি নাকি বড় মুখরা !'

'দাদা তো এমনি·····'

'আরে বাহঃ বাহঃ বোবা পুতুল কথা বলছে। আরো বলো, হ্যাঁ হ্যাঁ—বলো, সাবাস !'

'কি বলবো ?' লজ্জায় মাথা ঝুঁকিয়ে সোনকি বলতে শুরু করলো, 'আমি অভাগী। তোমার মতো ভালো লোকের যোগ্য নই আমি····· আমি তোমার দাসী হয়েই থাকবো।'

কাউল তাড়াতাড়ি কৃত্রিম রাগতস্বরে বললো, 'কোন দাসী-টাসীর দরকার নেই আমার।'

'তাহলে ?' সোনকি বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

কাউল ওর হাত ধরে আদর করে খাটে বসিয়ে দিলো। এবং নিজে পাশে বসে বললো, 'তুমি আমার চাকর নও, আমার অতিথি। আস্তে আস্তে এই ঘরের একচ্ছত্র কর্ত্রী হবে। আমার মা তোমাকে দেখে খুব খুশী হবে। জান, শ্রীনগরে বসে বসে আমার মা তার লম্বা ছেলের জন্য একটি ছোট্ট বউ আনার স্বপ্ন দেখছে।' পরে কিছুটা গম্ভীর হয়ে, 'কিন্তু এর জন্য তোমাকে প্রেমের তিনটা ধাপ অতিক্রম করতে হবে।'

সোনকি ঘাবড়ে গিয়ে বললো, 'সে তিনটা ধাপ কি ?'

'প্রথম পরিচয়—তারপর বন্ধুত্ব এবং তারপর·····'

'তারপর ?'

'তারপর ভালোবাসা।'

সোনকির দু'চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়লো। বললো, 'সে সৌভাগ্য কি আমার হবে ?'

BanglaBook.org

১৪

কনের সিঁথিতে সিঁদুর

যদ্দূর দৃষ্টি যায়, শুধু বালির পাহাড় আর পাহাড়। চারদিকে ছড়িয়ে আছে ছোট-বড় অসংখ্য বালির ঢিবি। সবকিছুর পেছনে দূর মরু প্রান্তরের শেষ মাথায় সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

একটি বালির ঢিবির উপর মোহন কাউল আর সোনকি বসে আছে। সোনকি বালির উপরে আঙ্গুল দিয়ে কি যেন লিখছে। আর কাউল সোনকিকেই দেখছে।

'সোনকি!'

'জি!'

'কি করছো?'

'কিছু লেখার চেষ্টা করছি। তা না হলে ভাবী যেটুকু শিখিয়েছে, তাও ভুলে যাবো·····আমার ভাবী বড় গুণী।'

'তা জানি' কাউল বললো। 'তা কি লিখছো তুমি?'

সোনকি কাউলের দিকে না তাকিয়েই বললো, 'ব্যাস, এমনি বালির উপর আঙ্গুল ফেরাচ্ছি।'

কাউল জোর করলো, 'তবুও কিছু একটা তো লিখছো!'

'বোধ হয় মনে যা এসেছে, তাই লিখেছি।' সোনকি জবাব দিলো।

'তোমার মনে কি এসেছে, আমাকে একটু দেখাও।' বলেই কাউল সোনকির কাঁধের উপর দিয়ে ঝুঁকে নীচের দিকে তাকালো। এবং বালির উপরকার লেখা পড়তে লাগলো, 'আমি পাপিষ্ঠা, আমি পাপ করেছি।'

এবার কাউল স্ত্রীর দিকে তাকালো। এবং বললো, 'তোমার হাতের লেখা তো বেশ সুন্দর, কিন্তু'—মাথার দিকে ইঙ্গিত করে—'এখানে কিছু নেই।'

BanglaBook.org

'কিছু নেই?' সোনকি সরল মনে, চোখ বড় বড় করে ওর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো।

'মাথা একেবারে খালি।' কাউল বললো। এবং বালির দিকে ইশারা করে, 'আচ্ছা, এবার দেখো।'

সোনকি দেখলো তীব্র বাতাসে বালি উড়ছে। এবং আস্তে আস্তে সোনকির লেখাগুলো বাতাসে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। 'এবার কোথায় গেলো তোমার লেখাগুলো? কোথায় গেলো তোমার সে পাপ?' কাউল প্রশ্ন করলো। এবং পরে বড় কোমল স্বরে বুঝালো, 'তুমি এ পাপ করোনি সোনকি, তোমার শরীরের সাথে পাপ করা হয়েছে বটে, তবে তোমার আত্মা এখনো পবিত্র। সেই পাপের ছায়াটা এই লেখার মতোই। হাওয়ার এক ঝটকাতেই বুজে গেছে। আমার প্রেম কি হাওয়ার ঝটকার চেয়ে কোন অংশে কম!'

এবার নতুন এক দৃষ্টিতে স্বামীকে দেখতে থাকলো সোনকি। কত বুদ্ধিমান, কত জ্ঞানী তার স্বামী। কত প্রেম তার হৃদয়ে। খুশীতে কৃতজ্ঞতায় তার চোখে অশ্রু এসে গেলো।

কাউল দেখলো সোনকির সুন্দর চোখ ভরে এলো অশ্রুতে। একটু পরেই দু'গাল বেয়ে পড়বে। তাড়াতাড়ি সোনকিকে দু'বাহুর বন্ধনে নিয়ে নিলো কাউল। সোনকি সুখানুভূতিতে চোখ বুজলো। ওর চোখ থেকে দু'ফোঁটা অশ্রু বেরিয়ে এলো। কাউল ভাবলো, আমার হৃদয়ও তৃষিত। সে একটা দীর্ঘচুম্বনের মাধ্যমে সোনকির দু'ফোঁটা পানি খেয়ে ফেললো। আর সোনকির সারা শরীরে যেন একটা প্রচণ্ড ঝড় উঠলো।

ঝড়টা বেশ প্রচণ্ডই।

মরুভূমিতে ঝড় একটাই, ঘূর্ণিঝড়। বালির ঝড়। যে ঝড় মরুভূমির নকশাই পাল্টে দেয়। বড় বড় বালির টিলা উড়িয়ে নিয়ে যায়। গ্রামে যে সমস্ত ঘরের চাল শক্ত করে বাঁধা থাকে না, কিংবা চালের উপর পাথরের ভার দেয়া হয় না, সেসব ঘরের চাল উড়িয়ে নিয়ে যায়।

ভারতীয়া গ্রামের উপর দিয়ে ঝড় তুফান, রোগ শোক কম যায়নি। কিন্তু হলে কি হবে, ওখানে আছেই বা কে যে এ সব ঝড় তুফানকে ভয়

BanglaBook.org

করবে ! প্রায় ছ'মাস থেকে গ্রাম খালি পড়ে আছে। এই ছ'মাসে কত ঝড় এলো, কত ঘরের চাল উড়লো তার হিসাব কে রাখে। কত ঘর যে শুধু বালির নীচে চাপা পড়ে গেছে তারও কোন হিসাব নেই।

একটা প্রচণ্ড ঝড় ঘরের বাইরে আছড়ে পড়লো, ঘরের বেড়ার উপর আছড়ে পড়লো।

ঘরের ভেতরে খাটের উপর যেখানে গৌরী শুয়ে শুয়ে কঁকাচ্ছিলো সেখানেও আরেকটা ঝড় আছড়ে পড়ছে। এটাও এক ধরনের ঝড়। প্রসব বেদনার ঝড়, খুশীর ঝড়। মা হবার ঝড়। তবে এ ঝড়ে দুঃখের পরিবর্তে আনন্দ বেশী, খুশী বেশী।

গৌরী বেদনায় কঁকাতে থাকলো। বাইরের ঝড় ঘরের বন্ধ দরোজা এক ঝটকায় খুলে ফেললো। আরেক ঝড় জীবনের দরোজাও খুলে ফেললো। এবং ঝড়ের আওয়াজের চাইতেও জোরে নবজাতকের কান্নার আওয়াজ ভেসে এলো।

গৌরীর কপাল বেয়ে ঘাম ছুটতে লাগলো দর দর করে। তবে ওর চেহারায় বেদনার চাইতেও একরাশ সন্তুষ্টি, দুর্বল স্মিত হাসি ফুটে উঠলো। এ-ও এক ধরনের অনুভূতি, সৃষ্টির অনুভূতি—বাচ্চা প্রসব করার পর সব মেয়েদের মধ্যে এ আনন্দ দেখা যায়। গৌরীর কষ্টের ঝড় কমতে থাকলো আস্তে আস্তে। বাইরের ঝড়ও তখন প্রায় শান্ত হয়ে এসেছে।

গৌরী পাশে শুয়ে থাকা নবাগত শিশুর দিকে সন্তুষ্টি মাখা দৃষ্টিতে তাকালো। এবং ওর কম্পিত ঠোঁটে স্রেফ একটি নাম বেরিয়ে এলো, 'যমুনার বাবা !'

যমুনা সিংয়ের বাবা তখন তীব্র বেগে বুলডোজার চালাচ্ছিলো আর বালির পাহাড় কাটছিলো। আর খুশীমনে গুন গুন করছিলো, 'ম্যায় বাপ বন গেঁওরে, ম্যায় বাপ বন গেঁওরে।'

একজন উট-চালক পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার গঙ্গা সিং, আজ বড় খুশী দেখাচ্ছে তোমাকে !'

আরে আমি খুশী হবো না কেন ? আমি তো বাবা হয়েছি, আমার ঘরওলী মা হয়েছে। আর আমার সোনকি ফুফু হয়েছে যে।'

BanglaBook.org

যমুনা সিংয়ের ফুফু সোনকি বাথরুমে সাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্নান করছে। মরুভূমির মেয়েদের ঠাণ্ডা পানিতে স্নান করার অভ্যাস তখনো গড়ে ওঠেনি। সে ঠাণ্ডায় আর খুশীতে বড় কাঁপছিলো। 'কি ঠাণ্ডা পানি —উঁই মা—কি ঠাণ্ডা পানি!'

স্নান সেরে শাড়ী পরলো সোনকি। সিঁথিতে সিঁদুর লাগালো। আর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এখন একখানা কাশ্মিরী শাল গায়ে জড়িয়ে নিচ্ছে—যেটা শ্রীনগর থেকে পাঠিয়েছে কাউলের মা, পুত্রবধূর জন্য।

সেজেগুজে তৈরী হয়ে সোনকি বাংলো থেকে বেরুলো। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, মরুভূমির বাতাসেও শীতের আমেজ। বালির উপর দিয়ে ইটের যে রাস্তাটা সোজা কাউলের অফিসে গিয়ে ঠেকেছে, সে রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে সোনকি কাউলের অফিসে গিয়ে পৌঁছলো। আজ সে আচমকা কাউলের অফিসে গিয়ে ওকে চমকে দেবে।

মোহন কাউলের টেবিলের উপর টেবিল ল্যাম্পের আলো গোল একটা চক্র তৈরী করে রেখেছে। কামরার বাকী অংশটায় একরাশ অন্ধকার। এ সময় সুইচ টেপার শব্দ এলো এবং পুরো কামরায় আলো হেসে উঠলো। কাউল আশ্চর্য হয়ে পেছন ফিরে দেখলো, সুইচ বোর্ডের সামনে হাসিমুখে সোনকি দাঁড়িয়ে। তারপর সুইচ টিপে কামরাটা আবারো অন্ধকার করে দিলো। তারপর আবারো আলো, তারপর আবার অন্ধকার, তারপর আবার আলো।

'এ কেমন ছেলেমি শুরু করলে!' কাউল স্ত্রীকে ধমক দিলো। পরে প্রেমমাখা স্বরে বললো, 'এখানে এলে কিভাবে তুমি?'

'এভাবে' সোনকি ওর টেবিলের কাছে হেঁটে এসে বললো, 'পায়ে পায়ে এখানে এসে পড়েছি। তোমার এতো দেরী দেখে আমি ভয়েই মরছিলাম।'

এবার সোনকি টেবিলের একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। সোনকির ভেজা চুলের গন্ধ পাচ্ছিলো কাউল।

'আচ্ছা, বসো বসো' সে বললো।

সোনকি ওর পাশের চেয়ারে বসার উদ্যোগ করতেই কাউল দূরের একখানা চেয়ার দেখিয়ে বললো, 'এখানে না, ওখানে।'

BanglaBook.org

সোনকি আশ্চর্য হয়ে, কিছুটা বিমর্ষ হয়ে দূরের চেয়ারে গিয়ে বসতেই কাউল স্ত্রীকে আসল কথা বললো, 'তুমি আমার কাছ থেকে একটু দূরেই বস, কারণ কাছে বসলে আমার কাজে ব্যাঘাত ঘটবে।'

এবার সোনকি কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো। বরং খুশীই হলো যে, তার উপস্থিতিতে স্বামীর ধ্যান ভেঙ্গে যায়, কাজ করতে পারে না।

সোনকিকে দূরের চেয়ারে বসতে দেখে কাউল বললো, 'দেখো সোনকি, আজকাল কাজের চাপ বড় বেশী। ফিরতে একটু দেরী হলে ভয় পেও না যেন। কোন কাজ নিয়ে পড়ে থেকো।'

চেয়ারের উপর চেপে-চুপে বসতে বসতে বললো সোনকি, 'কি কাজ করবো? কোন কাজই তো নেই।'

'গ্রামে কি কাজ করতে?'

'গ্রামে সব মেয়েরা দল বেঁধে পানি আনতে যেতো। আমারও দিন চলে যেতো পানি আনতে আনতে।'

কাউল প্রশ্ন করলো, 'এবং এখানে?'

সোনকি সরলভাবে জবাব দিলো, 'এখানে তো যাদুর কাঠি ঘুরালেই মাথার উপর দিয়ে পানি পড়তে শুরু করে। এ ছাড়া অন্য কোন কাজ তো নেই-ই। না আছে চুলা-চাক্কি, না আছে রান্না-বান্নার ঝামেলা।' পরে অভিযোগমাখা স্বরে বললো, 'পরিশ্রমের কাজ তো তুমি করতেই দাও না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার জন্য কিছু কাজ-টাজের ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে।' কাউল ওকে চুপ করাতে করাতে বললো, 'এখানে বসতে হলে চুপচাপ বসে থাকো, স্ স্ স্!'

সোনকিও দুষ্টুমি করে বললো, 'স্ স্ স্!'

এবার কাউল কাজে মনোযোগ দিলো।

সে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপর মোটা মোটা বইগুলো বসে বসে পড়ছিলো। রাজস্থান খাল তৈরীর ব্যাপারে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার উপরই পড়ালেখা করছে সে। বিশেষ বিশেষ পয়েন্টগুলো প্যাডে টুকে রাখছে। টেবিলের উপর অনেক ফাইল পড়ে আছে। কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য কতগুলি ট্রাক্টার চাই, কতগুলি বুলডোজার, ক'টা ক্রেন,

BanglaBook.org

উটের গাড়ী ক'টা, গাধা ক'টা, শ্রমিক, সিমেণ্ট, ইট কি পরিমাণ লাগবে, এবং সবচেয়ে মহার্ঘ্য বস্তু পানি, হাজার হাজার শ্রমিকের জন্য পানি কি পরিমাণ লাগবে, এ সবকিছু নিয়ে গবেষণা করছে কাউল।

ওর মনে হাজারো প্রশ্ন ভিড় করছে। কিন্তু আজ কেন যেন ওর মনটা খারাপ। বার বার কোথায় যেন উড়ে চলে যেতে চাচ্ছে মনটা। কিছুক্ষণ পর পর ওর দৃষ্টি কেন চলে যায় দরোজার দিকে?……ওখানে ওর স্ত্রী বসে আছে বলে! সত্যিই তাই, ওর সুন্দর মায়াভরা চেহারা, ওর ডাগর ডাগর চোখ, ওর রূপলাবণ্যের সামনে ট্রাক্টার, ইট আর লোহা-লক্করের হিসাব কোথায় যেন উড়ে চলে যায় বার বার।

শেষে বিরক্ত হয়ে বইপত্র, সমস্ত ফাইলপত্র বন্ধ করে একদিকে রেখে দিলো এবং সশব্দে টেবিলের দেরাজ বন্ধ করে দিলো।

সোনকি দুষ্টুমি করে বললো, 'স্‌স্‌স্‌! আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কাজ করছে।'

'এখন আর তোমার ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কোন কাজই হবে না।' কাউল টেবিল ল্যাম্পের আলো নেভাতে নেভাতে বললো, 'চলো, তোমাকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি।'

মরুভূমিতে সন্ধ্যার কুয়াশাচ্ছন্নতা কেটে গেছে। এখন অন্ধকার ক্রমশঃ জেঁকে বসছে।

বালির টিলার এখানে-ওখানে ইতস্ততঃ আলো জ্বলে উঠেছে। শ্রমিকরা বসে বসে ঢোল বাজাচ্ছে আর নিজেদের দেশের লোকগীতি গাইছে।

বালির টিলার কাছেই ইঞ্জিনিয়ার কাউলের লাল জীপ গাড়ীটি দাঁড়িয়ে। অদূরে কাউল আর সোনকি নাতিশীতোষ্ণ বালির উপর পাশাপাশি কাত হয়ে শুয়ে লোকগীতি শুনছে।

কিছু একটা মনে পড়লো সোনকির। হঠাৎ উঠে বসে গেলো সে। বললো, 'তোমাকে তো বলতেই ভুলে গেছি, আজ গঙ্গা দাদা এসেছিলো…'

কাউল ওর অসমাপ্ত কথা সমাপ্ত করে দিলো, 'ওর ছেলে হয়েছে বলতে, তাই না? আমিও কাজে কাজে তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।

BanglaBook.org

দেখলে, গঙ্গা কেমন খুশী ?'

'খুশীর কথা—খুশী হবে না !' সোনকি বললো।

পরে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে সোনকির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো কাউল, 'সোনকি, তোমারও তো একটা ছেলের দরকার, তাই না ?'

'উঁহু।'

'কেন ?'

'আমার মেয়ে চাই।

'ছেলে নয় কেন ?'

সোনকি স্বামীর দিকে প্রেমমাখা দৃষ্টিতে তাকালো। পরে বললো, 'কারণ আমি যখন এই পৃথিবীতে থাকবো না, তখন সে তোমার সেবা করবে, তোমার দেখা-শোনা করবে। তোমার রান্না-বান্না করবে, তোমার জামার বোতাম লাগিয়ে দেবে।' এবং সোনকি কাউলের বুকের কাছে ঝুঁকে পড়ে বললো, 'এই দেখো না, তোমার আরেকটা বোতাম ছিঁড়ে গেছে।' তারপর জামার সাথে ঝুলতে-থাকা বোতামটা হাতে নিয়ে দুষ্টুমি করে বললো, 'কি ব্যাপার, বোতামগুলো কি দাঁতে ছিঁড়ে ফ্যাল ?'

সোনকি কাউলের এতো কাছে এসে পড়েছে যে, ওর নরম আর গরম নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এসে লাগছিলো কাউলের চেহারায়। আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না কাউল। ওকে দু'বাহুতে জড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো।

'উঁহু !' সোনকি মাথা নাড়লো।

'কেন ?' কাউল অভিযোগমাখা প্রশ্ন করলো।

'তুমিই তো বলেছিলে, প্রথমে পরিচয়.....'

'পরে বন্ধুত্ব' কাউল সে কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করলো, 'তারপর ভালোবাসা।'

'হ্যাঁ, আগে পরিচয় করাও, নিজের দেশের কথা বলো।'

'আমার দেশ ?' কাউল অবাক হয়ে বললো, 'আমার দেশ তো এটাই, যেটা তোমারও দেশ।'

'তা তো আছেই। কিন্তু কাশ্মীর সম্পর্কে কিছু বলো, যেখানে তুমি জন্মগ্রহণ করেছো।'

BanglaBook.org

মাতৃভূমির মনোমুগ্ধকর স্মৃতি ওকে উন্মনা করে তুললো। 'কে যেন বলেছিলো কাশ্মীর ভূ-স্বর্গ। চারদিকে শুধু পানি আর পানি। আর সবুজের মহাসমারোহ।'

সোনকি ছেলেমানুষের মতো জিজ্ঞেস করলো, 'সবুজ কেন?'

'ওখানে প্রচুর বৃষ্টি হয় তো, তাই।'

'বৃষ্টি?' এই শব্দ সোনকির জন্য নতুনই। তবুও শব্দটার অর্থ ধরে ফেললো। জিজ্ঞেস করলো, 'বর্ষা?'

কাউল মাথা নেড়ে সমর্থন জানালে সোনকি বললো, 'আমি বর্ষা দেখিনি।'

কাউল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কখনো বর্ষা দেখনি?'

সোনকি মাথা নেড়ে না বললো। পরে বললো, 'মাঝে-মধ্যে দু'একটা মেঘ আসে, আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে ওগুলো আবার চলে যায়, কিন্তু বর্ষা কখনো হয়নি। তুমি কাশ্মীরের কথা বলো।'

'ওখানকার লোকরাও গরীব' কাউল বললো, 'কিন্তু ওখানকার মাটিতেই সৌন্দর্যের প্রচুর ধন-সম্পদ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ঝিল, নদীনালা, ঝর্ণা, পাহাড়ের মনোমুগ্ধকর চূড়ো, সাদা সাদা বরফমোড়া গিরিশৃঙ্গ কত চমৎকার।'

'বরফ!' এবার আরো একটি অজানা শব্দ শুনলো সোনকি, 'ওটা আবার কি?'

'বরফ। বরফ।' কাউল কিছুটা ইতস্তত করতে লাগলো, মরুভূমির একটি মেয়েকে আকাশ থেকে পড়া বরফ সম্পর্কে কি বলা যেতে পারে। পরে কাউল আনমনে হাতে একমুঠো বালি নিয়ে উপর থেকে নীচে ছড়িয়ে দিতে দিতে বললো, 'বরফ ঠিক এরকম, বালির মতো.....'

আর সোনকির কাছে মনে হলো যেন আকাশ থেকে বালির মতো সাদা সাদা বরফের গুঁড়ো নীচে পড়ছে। কল্পনার চোখে সে কাশ্মীরের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী দেখতে থাকলো যেন।

বরফ পড়ছে।

মাটিতে বরফ জমে আছে।

বসন্তকালে বরফ গলে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

গোলাপ ফুলের কলি ফুটছে।

লাল লাল ফুল।

তীব্র বেগে পাহাড় থেকে ঝর্ণা গড়িয়ে পড়ছে।

ঝর্ণা সাগরে গিয়ে মিশে যাচ্ছে।

এবং ঝিলের সঙ্গে সাগর মিশে যাচ্ছে।

ঝিলে গিয়ে সাগর শান্ত হয়ে যাচ্ছে।

ঝিলের মাঝে শিকারী ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শিকারীর ভয়ে প্রেমিক-প্রেমিকা যুগল থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

এবং দূর থেকে যেন কাউলের গলার স্বর শুনতে পেলো সোনকি, 'এ সময় আমিও যদি একজন শিকারী হতাম এবং তুমি আমার দু'বাহুর বন্ধনে ছটফট করতে।'

আর সোনকির কাছে মনে হলো যেন স্বপ্নের ঘোরে সে একটা সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসছে। এবং ওর চোখে-মুখে তখনো কাশ্মীরের সুন্দর মনোমুগ্ধকর ছবি ছায়া ফেলছে।

এবার স্বামীর দিকে তাকালো সোনকি। এবং বললো, 'তোমার শব্দ-গুলোর মধ্যে যেন যাদু আছে। আমার কাছে মনে হচ্ছিলো যেন একটা সুন্দর স্বপ্নের মধ্যে আমি হারিয়ে গেছি। ভাবী বলে, কবিতা নাকি মানুষকে সুন্দর স্বপ্নের দেশে নিয়ে যায়। একেই কি কবিতা বলে?'

'না সোন' কাউল বড় কোমল স্বরে বললো 'একে কবিতা বলে না, আমাদের ভাষায় একে প্রেম বলে।'

কি ভাবে যেন সোনকি কাউলের আলিঙ্গনে জড়িয়ে পড়লো। তার কাছে মনে হলো, সে সুন্দর একজোড়া বাহুর বন্ধনে গলে গলে যাচ্ছে। যে রকম বসন্তের ছোঁয়া পেয়ে বরফ গলে পানি হয়ে যায়।

ঠিক সে সময় সামনের একটি বালির ঢিবির উপর—যেখানে চাঁদনী রাত এক অদ্ভুত মায়াজাল বিস্তার করে আছে—মঙ্গল সিং এসে দাঁড়ালো। মাথায় পাগড়ি, হাতে বন্দুক। সোনকি ভয় পেয়ে গেলো।

কাউল অনুভব করলো সোনকি যেন কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছে। সে বালির ঢিবির দিকে তাকিয়ে দেখলো, চাঁদনী রাত ছাড়া ওখানে আর কিছু নেই।

BanglaBook.org

'আরে কি হলো? তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে, ভূত দেখেছো তুমি।'

'বোধ হয় ভূতই হবে।' সোনকি বালির ঢিবির দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার বড্ড ভয় করছে।' সোনকি স্বামীর বুকের সাথে লেপ্টে গেলো, 'আমার বড্ড ভয় করছে।'

'ভয় করছে?' কাউল আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কাকে ভয় করছে?'

সোনকি চোখ বন্ধ করে জবাব দিলো, 'আমার ভয় করছে, আমার এই সুন্দর স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে না তো!'

দিন অতিবাহিত হতে থাকলো।

গৌরীর চাক্কিও ঘুরতে লাগলো।

আটা পিষতে থাকলো।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা আর গৌরীর ছেলে যমুনা সিংও বড় হতে লাগলো।

কিন্তু গ্রামে ওর কোন সঙ্গী নেই যে, ওর সঙ্গে খেলাধুলা করবে, একমাত্র ওর মা ছাড়া। সে-ই তাকে ঘুম পাড়ানি গানের পরিবর্তে রাজপুতদের বীরত্বের গান শোনায়। কলসী মাথায় নিয়ে যখন পানি আনতে যায়, তখন ছেলেকে কোমরে ভালো করে বেঁধে নিয়েই পানি আনতে যায়।

ছোট্ট যমুনা বড় হতে লাগলো—মার সাথে উনুনের পাশে বসে বসে কাঠের খেলনা নিয়ে খেলতে থাকলো।

ওর বাবা গঙ্গা সিং ট্রাক্টার, বুলডোজার নিয়ে আর বড় বড় লোহার খেলনাগুলো নিয়ে খেলতে থাকলো।

আর এদের দু'জনের উপর নির্ভর করে, গঙ্গা সিংয়ের স্মৃতি, আর যমুনা সিংয়ের সঙ্গ—এ দু'য়ের উপর নির্ভর করে গৌরী আরো একটি বছর একা একা কাটিয়ে দিলো।

একদিন কাউল কাজে গিয়েছে। বাবুর্চিও রান্না-বান্নায় ব্যস্ত। সোনকি স্নান সেরে সাজগোজ করছিলো। মাথায় চিরুণী বুলাচ্ছিলো। এ সময় খোলা জানালা দিয়ে একটা দৃশ্য দেখে চমকে উঠলো সোনকি।

BanglaBook.org

বাইরে মঙ্গল সিং দাঁড়িয়ে।

বেশ ক'টি মুহূর্ত মনে হলো সোনকির মাথায় কেউ হাতুড়ি পেটা করছে। মঙ্গল সিং এখনো বেঁচে আছে! মঙ্গল সিং বেঁচে আছে!

মঙ্গল সিং তার ইজ্জত লুটে নিয়েছিলো।

মঙ্গল সিংকে সে গুলী মেরে খুন করেছিলো। সে জানে, মঙ্গল সিং মরেই গেছে।

সেই মঙ্গল সিং আজ বালির ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে তার দিকেই বিষমাখা চোখে তাকিয়ে আছে। মুখেও তার বিষমাখা হাসি।

সোনকি স্রেফ এটুকুই বলতে পারলো, 'তুমি—তুমি বেঁচে আছো!'

'হ্যাঁ সোনকি, আমি বেঁচে আছি।' মঙ্গল সিং জবাব দিলো, 'আমি তো আরো আগেই আসতাম। কিন্তু দু'বছর জেলে থাকতে হয়েছে আমাকে। গুলীটা পায়ে লেগেছিলো কিনা তাই পুলিশ আমাকে ধরে ফেললো। এখন জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি।'

'তুমি এখানে কেন এসেছো?' সোনকি ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'ডাকাত কেন আসে?' মঙ্গল সিং নিশ্চিন্ত মনে জবাব দিলো, 'ডাকাতি করতে আসে, এবার তো ডাকাতি করে আমি ডিনামাইটও পেয়েছি।'

'ডিনামাইট?' সোনকি বললো। কাউলের সাথে থাকার পর ডিনামাইট সম্পর্কেও সে শুনেছে, কত বিপজ্জনক জিনিষ, সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যায় ওটা।

'এই ডিনামাইটের সাহায্যে পুরো খাল আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্বামীকেও উড়িয়ে দেবো……যদি……'

সোনকি যেন বিদ্যুৎ স্পর্শ করেছে। ক্লান্ত স্বরে বললো 'যদি……?'

'যদি তুমি আজ রাতে খালের পাড়ে আমার সাথে দেখা না করো!'

'না না। তা কখনো হতে পারে না।' সোনকি বললো। মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিটা সরিয়ে নিলো সোনকি। পরে আবারো বাইরের দিকে তাকালো, দূরে অনেক দূরে বালির ঢিবি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলো না সে।

কোথাও মঙ্গল সিংকে দেখা গেলো না।

আশ্চর্য হলো সোনকি। দিন-দুপুরে সে কি দুঃস্বপ্ন দেখলো! ওর

BanglaBook.org

মনের ভয় কি মূর্তিমান মঙ্গল সিং হয়ে তাকে ভয় দেখাচ্ছে ?

কিন্তু যদি সত্য হয় ?

গঙ্গা সিং বুলডোজারের সাহায্যে বালির পাহাড় কাটছিলো। এ সময় দূর থেকে সোনকিকে আসতে দেখলো। সে খুব দৌড়ে আসছিলো। দেখতেও বড় চিন্তিত মনে হচ্ছিলো তাকে। দূর থেকেই চিৎকার দিচ্ছিলো সে, 'দাদা, দাদা !'

গঙ্গা বুলডোজার থামালো। এবং স্বয়ং নীচে নেমে এলো। 'আরে সোনকি, তুই এখানে ? জানিস, এবার খালটা শিগগীর আমাদের গ্রামে গিয়ে পৌঁছবে।'

গঙ্গার কাছে মনে হলো তার বোন বড় অস্বাভাবিক কথাবার্তা বলছে, 'এই খাল কোনদিনও আমাদের গ্রামে গিয়ে পৌঁছতে পারবে না, পৌঁছতে দেবে না সে।'

'কে ? কার কথা বলছিস ?' গঙ্গা সিং রেগে জিজ্ঞেস করলো।

'সে বেঁচে আছে এখনো।' সোনকি বললো, 'সে, ডাকাত মঙ্গল সিং।'

গঙ্গা সিং দাঁতে দাঁত পিষে বললো, 'ও, তাহলে শয়তানটা এখনো মরেনি !'

'আমি তো তাই মনে করেছিলাম, ও বুঝি মরে গেছে।' সোনকি জবাব দিলো। 'কিন্তু আজ সে এসেছিলো। রাতে সে আমাকে খালের কাছে ডেকেছে। আমি না গেলে নাকি ডিনামাইট দিয়ে খাল উড়িয়ে দেবে। সাথে সাথে ওকেও।'

গঙ্গা সিংয়ের ভেতরে একটা ঝড় উঠতে লাগলো যেন। তারই আভাস গঙ্গার চেহারায়। ক্রোধান্বিত হয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বললো, 'ভয় পাসনে সোন, তোর ভাই এখনো বেঁচে আছে।'

বালির পাহাড়গুলোর মাঝে পাকা লাল ইটের তৈরী খালটা (যেটা প্রায় তৈরী হয়ে গেছে। কিন্তু পানি তখনো আসেনি) এমনভাবে চিকচিক করছিল যেন, কোন কনের সিঁথির সিঁদুর। সেই খালেরই একপাশে মঙ্গল সিং বন্দুক হাতে বসে বসে সোনকিরই প্রতীক্ষা করছে।

দূর থেকে ক্রমশঃ কাছে আসতে থাকা নপরের আওয়াজ তাকে চমকে

BanglaBook.org

দিলো। সে ভাবলো, ধমকটা কাজে লেগেছে। নূপুরের আওয়াজ আরো কাছে এলে, সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সোনকিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো। বন্দুক তার হাতেই ধরা।

খালের কাছে নতুন বাঁধের ওপার থেকে নূপুরের আওয়াজ আরো কাছে আসতে লাগলো,—আরো কাছে—আরো কাছে—এমন কি মঙ্গল সিংয়ের বুকের কাঁপনও বেড়ে গেলো। এ সময় বালির ঢিবির ওপার থেকে একটি মাথা দেখা গেলো উপরের দিকে উঠে আসছে। আর সাথে সাথে মঙ্গল সিংয়ের হাসিও এক ফুৎকারে যেন নিভে গেলো।

ও সোনকি নয়, ওর ভাই গঙ্গা আসছে। যাকে সে নিজের বন্ধু মনে করতো।

গঙ্গা সিং আর মঙ্গল সিং—দুই যুবক এক সাথেই গ্রাম থেকে বেরিয়েছিলো। কিন্তু দু'জনেই শেষে ভিন্ন পথে পা বাড়ালো। আজ ওরা দু'জনেই আবার পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। গঙ্গার হাতে ছিলো নূপুর। এখন সে নূপুর বাজাচ্ছে গঙ্গা। মঙ্গল সিংয়ের কাছে মনে হচ্ছিলো যেন, গঙ্গা ওর মুখে চাটি মারছে।

'আরে গঙ্গা!' মঙ্গল সিং প্রথমে কথা বললো, কিন্তু মুখে একরাশ বিষ ঢেলে, 'তুই কেন কষ্ট করতে এলি, তোর বোনকে পাঠিয়ে দিলেই পারতিস……'

জবাবে গঙ্গা সিং হাতের নূপুরটা মঙ্গল সিংয়ের মুখে এতো জোরে ছুঁড়ে মারলো যে, হঠাৎ হাত ফসকে তার বন্দুকটা বালির উপর গড়িয়ে পড়ে গেলো। পর মুহূর্তেই বন্দুকটা গঙ্গার হাতে এসে পড়লো। এবং সে ওটা মঙ্গল সিংয়ের বুক বরাবর তাক করে দাঁড়িয়ে থাকলো।

'এটা কোন ধরনের ঠাট্টা' মঙ্গল দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, 'তুই একটা ধোকা দিয়ে বন্দুকটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিলি?'

'এজন্যে যে, তুই শুধু বন্দুকের ভাষাই বুঝিস।'

বেশ কিছুক্ষণ ওরা একজন আরেকজনকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে থাকলো। গঙ্গার চোখে ক্রোধ আর ঘৃণার আগুন ছুটছিলো।

'আমার দিকে ওভাবে তাকাসনে গঙ্গা' মঙ্গল ওর দৃষ্টির আঁচ গায়ে না মেখে বললো, 'যেন দুনিয়াতে আমি একাই পাপ করেছি! অহংকারও

BanglaBook.org

মস্তবড় পাপ। শোন বলছি, তোর বাবাকে হাত জোড় করে বললাম, সোনকিকে আমার হাতে তুলে দাও। কিন্তু সে দিলো না—গালি দিলো —আওয়ারা, বদমাশ বললো। তা আমিও বদমাশী দেখিয়ে দিলাম।'

'তাহলে শোন বদমাশ!' এক একটি শব্দ গুলী হয়ে গঙ্গার মুখ দিয়ে বেরুলো, 'এখন বন্দুকের মুখ দিয়ে আগুনের ফুলকি বেরুচ্ছে এবং তোর মুখ দিয়ে বেরুবে রক্ত। বোধ হয় এই মাটি খালের পানির সঙ্গে দু'ফোঁটা রক্তও চাইছে।'

'খাল!' মঙ্গল সিং কথাটা এমনভাবে বললো যে রকম কেউ তেতো জিনিস থুু মেরে ফেলে দেয়। 'কোন্ খাল? আরে মূর্খ, এখানে খাল কোনদিন হবে না। খাল—ওটা একটা পাগলের স্বপ্ন, যার অপেক্ষায় আমার বাবা মরে গেছে, তোর বাবা মরে গেছে। আমি একজন ভদ্র যুবক ডাকাত হয়ে গেলাম। কে জানে, আরো কতজন পাগল হবে, কত মঙ্গল সিং ডাকাত হবে?'

'না, তা কখনো হবে না।' তৃতীয় একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো চাঁদনী রাতে। এ কণ্ঠস্বর ইঞ্জিনিয়ার কাউলের। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে ওদের দিকেই আসছে। 'এই তপ্ত বালুকা প্রান্তরে খাল আসবে, অবশ্যই আসবে।'

'ইঞ্জিনিয়ার সাহেব!' মঙ্গল বিদ্রূপমাখা স্বরে বললো, 'আমার বাবাও তাই বলতো। সারাজীবন এই খালের আশায় নিজের জমিতে পড়ে থাকলো। কিন্তু খাল এলো না। শেষে জমিটাও নিয়ে গেলো মহাজন। বাবা জীবনটা এভাবে শেষ করলো। আর পেছনে রেখে গেলো এক ছেলে আর বন্দুক।'

গঙ্গা এতোক্ষণ আচমকা কাউলের আওয়াজ শুনে ওদিকেই তাকিয়ে ছিলো, এখন আবার ভালো করে বন্দুক তাক করে মঙ্গল সিংকে বললো, 'ছেলে আর বন্দুক মিলে আমার বোনের ইজ্জত লুটে নিয়েছিস। এখন হিসাব দেয়ার জন্য তৈরী হয়ে নে, মঙ্গল সিং।'

গঙ্গা বন্দুকের ট্রিগারে চাপ দেবে, এ সময় কাউল 'গঙ্গা' বলেই ওর হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেয়ার জন্য হাত বাড়ালো। ধস্তাধস্তির মধ্যে গঙ্গা চেঁচিয়ে বললো, 'কাউল সাহেব, সরে যাও, আমার রক্ত চড়ে গেছে।'

BanglaBook.org

'রক্ত তো আমার মাথায়ও চড়েছে।' কাউলও চেঁচিয়ে বললো এবং গঙ্গার হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিল। এবার কাউল স্বয়ং মঙ্গল সিংয়ের বুকে বন্দুকের নিশানা তাক করে বলতে লাগলো, 'তোমার বোনের ইজ্জত তুমি আমার হাতেই সোপর্দ করেছো। এখন তার প্রতিশোধ নেয়ার অধিকারও আমার।'

'গুলী চালান কাউল সাহেব!' গঙ্গা চিৎকার দিয়ে বললো।

'চালাও গুলী, যদি সাহস থাকে।' মঙ্গল সিং কাউলকে উত্তেজিত করতে লাগলো, 'কিন্তু মনে রাখবে, এদিকে বন্দুকের আওয়াজ হবে আর ওদিকে ডিনামাইটের ধাক্কাও লাগবে। আমার সঙ্গীরা খালের দু'পারে ডিনামাইট ফিট করে রেখেছে।—মঙ্গল সিং দুনিয়া থেকে একা যাবে না, তার সাথে তোমরাও যাবে।' মঙ্গল সিং প্রথমে কাউলকে, পরে গঙ্গাকে বললো, 'তুমিও যাবে—আর সাথে সাথে তোমার খালও। এবার চিন্তা করে দেখো, এবং গুলী চালাও।'

'তুমি আসলেই শয়তান!' কাউল দাঁতে দাঁত পিষে বললো, 'তোমার খুব কঠিন সাজা হওয়া উচিত।

মঙ্গল জবাবে হেসে উঠলো, 'মৃত্যুর চেয়েও কঠিন কোন সাজা আছে?'

'আছে!' কাউল জোর গলায় বললো, 'মানুষ যখন মানুষের কাছ থেকে প্রেম-প্রীতি আর সহানুভূতির বন্ধন ছিন্ন করে ফেলে তখন সে আজীবন ঘৃণার আগুনে জ্বলে মরে। জীবনই তোমার একমাত্র শাস্তি মঙ্গল সিং।'

মঙ্গল কিছুই বুঝতে পারলো না। সে জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে তুমি চাও কি?'

কাউল জবাব দিলো, 'আমি তোমার সাথে সমঝোতা করতে চাই।'

গঙ্গার মুখ দিয়ে অবাক-বিস্ময় প্রকাশ পেলো, 'সমঝোতা!'

মঙ্গলও কাউলের দিকে সন্দেহের চোখে তাকালো। বললো, 'কি রকম সমঝোতা?'

এবার কাউল নিজের শর্ত জানিয়ে দিলো, 'তুমি খালের পার থেকে ডিনামাইট তুলে এনে আমার কাছে দাও, আমি তোমার জীবন আর বন্দুক তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।'

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ চিন্তা করে মঙ্গল সিং বললো, 'আমি রাজী আছি।'

কাউল বন্দুকটা মঙ্গলের দিকে ছুঁড়ে দিলো। গঙ্গা বাধা দিতে গিয়েও দিতে পারলো না, বন্দুক ততক্ষণে মঙ্গলের হাতে। সে তখন বলছিলো, 'তবে বলে দিলাম, খাল কোনদিন তৈরী হবে না, কোনদিন ওতে পানি গড়াবে না। কারণ ওর ভেতরে আমার বাবার রক্তের ফেনা আছে।'

গঙ্গা ক্রোধান্বিত হয়ে কাউলের দিকে তাকিয়ে থাকলো। 'একি করলেন কাউল সাহেব! একটা ডাকাতকে তার বন্দুক ফিরিয়ে দিলেন?'

'না' কাউল জবাব দিলো, প্রতিটি শব্দের উপর জোর দিয়ে, 'আমি ডাকাতকে তার বন্দুক নয়, একজন কৃষককেই তার লাঙ্গল ফিরিয়ে দিলাম, তার জমি ফিরিয়ে দিলাম, তার খাল ফিরিয়ে দিলাম।'

'আমার খাল?' মঙ্গলের কণ্ঠস্বরে একরাশ অবজ্ঞা, অবাক বিস্ময়।

'হ্যাঁ মঙ্গল সিং, তোমারই খাল।' আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললো কাউল, 'খালটা উড়িয়ে দেয়ার আগে একটু চিন্তা করে দেখো, এ খাল যেমন আমার, গঙ্গার, তেমন তোমারও।'

মঙ্গল সিং এসব কথা শোনার পাত্র নয়। সে 'হুঁ' বলে যেই ফিরতে যাবে, অমনি কাউলের কণ্ঠস্বর আবারো গুঞ্জন তুললো।

'আর একটা কথা মনে রেখো মঙ্গল সিং, যেদিন এই খাল তৈরী শেষ হবে, সেদিন এই খালের পানির মধ্যে তোমার বন্দুকটাকেও ডুবিয়ে দেবে, এই বিশ্বাস আমার আছে।'

তখন গঙ্গা সিং খালের দিকে তাকিয়ে অনুভব করলো যেন কোন নববধূর সিঁদুরমাখা সিঁথির মতো বাসর রাতের প্রতীক্ষায় পড়ে আছে শূন্য খালটা।

BanglaBook.org

১৫

যমুনা সিং, পিতা গঙ্গা সিং

আবার বুলডোজারের উপর উঠে গঙ্গা সিং বড় ফুর্তির সাথে বালির পাহাড় কাটার কাজ করতে থাকলো, যেন প্রাচীন আমলের কোন রাজপুত যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু নিধন করছে। এক সপ্তাহের কাজ সে আর তার বুলডোজার একদিনে শেষ করছে। যেহেতু এ কাজ শুধু একা গঙ্গাই করছে না, আর শ্রমিকরাও করছে, সুতরাং খাল কাটার কাজ বেশ দ্রুতই এগিয়ে যাচ্ছে। খাল মরুভূমির বুক চিরে বড় দ্রুত গতিতে ভারতীয়া গ্রামের দিকে চলে যাচ্ছে।

দিন, সপ্তাহ, মাস অতিক্রান্ত হতে থাকলো। কাজও চলছে বেশ জোর গতিতে। গঙ্গা সিংয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষায় তার গৌরী আর ছেলে যমুনা সিংয়ের চেহারা কেবল ভেসে উঠছে। আর বেশীদিন ওকে এভাবে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে না।

একদিন গঙ্গা সিংয়ের বুলডোজার থেমে গেলো। বালির পাহাড় কাটতে পারছে না মেশিনটি। অন্যান্য বুলডোজারগুলোও তেমনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। গঙ্গা সমস্ত শক্তি দিয়ে বুলডোজার চালালো, কিন্তু চললো না। ওর লোহার চাকা বালিতে ঘুরতে লাগলো। কিন্তু সামনের 'ব্ল্যাডটা' কোন বালিই কাটতে পারলো না। সারাদিন গলদঘর্ম হয়ে শেষে বুলডোজার থেকে নীচে নেমে এলো সে। ভালো করে দেখেও না চলার কোন কারণ খুঁজে পেলো না গঙ্গা।

বুলডোজারটা ওখানেই ছেড়ে এলো গঙ্গা। অন্যান্য ড্রাইভাররাও তাই করলো।

বালির পাহাড়গুলোর কাছে পরাজিত সৈনিকের মৃত হাতী-ঘোড়ার মতো দেখতে মনে হচ্ছিলো বুলডোজারগুলোকে। শুধু যে ওদের

BanglaBook.org

কাজ বন্ধ হয়ে গেছে তা নয়, বরং উটের গাড়ীগুলোর কাজও বন্ধ। সারা খাল জুড়ে একরাশ নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো।

একদিন গঙ্গা কাজ থেমে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করতে এলো কাউলের বাংলোবাড়ীতে। সোনকি ওকে দেখে খুশীতে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে সাদর সম্ভাষণ জানালো।

'আরে দাদা! নমস্তে! বসো।'

গঙ্গা এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কাউল ভাই নেই?'

'এই মাত্র বাইরে গেছে, এক্ষুণি এসে পড়বে। তুমি বসো না দাদা!'

'গঙ্গা সিং একখানা চেয়ারে বসলো। এবং সোনকিকে জিজ্ঞেস করলো, 'হ্যাঁরে, তোর ভাবীর কাছে চিঠিপত্র লিখেছিস নাকি?'

'চিঠি লিখেছি দাদা।' সোনকি বললো, 'কিন্তু ভাবী অভিযোগ করলো, অনেকদিন তোমার চিঠিপত্র পাচ্ছে না।'

গঙ্গা হতাশার স্বরে বললো, 'সোন, চিঠিতে এখন আর মন ভরে না। তাছাড়া যমুনা তো চিঠি পড়তে পারে না।'

'তবে খালটা খুব শিগগীর আমাদের গ্রামে গিয়ে পৌঁছবে। তখন আমিও যাবো তোমার সাথে.....'

সোনকির কথা শেষ হবার আগেই কাউল এসে ঢুকলো ঘরে। অফিসারকে দেখেই গঙ্গা তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লো।

'গঙ্গা দাদা' কাউল চেঁচিয়ে উঠলো, 'উঠে দাঁড়ালে কেন?'

গঙ্গা আসল কথা বললো, 'আপনি আমার অফিসার, কাউল সাহেব।'

কাউল ওকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দিতে দিতে বললো, 'বাড়ীতে আমি তোমার ছোট ভগ্নিপতি।'

কিন্তু আমি তো এ মুহূর্তে ভগ্নিপতির সঙ্গে নয়, ইঞ্জিনিয়ার কাউলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' গঙ্গা সিং জবাব দিলো।

এদের কথাবার্তায় সোনকি হাসছিলো। এখন ভেতরে যেতে যেতে বললো, 'আচ্ছা তোমরা দু'জন কথা বল' এবং গঙ্গাকে উদ্দেশ্য করে, 'দাদা, খেয়ে যাবে কিন্তু, আমি তোমার জন্য টক পাকাচ্ছি।'

সোনকি ভেতরে চলে গেলে গঙ্গা জিজ্ঞেস করলো, 'আগে বল তো

BanglaBook.org

এই প্রীতিভোজ কোন্ খুশীর উপর?'

কাউল হেসে কারণ বললো, 'মনে নেই, আজ থেকে দু'বছর আগে তুমি আমার হাতে তোমার বোনকে তুলে দিয়েছিলে? আজ আমাদের দ্বিতীয় বিয়ে-বার্ষিকী।'

গঙ্গা ওদের আশীর্বাদ করলো। পরে উদাসীনতার একটা হাল্কা পর্দা ওর চেহারাটা ঘিরে ফেললো, 'তাহলে তো আমার যমুনার বয়েসও দু'বছর হয়ে গেছে।'

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললো গঙ্গা, 'কাউল সাহেব, আচ্ছা কাজ কেন বন্ধ হয়ে গেলো বলতে পারো? আমাদের কিছু জানালে না পর্যন্ত।'

'আসল কথা কি, সঠিকভাবে কেউ এর কারণ জানে না।' কাউল বলতে লাগলো, 'সবাই অভিযোগ করছে, বালি নাকি খুব শক্ত। কাটা যাচ্ছে না। আসলে ওগুলো বালি নয়, বালির ভেতরে লুকিয়ে থাকা পাথর।'

পাথরের কথা শুনে গঙ্গা চিন্তায় পড়ে গেলো। বললো, 'এখন কি হবে?'

কাউল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে লাগলো, 'তোমাদের মতো ট্রাক্টার ড্রাইভাররা যার যার উপরঅলা অর্থাৎ ওভারসিয়ার সাহেবদের রিপোর্ট করবে। দু'চারদিন পর যখন ওভারসিয়ার সাহেবরা সময় পাবেন, এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারকে জানিয়ে দেবেন। এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার বিষয়টা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের হাতে তুলে দেবেন। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুপারেনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ারের কাছে ফাইলটা পাঠাবেন। সুপারেনটেনডিং চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে আর চিফ ইঞ্জিনিয়ার আরো উপরে মিনিষ্টার সাহেবের কাছে……।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও' গঙ্গা ভয় পেয়ে বলে উঠলো, 'এসব করতে কত সময় লাগবে? আর কতদিন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে? আমার তো গৌরী আর যমুনাকে……

'দু'মাসও লাগতে পারে, দু'বছরও লাগতে পারে।' কাউল জবাব দিলো, এবং বললো, 'শাহী অফিস একেই বলে।'

'শেষ সিদ্ধান্ত কি হবে?'

'খালেঘুর মোড় রিয়ে দেয়া হবে হয়তো।'

BanglaBook.org

'তার মানে এ খাল ভারতীয়া গ্রামে না গিয়ে অন্যদিকে চলে যাবে ?'

'হ্যাঁ, তাও বিচিত্র নয়।'

'অন্য কি পন্থা আছে তাই বলো যাতে তাড়াতাড়ি খালটা আমাদের গ্রামে চলে যেতে পারে, আমাকেও আর প্রতীক্ষা করতে না হয় !'

জবাব দেয়ার আগে কাউল বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করলো। পরে বড় গম্ভীর স্বরে বললো, 'আরেক পথ আছে বটে, একটা বড় ধাক্কা দিতে হবে। এমন জোরে ধাক্কা যে, বালির নীচের পাথর তো ভাঙবেই, সাথে সাথে যেন সরকারী মস্তিষ্কগুলোতেও একটা তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায়।'

গঙ্গা সিং বড় আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো, 'ঠিক আছে, এ কাজ আমিই করবো, কাউল সাহেব।'

পরে যখন কাউল বললো, 'গঙ্গা, তুমি একা আর কি করতে পারবে ?' তখন গঙ্গার চোখে একটা ভয়ঙ্কর ইচ্ছার চমক হেসে উঠলো। এক একটা শব্দ যেন ওজন করে করে বলতে লাগলো, 'আমিই করবো, যে রকম ফরহাদ করেছিলো।'

ফরহাদ কি করেছিলো ?

ফরহাদ তার মরুভূমির মতো তৃষ্ণা নিয়ে প্রেমিক শিরীর জন্য পাহাড় কেটে, পাথর কেটে খাল তৈরী করেছিলো। যদিও এই কাজ করতে গিয়ে তাকে প্রাণ হারাতে হয়েছে।

গঙ্গা তো বিংশ শতাব্দীর ফরহাদ। সে কি করেছে ?

সে বালির নীচে লুকিয়ে থাকা পাথরকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। যে কাজ বছরে শেষ হবার কথা নয়, সে কাজ গঙ্গা মাত্র কয়েকটি ধাক্কায় শেষ করলো। খালটির ভারতীয়া গ্রামে যাবার রাস্তা পরিষ্কার করে দিলো। নিজের গৌরী, নিজের যমুনা এবং নিজের গ্রামবাসীর জন্য পানির পথ করে দিলো। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ধাক্কার সময় নিজের পৃথিবীকে, নিজের জীবনকে এদিক-ওদিক, উপরে-নীচে ঘুরছে মনে হলো তার ! এবং বালির উপর আছড়ে পড়লো গঙ্গা। আর ডিনামাইটের ধাক্কায় একখানি বড় পাথরকে তার দিকে আসতে দেখা গেলো।

মৃত্যুকে কাছে আসতে দেখে গঙ্গার চোখ জোড়া অস্থির হয়ে উঠলো।

BanglaBook.org

পাথরটা একদিকে পড়ে থাকলো।

এবং এখন গঙ্গার চোখের সামনে তার অতীত, তার ভবিষ্যতের টুকরো টুকরো ছবি ছুটে যেতে লাগলো একের পর এক।

ওর বাবা হরি সিং—খরস্রোতা পানি—হাওয়ায় দোল খাওয়া গমের ফসল—গৌরী—লাল লাল ফুল—সোনকি—খরস্রোতা পানি—চলন্ত ট্রাক্টার—লাল জীপে উপবিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার কাউল।

আবার খরস্রোতা পানি·····যার ভেতর জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং জীবনের তাবৎ রূপ-সৌন্দর্য।

এবং সর্বশেষ আরেক ধাক্কা—লাল লাল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আর লাল লাল ধোঁয়ার কুণ্ডলী একটা মেঘের মতো ওকে গ্রাস করে ফেললো আজীবনের জন্য।

মরুভূমির পথ ধরে সেই পুরণো লাল জীপগাড়ীটা ছুটে চলেছে ভারতীয়া গ্রামের দিকে। ঘরের সামনের আঙ্গিনায় বসে গৌরী তার ছেলেকে কথা বলা শিখাচ্ছিলো, 'যমুনা—বলো বাবা—বা-বা·····'

যমুনা তোতলাতে তোতলাতে বললো, 'বাবা—বাবা।'

এ সময় গৌরী দেখলো একখানি লাল গাড়ী এসে থামলো গ্রামে। গাড়ী থেকে একটি পুরুষ আর একটি নারী নামলো। দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না বটে, তবে পুরুষটি বেশ লম্বা আর মেয়েটি একটু খাটো, ছোটখাট, তা বোঝা যাচ্ছিলো।

গাড়ী থেকে নেমেই ওরা দু'জন গৌরীর ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে। গৌরী অবাক হলো, 'এরা আবার কে?'

ছোট্ট শিশু যমুনা—যে কিনা অদ্যাবধি তার মাকে ছাড়া গ্রামের দ্বিতীয় কোন প্রাণীকে দেখেনি, চোখ বড় বড় করে ওদের দু'জনকে দেখতে লাগলো। কিন্তু ওরা আরো কাছে এলে গৌরী ওদের চিনতে পারলো। এবার ওরা দু'জন, মানে সোনকি আর তার সঙ্গী গৌরীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো।

গৌরী ওদের আশীর্বাদ করলো, পরে কাউলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আচ্ছা, তাহলে এই সে,—না?'

'হ্যাঁ, লম্বু ইঞ্জিনিয়ার।' কাউল গৌরীর বাক্যটা সম্পূর্ণ করে দিলো।

BanglaBook.org

সোনকি এবার ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলো, 'ভাবী, ও যমুনা, না ? ও তো একেবারে দাদার মতো হয়েছে।'

এবার জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলো গৌরী, 'সোনকি, তোমার দাদা কেমন আছে ?'

প্রথমে স্বামীর দিকে তাকালো সোনকি। পর বললো, 'দাদা ভালো আছে, ওর কত নাম হয়েছে, এখন চারদিকে শুধু প্রশংসা।'

কাউল বললো, 'তিনি মস্ত বড় একটা কাজ করেছেন।'

সোনকি বললো, 'তোমার খাল কাটা তো শেষ হলো ভাবী !'

গৌরী এবার কিছুটা রুক্ষ গলায়, চিন্তান্বিত গলায় বললো, 'খাল কাটা শেষ হয়েছে, ও এখনো আসছে না কেন ? অনেকদিন থেকে চিঠিও লিখছে না। আমার মনে নানান চিন্তা ভিড় করছে। কোথায় ও ?'

'ভাবী, গঙ্গা দাদা একটা মস্তবড় কাজে আটকা পড়েছেন।'

কাউল বললো, 'বড় ব্যস্ত তিনি। কাজটা শেষ হয়েছে। এখন, এ জন্যে তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।'

'আমাকে ডেকেছে ?' গৌরীর কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা, একরাশ আশা যেন ঝরে পড়লো।

'হ্যাঁ ভাবী' সোনকি ওকে আশ্বস্ত করলো, 'তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যই তো আমাদের এখানে পাঠিয়েছে।'

'আমার যমুনাকেও ?' গৌরী প্রশ্ন করলো।

জবাবে কাউল বললো, 'হ্যাঁ, যমুনা সিং, পিতা গঙ্গা সিং, পিতা হরি সিংকেও নিয়ে যেতে বলেছেন।'

আর গৌরীর কাছে মনে হলো যেন, খুশীর চোটে তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে করতে বললো, 'শুনলি যমুনা, তোর বাবা আমাদের ডেকেছে ! হ্যাঁ, তোর বাবা আমাদের ডেকেছে !'

লাউডস্পিকার থেকে আওয়াজ আসছে, 'আজ রাজস্থান খালের শেষাংশের শুভ উদ্বোধন যমুনা সিং, পিতা গঙ্গা সিং, পিতা হরি সিংয়ের

BanglaBook.org

হাত দিয়ে হবে।'

খালের ধারে নানান রঙের ঝাণ্ডা উড়ছে। লোকারণ্য। সবাই রাজস্থানী পোশাকে সজ্জিত হয়ে এসেছে। নারী, পুরুষ, ছেলে, বুড়ো, উট-সোয়ারী, কৃষাণ, মজুর এবং সামিয়ানার নীচে মিনিষ্টারও এসে বসে আছেন। সব অফিসার, সব ইঞ্জিনিয়ার এমন কি চিফ ইঞ্জিনিয়ার যাকে সবাই 'বড় সাহেব' বলে সম্বোধন করে, তিনিও এসেছেন। কিন্তু বিশেষ অতিথির জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে গৌরী। তার এক পাশে সোনকি, অন্য পাশে কাউল। তার কোলে শিশু যমুনা সিং।

লাউডস্পিকারে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী বড় ব্যস্ত হয়ে উঠলো, বড় চিন্তান্বিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো। কিন্তু স্বামীকে কোথাও দেখলো না। তখন সোনকিকে জিজ্ঞেস করলো, 'সোনকি, যমুনার বাবা কোথায়?'

সোনকি কোন জবাব দিতে পারলো না। স্রেফ স্বামীর দিকে তাকালো। কাউল খালের দিকে ইশারা করলো। গৌরী ওদিকে তাকালো, কিন্তু শূন্য খাল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলো না। তার গঙ্গা সিং কোথায় গেলো?—নীরব দৃষ্টি জোড়া তুলে যেন ও কাউলের কাছে জানতে চাইলো।

এবার কাউল শিশু যমুনা সিংয়ের একটি আঙ্গুল টেনে নিয়ে বিদ্যুতের বোতামের উপর রাখলো। তাতে মৃদু চাপ দিতেই বন্ধ দরোজা খুলে গেলো এবং শূন্য খালে পানির স্রোত গড়াতে শুরু করলো।

কিন্তু নিশ্চুপ গৌরী পানির দিকে তাকিয়ে দেখলো, পানির রঙ লাল।

হাজার হাজার লোকের করতালিতে, শ্লোগানে মুখর হয়ে উঠলো চারদিক। খরস্রোতা পানি দেখে সবাই খুশীতে উচ্ছল। রঙীন পতাকা উড়ছে পতপত করে, রঙীন বেলুন পানিতে ভাসছে। এক ঝাঁক সাদা পায়রা হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। রাজস্থানের মরুভূমিতে খাল এসে গেছে। মানুষ খুশীতে যেন আত্মহারা। সবাই খুশীতে পানিতে লম্ফঝম্ফ শুরু করে দিয়েছে। খুশীতে যেন খালের পানিও কলকল, ছলছল করছে, গান গাইছে, নাচছে, ঢেউ তুলছে। কিন্তু গৌরীর কাছে পানির রঙ তেমনি লাল মনে হতে লাগলো। ঠিক রক্তের মতো লাল। ওর গঙ্গার রক্তের

BanglaBook.org

মতো লাল। এবার সে অনুধাবন করতে পারলো, গঙ্গা আসলে ফরহাদের মতো নিজের জীবন দিয়ে মানুষের হাসি-খুশী, আর সুখ-শান্তির দরোজা খুলে দিয়েছে।

এবং অনুধাবন করার সাথে সাথেই গৌরীর চোখজোড়া দেখতে পেলো, খরস্রোতা পানিতে দাঁড়িয়ে গঙ্গা যেন তাকেই দেখছে। যে পোষাকে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলো, সে পোষাকেই গঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে খালের পানিতে। কিন্তু ওর সারা শরীরে, চেহারায় লাল লাল রক্ত—যেন সে রক্তে স্নান করেছে। আর হাত দু'টো প্রসারিত, যেন কাউকে দু'হাতের আলিঙ্গনে নেয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

এই 'গঙ্গা সিং'কে গৌরী দেখলো, সোনকি দেখলো এবং ইঞ্জিনিয়ার কাউল দেখলো। আর কেউ দেখলো না, কাউকে দেখা দিলো না। খাল খুলে দেয়ার খুশীতে সবাই করতালি বাজাচ্ছে, কিন্তু ওরা কেউ জানে না এই হাসি-খুশী ফোটাতে গিয়ে একটি সংসার আজীবনের জন্য দুঃখের সাগরে ডুবে গেলো।

এ সময় খালের ওপারে বালির টিলার উপর উট-সোয়ার মঙ্গল সিং হাতে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাউলের বুক বরাবর বন্দুক তাক করে আছে সে। সে-ই তো মঙ্গলের শত্রু, সোনকিকে সে-ই তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এবং এই খাল তৈরীও করেছে সে। ট্রিগারে যেই চাপ দেবে, অমনি সোনকির কণ্ঠস্বর মৃদু গুঞ্জন তুললো মঙ্গল সিংয়ের কানে—'তাহলে মনে রেখো মঙ্গল সিং, একদিন না একদিন আমার দাদা গ্রামে খাল নিয়ে ফিরে আসবেই।'

ঘুরে খালের পানির দিকে তাকালো মঙ্গল সিং। ওর চোখে-মুখে একরাশ ক্রোধ আর ঘৃণা।

কিন্তু পানি তখন তীব্র বেগে ফুলে ফুলে উঠছে। পানি তখন তীব্র বেগে কলকল ছলছল করে ছুটে যাচ্ছে।

পানি গুন গুন করছে, গান গাইছে, নাচছে।

এবং পানি যেন মঙ্গল সিংকে কিছু বলছে।

জীবনের কিছু বাস্তব কথা শোনাচ্ছে।

এবার চারদিক থেকে একসাথে গুঞ্জন উঠলো। মঙ্গল সিং শুনছে,

BanglaBook.org

যেন কাউলই বলছে—'একটা কথা মনে রেখো মঙ্গল সিং, যেদিন এ খাল তৈরী শেষ হবে, সেদিন এই খালের পানিতেই তোমার বন্দুকটাকেও ডুবিয়ে দেবে।'

কয়েক মুহূর্ত পর তাই হলো।

মঙ্গল সিং বন্দুকটা মাথার উপর তুলে খালের পানিতে জোরে ছুঁড়ে মারলো।

পানিতে ঝপাং একটা শব্দ তুলে বন্দুকটা ডুবে গেলো। তখন গৌরী, কাউল আর সোনকি—এবং শিশু যমুনা সিং—যে কাউলের কাঁধে চড়ে ছিলো—'তুই খা' তুই খা' সমাধি প্রাঙ্গণের দিকেই যাচ্ছিলো।

এবং রাজস্থান খালও তখন ছুটে চলেছে ভারতীয়া গ্রামের দিকে।.....

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org